কাঁকুনার

খাঁ পরিবার

বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁ
প্রণীত

সন ১৩৩৮ সাল

প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা—
এস্, সি, আঢ্য এণ্ড কোং
কর্ত্তৃক
১২ নং ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত

দক্ষিণা
পাঁচ সিকা।

Printed by N. Mookerjee at the Wellington Printing Works
10, Haladhar Bardhan Lane, Calcutta
and
Published by Nilmoney Auddy for S. C. Auddy & Co.
58 & 12, Wellington Street, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র।

-:o:-

খাঁ বংশের যাবতীয় পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি উদ্দেশে
এই পুস্তিকা লিখিত হইল। এই শ্রাদ্ধকার্য্য
সম্পাদনের জন্য কিরূপ উৎকণ্ঠা হইয়াছিল,
প্রাণ কিরূপ কাঁদিয়াছিল, স্বর্গীয় আত্মার
অবিদিত থাকিবে না। নগণ্য এই
স্মারকলিপি তাঁহাদের আত্মার
প্রীত্যর্থে উৎসর্গীকৃত
হইল।

বিনীত বংশধর,
বিশ্বেশ্বর।

১৩১৩ সালে সাকারীর ফটো হইতে



বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁ।

ভূমিকা।

সদ্গোপ জাতির ইতিহাস প্রণেতা আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রথমেই আমাদের খাঁ পরিবার ইতিবৃত্ত দিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ইতিহাসে চব্বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে খাঁ পরিবারের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এতাবৎকাল আমার ইচ্ছা ছিল বিশদভাবে একখানি পৃথক পুস্তক লিখিব। কার্য্যগতিকে এতদিন মনের আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই। পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে এতদিনে আশা পূর্ণ হইল। সমস্ত বিষয় সংগ্রহ করিতে আমাকে বিশেষ পরিশ্রম ও স্মৃতি শক্তির অতিরিক্ত পরিচালনা করিতে হইয়াছে। কখন বা কোন একটা সুপরিচিত নাম দুই তিন দিন দিবারাত্র চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারি নাই; স্মরণ করিবার চেষ্টায় রাত্রে নিদ্রা হয় নাই। ভাবিব না মনে করিলেও মন সেই পথে ধাবিত। নিম্নলিখিত বিবরণে প্রতীয়মান হইবে এ কার্য্যে আমার আন্তরিকতা কত দূর।

দুই দিন উপবাসী থাকিয়া একদিন স্কুলে গিয়া প্রথম পিরিয়ডে নিম্নে অবস্থান করিলাম। দ্বিতীয় পিরিয়ডে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিবামাত্র মস্তক ঘুরিয়া গেল, চক্ষে সরিষা ফুল দেখিতে লাগিলাম, হৃদ্‌পিণ্ড দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, নিশ্বাসও যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী এক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতকটা অজ্ঞাতসারে চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিল কি হইয়াছে; কিন্তু আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। তখন মনে হইতেছিল আসন্ন মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য কিছু ভাবনা হয় নাই; ভাবনা কেবল—আমার 'খাঁ পরিবার' ছাপান হইল না। আর কেহ কি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে? প্রায় অন্তিম সময়ের মাত্র এই ভাবনা;—অন্য কোন বিষয়ের কোন চিন্তা মনে উদয় হয় নাই।

'খাঁ পরিবার' প্রকাশ করিলাম; কিন্তু ইচ্ছানুরূপ করিতে পারি নাই। সকল পরিচয় যথা সময়ে পাই নাই বলিয়া অনেক বিষয় বিক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইয়াছে। অনেক পরিচয় সংগৃহীত হইল না বলিয়া আক্ষেপ রহিয়া গেল। যদি ভবিষ্যতে পুস্তক-গুলির অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে খাঁ বংশের কোন উদার বংশধরের নিকট আমার অনুরোধ যেন আবার নূতন পরিচয় সংযুক্ত করিয়া পুস্তকটী ছাপাইয়া লয়।

সকলের নিকট অনুরোধ পুস্তক পাইলে যেন বিশেষ যত্ন করিয়া দলিলাদির সহিত বাঁধিয়া রাখেন। ইহা পূর্ব্বপুরুষের পরিচায়ক; অতএব অতীব পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবেন। পুস্তকের নাম 'খাঁ পরিবার' হইলেও ইহাতে অনেক গণ্যমান্য বংশের পরিচয় আছে। তত্তৎ বংশীয়দিগের নিকটও সানুনয় প্রার্থনা যেন তাঁহারা পুস্তক থানিকে পবিত্র ভাবে যত্নের সহিত রাখেন।

যাঁহারা সম্পর্কে লেখকের পূজনীয় তাঁহাদিগের স্থলে 'করিতেন,' 'করিয়াছিলেন,' 'লইতেন' ইত্যাদি সম্মানসূচক ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে। কোথাও বা সম্পর্কে নীচ হইয়াও লেখকের গুরু বলিয়া সম্মান করা হইয়াছে।

কেবল সদ্গোপ নয়, অপরাপর সকল জাতীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন আপন আপন বংশের ইতিহাস লিখিয়া

প্রকাশ করেন। এই সকল খণ্ড পুস্তক ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নানারূপে উপাদান হইবে। তবে একথা আমি বেশ জানি, আমার ন্যায় কুবুদ্ধি-পরায়ণ, স্বার্থজ্ঞান-বিমূঢ় ব্যক্তি ভিন্ন কেহ এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। যিনি অপরের আর্থিক সাহায্যের প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহার দ্বারা একার্য্য হইবে না। কেহ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করেন, ভালই; নচেৎ স্বাবলম্বন। এইরূপে পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিলে বংশের গৌরব বাড়িয়া যাইবে। এরূপ পুস্তক 'খাঁ পরিবার' রূপে সর্ব্বপ্রথম দেখা দিল। আশা হইতেছে অপর জাতীয় অনেকে এরূপ কার্য্যে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবেন। ইতোমধ্যেই পুস্তক মুদ্রণের সময়েই আভাস পাইয়াছি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক বংশ, ও তিন ব্রাহ্মণ বংশ, আংশিক 'খাঁ পরিবার' দেখিয়া আপনাদের বংশ পরিচয় প্রকাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।

পূর্ব্বপুরুষের যাবতীয় বৃত্তান্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে খ্যাতনামা মমাগ্রজ স্বর্গীয় বলরাম ঘোষ খাঁয়ের নিকট জানিয়া লইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া পূর্ব্বপুরুষের কত বৃত্তান্তই শুনিয়াছিলাম। আমি স্বয়ংও অনেক দেখিয়াছি শুনিয়াছি। সেই সকলেরই প্রধান অংশ এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম।

যে সকল মহানুভব বংশকুলতিলক তাঁহাদের বংশতালিকা দিয়া 'খাঁ পরিবারের' অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিলেন, তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে সকলেই পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া বৎসরে একদিন মাত্র তাঁহাদের আত্মার প্রীতি সম্পাদন করিবেন; ইহাই পিতৃ পূজা।

পিতৃপুরুষই আমার পূজনীয় দেবতা; অতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহাদের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম, ইতি।

বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁ।

কৈলাশ বসুর চতুর্থ বাইলেন, হাওড়া

১৩৩৮ সাল ১৯ ভাদ্র নন্দোৎসবের দিন মুদ্রণ আরম্ভ

৮ই অগ্রহায়ণ রাসপূর্ণিমার দিন লিপিকরণ শেষ।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

কাঁকুনার
খাঁ পরিবার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী খণ্ডঘোষ থানার অধীন সসঙ্গা গ্রামের অধীন পটী কাঁকুনা একটী ক্ষুদ্র পল্লী। বৰ্দ্ধমান হইতে যে রাজপথ বাঁকুড়া গিয়াছে উহারই কিঞ্চিৎ উত্তরে এই গ্রাম অবস্থিত; বৰ্দ্ধমান সহর হইতে ৫ মাইল, দামোদর নদের দক্ষিণে। কাঠগোলার ঘাটে দামোদর পার হইয়া যাইতে হয়। গ্রামটির স্থান অতি মনোহর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং উত্তরে শালীনদী। পশ্চিমদিকে অধুনা অনেকগুলি আম বাগান হইয়াছে; শালীনদীও এখন মজিয়া গিয়া অধিকাংশ স্থলেই উর্ব্বরা জমিতে পরিণত হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে সুবিস্তৃত দহ আছে, ইহাদের জল সচরাচর নির্ম্মল থাকে। দক্ষিণদিক একেবারে খোলা থাকাতে গ্রামে বায়ুসঞ্চালন সুন্দরভাবে হয়, এই কারণেই বোধ হয় গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ কখনও প্রবেশ করে নাই। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া এক রাজপথ দক্ষিণাভিমুখে গিয়া বাঁকুড়া রাস্তার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ঠিক এই সঙ্গমস্থলে ৺বলরাম খাঁ একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া পথিকগণের প্রকৃতই যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, কারণ এই স্থানে বহুদূর ব্যাপিয়া কোন জলাশয় ছিল না।

খাঁ পরিবার লইয়াই এই পল্লী। গ্রামের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কয়েক ঘর বাগ্দীর বসতি ও পশ্চিমে বাগানের মধ্যে কয়েক ঘর মুচি বাস করে। গ্রামে একটী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট একটী ডাকঘর আছে। পল্লীটি সসঙ্গার পটী বলিয়া স্কুল ও পোষ্টাফিস উভয়ই সসঙ্গা নামে অভিহিত। খাঁ পরিবারগণও সাধারণতঃ সসঙ্গা নামে নিজ বাসপল্লীকে অভিহিত করেন।

খাঁ পরিবারের আদি বাস শালীনদীর উত্তরতীরে আতকুল্যা গ্রামে। কিংবদন্তী নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর খাঁ বংশীয়দিগেরও আদি বাসস্থান এই স্থানে। আতকুল্যায় গোচারণ ও কৃষিকার্য্যের জমি অত্যল্প। সেই জন্য আতকুল্যা হইতে গ্রামবাসিগণকে শালীনদীর দক্ষিণতীরে একটু পশ্চিমে কৃষিকার্য্য ও গোচারণের জন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরে যাইতে হইত। এই স্থান ঐ উভয় কার্য্যের সাতিশয় উপযোগী ছিল। প্রতিদিন গরুবাছুর লইয়া নদী পার হইয়া ঐ স্থানে গমন করা কষ্টকর ছিল, বিশেষতঃ বর্ষাকালে অনেক সময় পার হওয়া অসাধ্য হইত। এই জন্য গোপালচন্দ্র খাঁ ও নিত্যানন্দ খাঁ নামক দুইজন পূর্ব্বপুরুষ ঐ স্থানে সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের আবাসস্থান ও গোশালা প্রস্তুত করিয়া লয়েন। ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানেই ভরাভর দিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। খাঁকুলের বাসগ্রাম বলিয়াই "খাঁকুল" হইতে বোধ হয় অপভ্রংশ হইয়া ক্রমে "কাঁকুনা" নাম হইয়া থাকিবে।

'খাঁ' মুসলমান নবাবপ্রদত্ত বংশধরগণের সম্মানসূচক উপাধি। পূর্ব্বে কোন পূর্ব্বপুরুষ নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া এই সম্মানসূচক পদবী লাভ করিয়াছিলেন। প্রদেশস্থ লোক সকলেই ইঁহাদিগকে খাঁ বলিয়া জানেন। 'কাঁকুনার খাঁয়েরা' এস্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ বংশ। পরে ইংরাজের আমলে, বংশধরগণ ইংরাজী বিদ্যা

অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজ সরকারে কার্য্য করিবার সময় আপনাদিগকে 'ঘোষ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য সদ্গোপ মাত্রেই ঘোষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু ঘোষের পরিবর্ত্তে খাঁ নাম থাকিলেই যেন সম্মান বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয়।

১২৩০ সালে দামোদর নদের প্রবল বন্যা হয়, তাহাতে সকলেরই যাহা কিছু কাগজপত্র বা কুলজী ছিল সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত গোপালচন্দ্র খাঁ ও নিত্যানন্দ খাঁয়ের বংশধরগণের পর্য্যায়ক্রমে নাম দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে। **রত্নেশ্বর খাঁ** হইতেই পর্য্যায়ক্রমে নাম অবগত হওয়া যায়। ইঁহাকে লোকে সাহেবরাম খাঁ বলিত, তাহার কারণ ইনি দিব্য গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন। নিম্নে এই আদিপুরুষ হইতেই বংশধরগণের নাম প্রদত্ত হইল।

কুলজী মৌদ্গাল্য গোত্র।*

(চলিত মধুকুল্য)

- রত্নেশ্বর খাঁ (ওরফে সাহেবরাম খাঁ)
  - পঞ্চানন
    - রাসমণি
    - যুগলকিশোর
      - গুরুচরণ
        - উমাবতী
      - বৈষ্ণবচরণ
      - সাবিত্রী
      - হরিচরণ
        - গিরীশ
          - হেমাঙ্গিনী
          - থাকমণি
          - ভূতনাথ
          - বিনোদিনী
          - বৈদ্যনাথ
            - আশালতা
            - মায়ালতা
        - লক্ষ্মী
        - মহেশ
    - অপরা
  - লক্ষ্মণ (?)

---

* মুদ্গল মুনিপুত্র গোত্র কারক ঋষি বিশেষ।

- বৈষ্ণবচরণ খাঁ
  - নবকুমার
    - বলরাম
      - কেদার
        - প্রিয়নাথ
        - অনন্ত
      - রজনী
      - নগেন্দ্র
    - মোহিনী
    - রোহিণী
    - রমণী
    - রঘুমণি
    - বাবুরাম
      - কালীপদ
      - প্রফুল্ল
    - অভিরাম
    - বিশ্বেশ্বর
      - বিনয়কৃষ্ণ
        - ভবানী প্রসাদ
      - শতদলবাসিনী
      - যমুনা
      - সরযূ
      - নর্ম্মদা
      - কমলকৃষ্ণ
      - কৃষ্ণা
  - নন্দকুমার
  - কন্যা জপা
  - শ্যামাচরণ
  - মুক্তকেশী
  - মঙ্গলা (কন্যা)
  - অম্বিকাচরণ
  - ঈশ্বর

বৈষ্ণবচরণ খাঁ পর্য্যন্ত সকলেই ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। হরিচরণ খাঁ হইতে এই বংশে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ইনি যদিও সামান্য ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজ সরকারে বেশ ভালরূপ মর্য্যাদার পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে সামান্য ইংরাজী শিখিলেই লোকে বিশেষ সম্মানিত পদ লাভ করিতেন, এখন এম্, এ, পাশ করিয়াও সেরূপ পদলাভ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। বৈষ্ণবচরণ নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ইংরাজী শিখিতে দেন নাই; তাঁহার বিশ্বাস ছিল ম্লেচ্ছভাষা শিখিলে পিণ্ডাদি অশুদ্ধ হইয়া যাইবে, পিতৃলোক পিণ্ড গ্রহণ করিবেন না। অপর সকলেই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

খাঁ পরিবারের মধ্যে দেবালয়, দোল, দুর্গোৎসব ও অনেক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইঁহারা বিষ্ণুমন্ত্র-উপাসক, শ্রীপাঠ কৈয়ড়ের গোঁসাইদিগের শিষ্য। মৎস্য, মাংস এই বংশে একেবারে অতি অপবিত্র বলিয়া ঘৃণিত হইত। এখন ইংরাজী শিক্ষার ফলে সে সব ঘৃণা কোথায় পলাইয়াছে।

খাঁ পরিবারের গৌরবের প্রধান স্মৃতিচিহ্ন—সতীমন্দির। সসঙ্গা গ্রামের উত্তর, শালীনদীর বিশাল দহের উত্তরতীরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। **পঞ্চানন** খাঁয়ের স্ত্রী **ত্রিনয়নী** এই স্থানে শ্মশানে স্বামীর অনুসরণ করেন। ইনি রূপসা গ্রামের পালবংশ সম্ভূতা; বর্ত্তমান পালবংশ নয়, ত্রিনয়নীর পূর্ব্বপুরুষ পালেদের এখন কেহ নাই। পঞ্চানন ইহলীলা সংবরণ করিলে সতী স্বামীর অনুগমনে দৃঢ়সঙ্কল্পা হইলেন। স্বামীর দেহত্যাগে তিনি শোকাভিভূতা হইলেন না। তিনি বলিলেন —"আমিও ত এখনই স্বামীসকাশে গমন করিতেছি, তিনি ত আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না, আমিও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, আমিও তাঁহার সহিত চলিলাম।" তিনি রক্তবস্ত্র

পরিধান করিলেন, সীমন্তে সুদীর্ঘ সিন্দূররেখা ও চরণদ্বয় উজ্জ্বল অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিলেন। সিদ্ধি বা অপর কোন মাদকদ্রব্য তিনি স্পর্শ করেন নাই; তিনি পতিপ্রেমরূপ মাদকে মত্ত হইয়াছিলেন, অপর মাদকের আবশ্যক কোথা হইতে হইবে? তদীয়া পুত্রকন্যাগণ এবংবিধ অবস্থায় মাতার চরণ ধরিয়া আকুলহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রাণোপম পুত্রকন্যাগণকে ক্রোড়ে টানিয়া স্নেহভরে তাঁহাদের মুখচুম্বন করিয়া নানা প্রবোধবাক্যে তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা বড় হইয়াছ. দিনকতক তোমাদের মনে শোক প্রবল থাকিবে সত্য, কিন্তু ক্রমে ভুলিয়া যাইবে—মা বাপ লইয়া চিরকাল মানুষ সুখী হইতে পারে না, আমাকে তোমরা হৃষ্টমনে বিদায় দাও; বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগকরা মহাপাপ, আমি তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ। মানবদেহে যতগুলি লোম আছে আমি তত বৎসর স্বামীসহ স্বর্গে বাস করিব; আমার মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল তিন কুল উদ্ধার হইবে। স্ত্রী স্বামীর সহিত এক চিতায় ভস্মীভূত হইলে অরুন্ধতীর ন্যায় চিরকাল স্বামীসহ স্বর্গলোকে বাস করিতে পায়। তোমরা আমাকে আর মায়ার বন্ধনে বাঁধিও না—আমার অশেষ সুখের অন্তরায় হইও না—আমাকে প্রফুল্ল-মনে বিদায় দাও।"

তিনি স্বামীর শবদেহের সহিত শ্মশানে গমন করিলেন। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য কত গ্রাম গ্রামান্তর হইতে স্ত্রীপুরুষ আগমন করিল, শ্মশানভূমি জনসঙ্ঘে পূর্ণ হইয়া গেল। চিতা সজ্জিত হইল, শবদেহ তদুপরি স্থাপিত হইল—অনবরত হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই সময় তিনি এক অপরূপ কীর্ত্তি ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করেন। মাসিলা-নিবাসী গোবিন্দ মণ্ডলের ভৈরবী নাম্নী কন্যার সহিত পৌত্র বৈষ্ণবচরণের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিবাহ দৈবদুর্ব্বিপাকে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাতে বোধ

হয় তাঁহার মনে যাতনা হইতেছিল। তাই তিনি তখনই মাসিলা হইতে উক্ত কন্যাকে শ্মশানক্ষেত্রে আনাইলেন—তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া নিজ সীমন্তের সিন্দুর লইয়া কন্যার সীমন্তে স্বীয় অঙ্গুলী দ্বারা লেপন করিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"অদ্য হইতে তুমি আমার পৌত্রবধূ (নাত বৌ) হইলে ও তোমার বংশধরগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও যশস্বী হইবে।" তাঁহার বাক্য যে সাফল্যলাভ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই সময় চর্ব্বিত তাম্বুল ভৈরবীর হস্তে প্রদান করেন। ক্রমে গিরীশের পত্নী মোক্ষদা ঐ তাম্বুল পবিত্রভাবে রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ১৩২০ সালের বন্যার সময় এই পূত স্মারক নষ্ট হইয়াছে।

চারিদিকে হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল। সতী এখন আনন্দে উন্মত্তা—তাঁহার ইহজীবনের প্রধান সাধ মিটাইয়া লইলেন, এবং পরমারাধ্য পতির চিতায় জীবনাহুতি দিয়া তাঁহার সহিত অনন্তকাল অনন্তধামে বাস করিতে চলিলেন; তাঁহার ত আজ পূর্ণ আনন্দেরই কথা, জগৎ এখন যেন তাঁহার নিকট আনন্দময়। তিনি দক্ষিণহস্তে এক আম্রশাখা সঞ্চালন ও বামহস্তে শঙ্খধারণ করিয়া ধ্বনি করিতে করিতে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন—একে একে সকল আত্মীয়ের নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—"সকলে প্রফুল্লমনে আমায় বিদায় দাও, অতঃপর বিলম্ব হইতেছে, ঐ দেখ উনি আমায় আহ্বান করিতেছেন, আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না—আমি যাইতে পারিব কি না, হয় ত উনি সন্দিহান হইতেছেন, —না—বিদায়—চলিলাম—দেখিও আমায় যেন তোমরা চিতায় বাঁধিও না, আমি শান্তভাবে উঁহার সহিত গমন করিব।"

স্বামীর পাদস্পর্শ করিয়া সতী চিতার উপর পতির বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন, ভুজপাশে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, চক্ষু নিমীলিত করিলেন এবং অগ্নি সংযোগের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। চিতা ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি যেন নিশ্চল—তাঁহার প্রাণবায়ু বোধ হয় পূর্ব্বেই তাঁহাকে

ত্যাগ করিয়াছে। চিতায় ঘৃত প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—চিতা আরও জ্বলিয়া উঠিল—হরিধ্বনি উঠিল—তিনি নিশ্চল! সব ফুরাইল! নিমেষের মধ্যে সতী ও পতির দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল—উভয়ের পবিত্র আত্মা স্বর্গধামে চলিয়া গেল।

যুগলকিশোর ঐ চিতার উপর এক মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। খাঁ বংশের প্রত্যেক পুত্র কন্যার বিবাহের সময় ঐ মন্দিরে গিয়া সিন্দুর লেপনের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পরে ঐ স্থানে একটী আম্রের বাগিচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মন্দিরটী এখন জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বংশধরগণ উহার সংস্কারসাধনে চেষ্টিত আছেন, শীঘ্রই সংস্কার হইবে আশা করা যায়। ইহারই পূর্ব্বাংশে ব্রাহ্মণদের এক সতীদাহ হয়, হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পিতামহী, ও পশ্চিমে পরামাণিকদের এক সতীদাহ হয়, সনাতন পরামাণিকের পিতামহী। কিন্তু তাঁহাদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইঁহাদের বাড়ী ছিল নিবারণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর পূর্ব্বে, যেখানে সেওড়া গাছ। সনাতন ও নবকুমার জগন্নাথ-ক্ষেত্রে 'মহাপ্রসাদ' পাতাইয়াছিলেন। আতকড়ের এক শৌণ্ডিকের সহিতও ঐ সম্বন্ধ ছিল।

যুগলকিশোর বংশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। তিনি অনেক জমিজমা বৃদ্ধি ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অতিথি অভ্যাগত সকলেই তাঁহার নিকট সমাদর পাইতেন। তিনি বলিতেন, "আমি লাখেরাজে বাস করি।" কারণ শস্য বিক্রয় করিয়া খাজনা দিতে হইত না। বাৎসরিক ১০০৲ টাকা খাজনা, হরিচরণ ও নন্দকুমার দিতেন। অল্প আয়ে তখন আড়ম্বরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এখন সেই পরিবারে কত টাকা আয়, অথচ কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।

বৈষ্ণবচরণ প্রকৃতই বৈষ্ণব; তিনি অতি ধার্ম্মিক মহাপুরুষ

ছিলেন। তিনি শাস্ত্রালোচনাতেই অধিক কালক্ষেপণ করিতেন। তাঁহার হস্তলিখিত অনেক পুঁথি সেদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। লম্বা লম্বা হরিদ্রাবর্ণের মোটা মোটা কাগজে অতি সুন্দর লেখা—পিঁড়ির ন্যায় কাষ্ঠফলক তাহাদের মলাট ছিল। ছাপা পুস্তক প্রচলিত হইলে তাঁহার বংশধরগণ আর সেগুলিকে যত্ন করিয়া রাখেন নাই—কিন্তু ইহা তাঁহাদের অন্যায়। তাঁহার পত্নী **ভৈরবী** শ্যামবর্ণা—লোকে তাঁহাকে "কালমাণিক জগৎ আলো" বলিত। প্রকৃতপক্ষে ভৈরবী যেরূপ বংশবিস্তার করিয়াছেন, এরূপ আর কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবচরণ গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা তীর্থ করেন। ৪৪।৪৫ বৎসর বয়সেই ইনি দেহত্যাগ করেন।

গুরুচরণ উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে পৃথক হইতে উত্তেজিত করাতে তিনি বলিতেন "আমরা তিন ভাই কখনও পৃথক হইব না, আমরা এক মায়ের পেটের—তোমরা ত তা নও, তোমরা পৃথক হইতে চাহিবে বৈ কি।" স্ত্রী যখন বলিলেন, "মেজ কর্ত্তার কত ছেলেপিলে, ওঁর জন্য কত খরচ হয় বল দেখি?" তখন বলিলেন, "উহারা পাঁচহাতে কত উপার্জ্জন করিয়া আনিতেছে বল দেখি?" আর কখন পৃথকের কথা উঠিতে পারে নাই, উঁহারা তিন ভাই কখন পৃথক হন নাই। আমডুলের পরীক্ষিত পানের কন্যা **অন্নপূর্ণা** ইঁহার স্ত্রী; সাধারণতঃ ইঁহার প্রশংসাই শুনিতে পাওয়া যায়।

হরিচরণ ইংরাজী শিখিয়া প্রথম বিদেশে চাকরী করিতে বহির্গত হয়েন। সহরঘাটী, ডিহিরী প্রভৃতি স্থানের ডাকের বুলকৃট্রেনের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার কি এক পীড়ার জন্য আত্মহত্যা করেন। ইনি নবকুমার অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের বড়।

নবকুমার দয়ালু, উদার, সাহসী, কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ, সুপুরুষ লোক

ছিলেন। মস্তকে দীর্ঘ ঘন কেশজাল ছিল। ১২৭২ কি ৭৩ সালের আকাল বৎসরে তাঁহার পিতা বৈষ্ণবচরণের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপরাপর ভ্রাতারা সে বৎসর শ্রাদ্ধ স্থগিত রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজে সাহস পূর্ব্বক ৭০০৲ শত টাকা খরচ করিয়া মহাসমারোহে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাধা করিলেন। তখনকার ৭০০৲ টাকা এখনকার অনেক অধিক। সেজ ভাই শ্যামাচরণ পালোয়ান ও বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি একটু কড়াভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলাতে নবকুমার এরূপভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন যে, আর তিনি উচ্চবাচ্য করিলেন না। অবশ্য সকল ভ্রাতাই ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিতেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার দয়া অসাধারণ। প্রতিদিন অপরাহ্নে তিনি বাগ্দীপল্লীতে গিয়া কে খাইতে পাইল, কে খাইতে পাইল না, তাহার সন্ধান লইতেন এবং দুঃস্থব্যক্তিকে বাটীতে আনিয়া চাউল ও অপরাপর খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিতেন। এই কার্য্য তাঁহার নিত্যক্রিয়া,—নিত্যব্রতরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচীন বাগ্দীদের মুখে তাঁহার প্রশংসা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়; তাঁহার কথা বলিতে বলিতে এখনও বৃদ্ধ বাগ্দীদের সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকে। মুসলমানগণের সহিতও তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল; খোরকোল ও মউড় গ্রামের কয়েকজন মুসলমান তাঁহার প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক স্নেহ মমতাও অসাধারণ। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহনের মৃত্যু হইলে তিনি অতিশয় ব্যথিত হন এবং বলেন, "মনোমোহনের ঘাটে আমাকে কামাইতে হইবে না।" কি আশ্চর্য্য ঠিক ঘাটের (অশৌচান্তের) পূর্ব্ব দিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ১৮৬৭ সালের শেষে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে তাঁহার মৃত্যু। বয়স ৬৯ বৎসর। লোকজন আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই তাঁহার বাধ্য থাকিতেন। কতকগুলি বড় বড় বলদ ও

গাভী ছিল ; তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে আহার্য্য দিতেন ও যত্ন করিতেন। জগন্নাথ, গয়া ও কাশী তীর্থ করেন। রূপসা গ্রামের কানাই মণ্ডলের কন্যা **দয়াময়ী** ইঁহার প্রথমা স্ত্রী, ইঁহার গর্ভে বলরামের জন্ম। বলরামের জন্মের অল্পদিন পরেই দয়াময়ীর মৃত্যু হইলে নবকুমার উঁহারই ভগ্নী **ক্ষেত্রময়ীকে** বিবাহ করেন। ক্ষেত্রময়ীর গর্ভে অনেকগুলি পুত্র কন্যা। ক্ষেত্রময়ী ১৩০৮ সালে ১০ই আশ্বিন ৺গঙ্গাপ্রাপ্ত হন।

নন্দকুমার অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তিনি ইংরাজী বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ডাকবিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি কত ছেলেকে বাসায় রাখিয়া বিদ্যা শিখাইতে প্রয়াস পাইতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ছেলেদিগকে কঠোর শাসনে রাখিতেন। গ্রামের ও দেশের ছেলেরা স্কুল অভাবে লেখাপড়া শিখিতে পাইত না, ইহা তাঁহার হৃদয়ে বড়ই বাজিত, সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য তিনি নানা উদ্যোগ আয়োজন করিয়া গ্রামে একটী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বৈবাহিক পীতাম্বর পান মহাশয় স্কুল স্থাপনে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত স্কুল এক্ষণে মধ্যইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই স্কুলটীই খাঁবংশের ও নিকটবর্ত্তী অপরাপর গ্রামের উন্নতির সোপান স্বরূপ। তাঁহার এই পুণ্যবলেই বোধ হয় তদীয় মধ্যম পুত্র ভুবনমোহন সহকারী সেসন জজের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নাড়িচার প্রেমচাঁদ মণ্ডলের ভগ্নী **পদ্মিনীকে** বিবাহ করেন ; তাঁহারও অপরের ছেলের যত্ন লওয়া অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহাদের যত্নই অপর খাঁ বংশীয় সূর্য্যনারায়ণের উন্নতির মূল।

শ্যামাচরণ বড় পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার বড় বড় মুদ্গর সেদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল মুদ্গর এখন দুই হস্তে কেহ সহজে তুলিতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে মল্লগণ তাঁহার

সহিত লড়াই করিতে আসিতেন; কিন্তু কেহ কখনও পরাস্ত করিয়া গিয়াছেন শুনা যায় নাই। উহার কয়েকটি বড় বড় মেড়া ছিল, উনি উহাদের 'ঢু' লইতেন। একদিন তিনি নিকটস্থ এক বটবৃক্ষের ডাল অবনত করিয়া ধরিয়া আছেন ও মেড়াগুলি পত্র ভক্ষণ করিতেছে—এমন সময় এক পালোয়ান আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ওহে শ্যামাচরণের বাটী কোথায়?" "কি প্রয়োজন?" "আমি তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিব।" "তাহার বাটী নিকটেই।" "একবার ডাকিয়া দিবে?" "আমি ডাল ধরিয়া রহিয়াছি, মেড়া পাতা খাইতেছে কিরূপে যাইব?" "আচ্ছা, আমি একবার ধরি।" "আচ্ছা বেশ করে ধর, যেন ফস্‌কায় না।" "না, না, তুমি ছাড়িয়া দাও" শ্যামাচরণ যেমন ছাড়িয়া দিলেন ঐ পালোয়ান একেবারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গাছের উপরে ছুটিল, আবার তখনই পপাত ধরণীতলে! পরে ইনিই শ্যামাচরণ ইহা বুঝিয়া মল্ল আপন পথ দেখিলেন।

অম্বিকাচরণ বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই দেহরক্ষা করেন। তিনি অতি সুপুরুষ ও বিদ্বান হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ পাল্লার রামচাঁদ ঘোষের কন্যার সহিত হইয়াছিল। তৎপত্নী 'ন গিন্নি' অনেক দিন জীবিতা ছিলেন, অতিশয় গৌরাঙ্গী ছিলেন। ইনি নিঃসন্তান।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ খাঁ

- হিতলাল
  - অমৃত
    - বিপদতারিণী
    - বেণুলাল
    - ভবতারণ
    - মোহনকুমার
  - সরোজ কন্যা
  - মৃগনয়না
  - মিহির
  - চুনীলাল
  - নির্ম্মলা
  - পান্নালাল
  - নকুল
- শশিমুখী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদেশে অনেকস্থলে চাকরী ও ঠিকাদারী করিয়া বহুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কর্ম্ম সূত্রে নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রনাথ খাঁ বাহাদুরের পিতার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বজাতি অথচ 'খাঁ' জানিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহাদেরও আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার আতকুল্যা গ্রামে। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন; কিন্তু তৎপুত্র **হিতলাল** বিশেষ উপযুক্ত লোক ছিলেন না, অথচ তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হয়, এ জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হন। অধুনা হিতলালের পুত্র **অমৃতলাল** বেশ উপযুক্ত লোক হইয়াছে। অমৃতলাল নিজ অধ্যবসায় গুণে পুলিশের সবইন্‌স্পেক্টর হইয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিয়া সংসারের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতেছে। ভ্রাতৃগণের শিক্ষা ও ভগিনীদের বিবাহে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছে। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি এতাদৃশী মমতা অল্পই দেখা যায়। এণ্ট্রেন্স পাস।

খাঁ পরিবারের মধ্যে নবকুমারের পুত্র **বলরাম** (বিবাহ ভাষনা গ্রামের পতিতপাবন দালালের কন্যা **গয়ামণি**) বংশের গৌরব বৃদ্ধি, বংশের উন্নতি ও দেশের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তাঁহার মত সদাশয়, উদার প্রকৃতির লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার বড়ই যশোভাগ্য। ১২৪২ সালের ১১ই কার্ত্তিক ইঁহার জন্ম। বোধ হয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রপিতামহ ৺রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী ইঁহার ৫ বৎসর বয়সে হাতেখড়ি দেন। কিছুদিন পাঠশালায় শুভঙ্করী, চাণক্যশ্লোক, পদাঙ্কদূত (কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মার), দাতাকর্ণ ইত্যাদি পড়িয়াছিলেন। রাখাল সরকারের পিতামহ, নফর সরকার গুরুমহাশয় ছিলেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ রুক্মিণী সরকার গুরুমহাশয় হন। মধ্যে মধ্যে কর্ত্তাদের নিকট হাতে লেখা পুঁথি মহাভারত পড়িতে হইত—তখন এ সব ছাপাপুস্তক কিছুই ছিল না। সসঙ্গার নীলকুঠীতে কিছুদিন ফারসী পড়েন, তবে এ ভাষা ভালরূপ শিখেন নাই। পরে নাড়ীসাধনপুরে পিসিমার বাটীতে

থাকিয়া বর্দ্ধমানে মিসনরী স্কুলে ইংরাজী পাঠ আরম্ভ করেন। সিসিল্ সাহেব হেডমাষ্টার ছিলেন, ফিলিপ্, সপ প্রভৃতি অপরাপর মাষ্টার ছিলেন। লেনির গ্রামার, কিটস্এর জিওগ্রাফি ও বাইবেল পড়া হইত, অঙ্কশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

তখনকার খাদ্যের বিষয় তিনি বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। দুই এক কথায় তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। কচু, ডাঁটা, পুঁই, বেগুন, ঝিঙ্গে, কুমড়া, লাউ, এই প্রধান তরকারী; পটল কদাচিৎ, আলু তখন দেশে কেহই জানিত না। চিংড়িমাছ দুই পয়সা সের, ঘৃত টাকায় চারি সের, দাল টাকায় এক মণ, গুড় বারো আনা মণ; গুড়ের পাটালীই প্রধান সন্দেশ। পোলাও-মিঠাই ত বড়লোকের খাদ্য ছিল।

ডিরেক্টার সাহেবের পার্শনাল্ এসিস্‌ট্যাণ্ট্ অম্বিকাচরণ বসু, বর্দ্ধমানের সরকারী উকীল মতিলাল চৌধুরী, রামগতি মুখোপাধ্যায় যিনি মগরা তারকেশ্বর লাইনের কর্ত্তা, কাটোয়ার গণেশচন্দ্র রায় সবজজ, নপাড়ার অম্বিকাচরণ সরকার, হিজুলডিহার কৃষ্ণদাস চৌধুরী, ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই রামতনু লাহিড়ীর ছাত্র। লাহিড়ী মহাশয় অতিশয় ধার্ম্মিক ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ছাত্রকে বা চাকরকে কখন ভৎর্সনা করিতে জানিতেন না।

ইনি অল্পদিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পরই ছোট ঠাকুরদাদা হরিচরণ ইঁহাকে লইয়া গিয়া পোষ্টাফিসের কার্য্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইনি বহুস্থানে কার্য্য করিয়াছেন এবং কত লোকের কার্য্য করিয়া দিয়াছেন তাহার অবধি নাই। ১৮৫৭ সালের মিউটিনীর সময় ইনি সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে বর্হি পোষ্টাফিসে চাকরী করিতেন। ইনি মিউটিনীর ব্যাপার বড়ই মনোহর বর্ণন করিতেন। নিজেও বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। ক্রমে সহরঘাটীতে কিছুদিন চাকরী করিয়া বহরমপুরের পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান, তখন বেতন

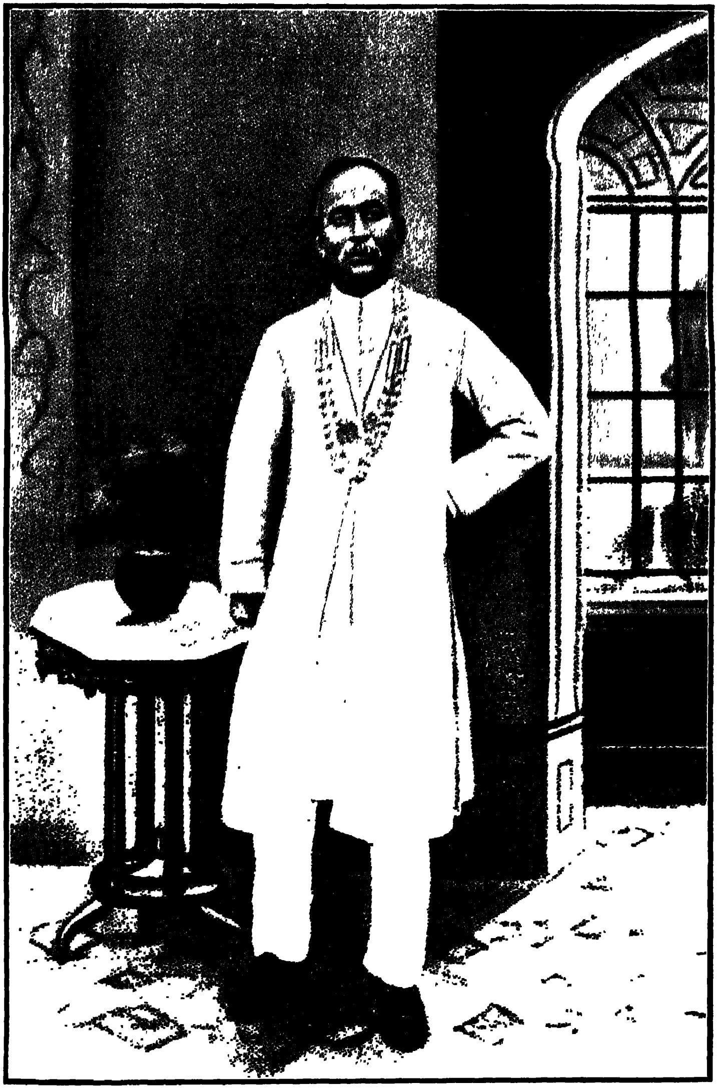
১০০৲ টাকা। এই সময় জজ গুরুদাস বাঁড়ুয্যের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব হয়, ইনি তখন বহরমপুর কলেজের প্রফেসর। রামগতি ন্যায়রত্ন, তারাকিশোর মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুচরণ দত্ত (পরে ডেঃ পোঃ জেনারেল ঢাকা), দ্বারকানাথ সেন, রাজীবলোচন রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই সময়ে বলরামের পিতার মৃত্যু হয়। তিনি যখন শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাড়ীতে তখনই সংবাদ পান যে তিনি কটকের ইন্‌স্পেক্টার হইয়াছেন, বেতন ১৫০৲ ও মাসিক রাহাখরচ ১৫০৲ টাকা। এই সময় তাঁহার দুইখানি পালকী ও ষোলজন উড়ে বেহারা নিযুক্ত ছিল; মধ্যে মধ্যে ঐ পালকী চড়িয়া বাড়ী আসিতেন। গ্রামের লোক উড়ে বেহারাদের সহিত রঙ্গরস করিত, গ্রামে ধুমধাম হইত। নানাস্থানে ভ্রমণ করাতে শরীর ভগ্ন হওয়ায় তিনি ইহার পরিবর্ত্তে ঢাকার পোষ্টমাষ্টারের পদে কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। প্রিয়নাথ বসু, কেদারনাথ ঘোষ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ (সাহিত্যিক), অভয়কুমার দাস (কমিশনরের পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ্ট), রামমাণিক্য (মাষ্টার), গিরীশ বিদ্যারত্ন, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী (বাড়ী হরপুর নতু), দীননাথ সেন (স্কুল ইন্), সূর্য্যকুমার মিত্র (পোঃ সুপাঃ) এই স্থানের পরিচিত বন্ধুগণ। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সহিত ইঁহার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। যখন দীনবন্ধু পাটনার পোষ্টমাষ্টার তখন বর্হিতে ইহার সহিত প্রথম আলাপ। দীনবন্ধু যখন পোষ্ট্ মাঃ জেঃ পার্শঃ এসিঃ তখন উনিই বলরামকে কটকের চাকরী দেন।

ঢাকা হইতে ১৮৭৫ সালে বর্দ্ধমানের পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। এই স্থান হইতেই ১৮৮১ সালে মার্চ্চ মাস হইতে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। তাঁহার বহুকাল পেন্‌সন্ ভোগ আশ্চর্য্য ব্যাপার; তিনি প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবৎ মাসিক ৭২৷৷১০ পাই হিঃ পেন্‌সন্ পাইয়া ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে মানবলীলা সংবরণ করেন।

ইনি অতিশয় সরল প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন। কত লোক ইঁহার বাসায় অন্ন পাইত বলা যায় না। বাসায় আসিয়া পাত পাড়িলেই ভাত, এই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। কত লোককে বাড়ী হইতে আনিয়া বাসায় কিছুদিন রাখিয়া কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা দিয়া পোষ্টমাষ্টার করিয়া দিতেন; ইহার উদাহরণ অনন্ত দেওয়া যায়। কৃষির উন্নতিকল্পে ইঁহার অত্যধিক যত্ন ছিল; তিনিই নিজ অঞ্চলে আলুচাষের প্রবর্ত্তন করেন। যখন বর্দ্ধমানের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন তখন গ্রামে একটী ডাকঘর খুলিয়াছেন। ইনি দুইটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, একটী বাড়ীর সন্নিকট বড় পুষ্করিণী, অপরটী গ্রামের দক্ষিণে বাঁকুড়া রাস্তার ধারে পথিক-দিগের উপকারার্থে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মৃত্যু ১৭ই চৈত্র ১৩২০।

ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **কেদারনাথ** তেমন লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু বংশের উজ্জ্বলরত্ন, ইহার দ্বিতীয় পুত্র **রজনীনাথ**। ইনি বহরমপুর কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স্ ও এফ্, এ, উভয়ই বৃত্তির সহিত পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বি,এ, ও এম, এ, পাস করেন। বি,এ, পাস করিয়াও মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। পড়িবার সময়েই গ্রামে একটী থিয়েটার কোম্পানী খুলেন, নাম 'মুন' থিয়েটার। তাঁহার ম্যানেজারীতে থিয়েটার অতি সুন্দর অভিনীত হইত। নিজেও অনেক অভিনয়ে ভাল মন্দ ভূমিকা লইতেন। ইনি একজন অঙ্কশাস্ত্রের এম, এ। স্ত্রীজাতির উপর বিষম বীতরাগ; বোধ হয় বাল্যে কতকগুলি বাঙ্গলা ও ইংরাজী নভেল, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া এই ঘৃণার উৎপত্তি। বিবাহ করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই; আত্মীয় বন্ধু সকলে ধরিয়া লইয়া গিয়া মানকরে উমেশ সরকারের কন্যার সহিত বিবাহ দেন, তখন ইনি এম্, এ, পড়িতেছিলেন। যাহা হউক পরে কিন্তু স্ত্রীর সহিত অত্যধিক প্রণয় হয়। হইলে কি হয়, ইঁহার ভাগ্য বড়ই মন্দ! ইনি যখন ৩০০৲ টাকা বেতনে কুচবিহার কলেজে প্রফেসরী

করেন, সেই সময় তাঁহার স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয়, ছুটীর জন্য আবেদন বিফল হওয়ায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া আসেন। স্ত্রীর শুশ্রূষা স্বহস্তে করেন —কিন্তু সকলই বিফল হইল! প্রায় ছয় মাসকাল ভুগিয়া তিনি রজনীনাথের মায়া কাটাইলেন; কিন্তু রজনীনাথ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মায়া কাটাইতে পারেন নাই। যখন রজনীনাথের বয়স আন্দাজ ২৪ বৎসর, তখন তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়; তাঁহার বয়স প্রায় ছয়ষট্টি হইয়াছিল, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় বিবাহ করিলেন না। রজনীনাথের ন্যায় দৃঢ়সংযমী পুরুষ দেখা যায় না; সংযম বিষয়ে তাঁহার মনের তেজ অতি প্রবল, কিন্তু অপর অনেক বিষয়ে দুর্ব্বলমনা, অভিমানই তাহার প্রধান কারণ; জীবনের সামান্য বিষয়কে ভীষণ কল্পনা করিয়া লইতেন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়াছিলেন; সেই সময়ের তৎপ্রণীত 'জ্ঞানদা' নামক পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার মনের ভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়, তবে সে ভাবের এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ভুবনমোহন যখন হাওড়ার সবজজ তখন তাঁহার চেষ্টায় ও অনেকের অনুবন্ধে তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবেশ করেন। হাওড়া স্কুলে তিনি প্রায় ১৭।১৮ বৎসর অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন। হাওড়া রিপন কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বলেন "রজনীবাবুর মত অঙ্কের শিক্ষক গঙ্গার এপারে কেহ আসে নাই"। হাওড়ায় তাঁহার অনেক গণ্যমান্য ছাত্র আছেন। হাওড়ার সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিতেন। হাওড়া হইতে রাঁচী, তথা হইতে ডালটন গঞ্জের হেডমাষ্টার, শেষে ২৫০৲ টাকা মাত্র বেতনে পাটনা গভর্ণমেণ্ট স্কুলের সহঃ হেড্‌মাষ্টার হন। তিনি সচরাচর কাহারও সহিত মিশিতে চাহিতেন না; কিন্তু তাঁহার সহিত যিনি মিশিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয় ও



স্বর্গীয় রজনীনাথ ঘোষ, এম্, এ।

চিন্তাশীল। রজনীনাথ পরোপকারী, দেশে বিদেশে তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই নানারূপে উপকার করিয়াছিলেন; তাঁহার নিকট উপকৃত নয় এরূপ তাঁহার আত্মীয় বন্ধু নাই। তিনি খাঁ বংশের গৌরব করিবার, দেবভাবাপন্ন পুরুষ। তিনি নিঃসন্তান; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংসার প্রতি-পালন করিতেছিলেন। বর্দ্ধমান, রাধানগরে একটী পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সম্প্রতি পেনসন লইয়া বর্দ্ধমানে বাস করিতেছিলেন। ৬৬ বৎসর বয়সে ছয়মাস ভুগিয়া ২১শে জানুয়ারী ১৯৩১ সালে অপরাহ্ণ ৬॥০ টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। বিশ্বেশ্বরের জ্যেষ্ঠ জামাতা সতীশ তাঁহার মৃতদেহ মোটর যোগে বর্দ্ধমান হইতে ত্রিবেণীতে লইয়া গিয়া সৎকার করে। রজনী শ্রীক্ষেত্র, কাশী ও দার্জ্জিলিঙ্গ দর্শন করিয়াছেন।

নবকুমারের ২য় পুত্র **বাবুরাম** পোষ্টাফিসে চাকরী করিতেন। যেখানে যেখানে চাকরী করিয়াছেন সর্ব্বত্রই প্রশংসালাভ করিয়াছেন। ইঁহার এক পুত্র **কালিপদ** বর্ত্তমান; কালিপদ অতিশয় সচ্চরিত্র যুবক। কিছুদিন হাজারীবাগে অভ্রখনির কার্য্য করিয়াছে। এখন হাওড়ার এক ময়দার কলে কার্য্য করিতেছে।

নবকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র **বিশ্বেশ্বর**। ইনি বহরমপুর কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স্ ও এফ., এ, পাস করেন, কিন্তু বি,এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলেন। পরে আইন পড়িতে মনঃস্থ করেন। আইন পড়িবার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানালয়ে সিনিয়র ডিমন্‌ষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হন। ডাক্তার সরকার ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইবার সুবিধা হইবে এই ভাবিয়া তিনি বিজ্ঞানালয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবেশ করেন। ১৮৯৫ সালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের নিকট রোল গোপাল নগরে মহম্মদ তৈয়েব সাহেবের স্কুলে ৩য় শিক্ষকের পদে কার্য্য আরম্ভ করেন। তখন হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায়; ইনি এখন দেওঘরের

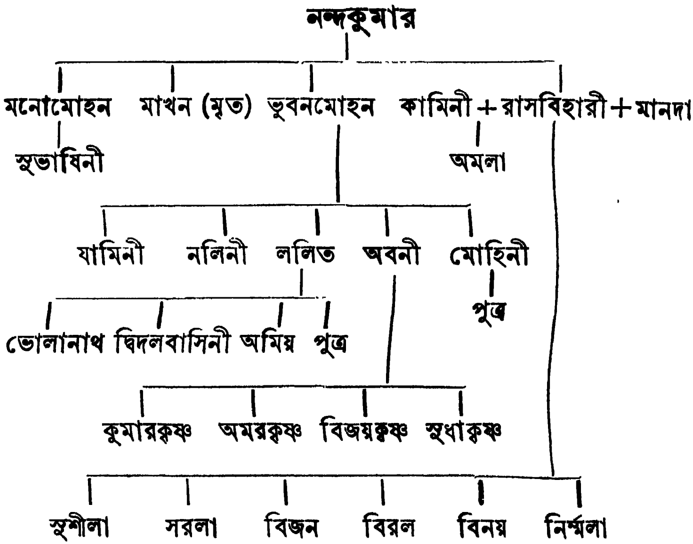
প্রসিদ্ধ উকীল। পরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়চৌধুরী হেডমাষ্টার হন। শ্রীমান্ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ; পিএচ্, ডি; ডি, লিট্, বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক, ইঁহার ছাত্র ছিলেন। নোদনা বাড়সিয়ালীর বটব্যাল মহাশয়দের বাড়ীর এক ছাত্র এখন আই, সি, এস্ পাস করিয়া নাগপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্। শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী এখন শিউড়ীর উকীল। অন্যান্য অনেক ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সাঁকারীর রায় ভুবনমোহন বসু বাহাদুরের নব প্রতিষ্ঠিত স্কুলের হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হন। পরে কাকৃটীয়ার শ্রীযুক্ত মনোরথ রায় হেড্ মাষ্টার হন। এখানকার প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীমান্ অমৃতলাল রাণা, এম্, এ, ক্ষেত্রনাথ বসু, উকীল; ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য, বি,এ, হরেন্দ্রবিজয় বসু পুলিষ ইন্‌স্পেকটর প্রভৃতি। ভুবন বাবু ইহাঁকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ১৯১৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে হাওড়া রিপন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখন এই স্কুলের এসিষ্টাণ্ট্ হেড্ মাষ্টার। এই স্থানে কার্য্য করিবার সময় "চাণক্য শ্লোক" ইংরাজী পদ্যে রচনা করেন; S. C. Auddy প্রকাশক। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এই স্কুলের প্রোপ্রাইটার। ওকালতী পাস করিতে না পারায় এখনও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষকতা কার্য্যে ইহার যশঃ সর্ব্বত্র। ইনি শিক্ষা সম্বন্ধীয় আরও কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 1. The Tenses. 2. Aids to Brief Survey of British History. 3. A Key to the Matriculation Prose Readings. ইনি বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার ও বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ কার্য্যকরী সমিতির মেম্বর, স্কুলের শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারী, ও হাওড়া জেলা শিক্ষক সমিতির কার্য্যকরী সভার মেম্বর। গ্রামের স্কুলের প্রতি ইহার বিশেষ লক্ষ্য। কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, বৈদ্যনাথ, দার্জ্জিলিঙ্গ ও শ্রীক্ষেত্র তীর্থ দর্শন করিয়াছেন।



ভবানীপ্রসাদ   কমলকৃষ্ণ   উমাসুন্দরী   বিশ্বেশ্বর

ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **বিনয়কৃষ্ণ** ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া এখন মেকানিকাল্ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া অণ্ডালে ওয়ার্ক সপে কায করিতেছিল; পরে লিলুয়ায় বদলী হয়। কার্য্য করিতে করিতে বিদ্যাসাগর নাইট্ কলেজ হইতে ১৯৩০ খ্রীঃ, আই, এ, পাস করিয়া এ বৎসর বি, কম্ ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে।

কমলকৃষ্ণ এ বৎসর ম্যাট্রিকিউলেশন্ শ্রেণীতে পড়িতেছে।



মনোমোহন *কৃতিপুরুষ হইয়াছিলেন।* আতকুল্যার পীতাম্বর পানের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি অল্প বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার পত্নী বসন্তকুমারী বহুকাল জীবিতা ছিলেন। প্রকাশ নামে ইহার এক পুত্র অল্প বয়সেই মৃত।

নন্দকুমারের দ্বিতীয় পুত্র **ভুবনমোহন**; ইহার বিবাহ কুচিয়াকোলের সন্নিকট হিজলডিয়া গ্রামের কৃষ্ণধন চৌধুরীর কন্যা বিরাজমোহিনীর

সহিত। ইনি যেরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ খাঁ বংশের—কেবল খাঁ বংশের কেন, অনেক বংশেরই—কেহ এতদূর পদমর্য্যাদা পান নাই। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি,এ পাস করেন। আইন পাস করিয়া বর্দ্ধমানে ওকালতী আরম্ভ করেন। পরে মুন্‌সেফের পদ গ্রহণ করিয়া ভোটমারী, সিলেট, বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া পরে ৪০০৲ টাকা বেতনে হাওড়ার ও আলিপুরের সবজজ হন। ইঁহার বিচারকার্য্যে বড়ই সুনাম ছিল, তাঁহার রায় প্রায়ই আপিলে পরিবর্ত্তিত হইত না। তৎপরে তিনি মুঙ্গেরে এসিষ্টাণ্ট্ সেসন্ জজ্ হইয়া যান, বেতন ১২০০৲ টাকা। দুঃখের বিষয় এ কার্য্য তাঁহাকে অধিক দিন করিতে হইল না। সাংঘাতিক যকৃৎ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ—কখন কেহ অহঙ্কারী বলিতে পারিতেন না। বাসায় যতগুলি লোক থাকিত সকলকে লইয়া রাত্রে এক সঙ্গে আহার করিতেন। নিজের জন্য কিছুমাত্র ভিন্ন আহার্য্য ছিল না। বাড়ীতে থাকিবার সময় পুকুরে স্নান করিয়া নিজে বস্ত্র কাচিয়া লইতেন। কোন প্রকার বাবুগিরী ছিল না। সকলের সহিত সম্ভাষণ ও আলাপ করিতেন। এই সকল বিষয়ে তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি অমিতব্যয়ী ছিলেন, এ জন্য তাঁহার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত বিষয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত মধ্যবাঙ্গালা স্কুলটীকে তিনি মধ্যইংরাজীতে উন্নীত করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **ললিতমোহন** আদালতের কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ললিতমোহনের তিনটী পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে। বিবাহ কালিকাপুরের জমীদার ও ইঞ্জিনীয়ার রাখালচন্দ্র রায়ের কন্যা দেবকুমারীর সহিত। দেবকুমারীর মাতা চিত্তকুমারী ও মাতুল স্বরূপের জমীদার ও এষ্টেটের কমন্ ম্যানেজার কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার; ইঁহারই তত্ত্বাবধানে দেবকুমারীর বিবাহ।

জন্ম ১৮৪৬, মৃত্যু—১৯০৬ খ্রীঃ



স্বর্গীয় জজ ভুবনমোহন ঘোষ খাঁ

ভুবনমোহনের মধ্যম পুত্র **অবনীমোহন** ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি,এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়। মার্চেণ্ট আপিসে বেশ ভাল চাকরী হইয়াছিল। বিবাহ—শাঁকারীটোলার রাজকুমার ঘোষের কন্যা বীণাপাণির সহিত। বীণাপাণির মাতার নাম জনকবালা। রাজকুমার, বিদ্যানুরাগী দ্বারকানাথ ঘোষের পোষ্য পুত্র। দ্বারকানাথ অতিশয় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইউনিভার্সিটী বেদান্ত দর্শনের এম্,এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারীকে একটী মেডেল্ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন; ইনি স্বনাম ধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মাতুলবংশীয়। অবনী কয়েক বৎসর মাসিক ১৫০৲ টাকার অধিক বেতনে চাকরী করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এখন ৩।৪টী বাস্ রাখিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছে। পরোপকারী ও উচ্চমনা; গ্রামের স্কুলের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে।

নন্দকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র **রাসবিহারী** ঢাকায় সূর্য্যনারায়ণের নিকট থাকিয়া হস্‌পিটাল্ এসিষ্টাণ্ট পাস করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন এবং সিলেট, কাছার, মণিপুর, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরী ছাড়িয়া দেন। কিছুদিন প্রাইভেট সার্ব্বিসে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন বলিয়া শেষ জীবনে অন্ধ হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া ১৩৩৭ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ দেহরক্ষা করেন। ইহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ **বিজনবিহারী** পিতার নিকট কিছু কম্পাউণ্ডারী শিখিয়াছিল; এখন গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত; স্ত্রীর নাম উমাশশী, পুত্র অনিল। মধ্যম **বিরলবিহারী** ম্যাট্রিকুলেশন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়ায় বিশ্বেশ্বরের নিকট থাকিয়া চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারের অধীন জামালপুরের পরীক্ষায় পাস করে। এখন রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার হইয়া ভাল চাকরী পাইয়াছে। সম্প্রতি কাটরাস্ গড়ে আছে। বিবাহ খণ্ডঘোষের কন্যা

গৌরীবালার সহিত। বিনয়বিহারী ম্যাট্রিকুলেশন্ পড়িতেছিল, এখন মৃত।

শ্যামাচরণের পুত্র প্রতাপচন্দ্র নিঃসন্তান। ইহার অধিকাংশ সম্পত্তি বিশ্বেশ্বর ক্রয় করিয়াছেন। ইহাঁর বিবাহ দেওড়া প্রিয়বালার সহিত। বেণী পাঁজা, সারদা পাঁজা ইহাঁর সম্বন্ধী। ডুগী তবলায় গানের সহিত মধুর সঙ্গীত করিতে দেশে অদ্বিতীয় ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও কুটুম্ব।

রাসমণি—ইহাঁর বিবাহ সালুনের মণ্ডলদের বাড়ী। সম্ভবতঃ গণেশ মণ্ডলের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি নিঃসন্তান ও বালবিধবা। প্রবাদ ইহাঁর সহিত কুলদেবতা চণ্ডিদেবীর কথোপকথন হইত। বালবিধবা রাসমণি প্রায় ৯০ বৎসর জীবিতা ছিলেন। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত কর্ণে দুইটি স্বর্ণ ভুল ছিল। চিরকাল পিত্রালয়ে ছিলেন—শ্বশুরালয় প্রায় জানিতেন না। বলরামকে কিছুদিন লালন করেন। বলরামও ইহাঁকে বড়ই ভালবাসিতেন। কোন সময়ে বুড়ির রোগ হইলে খাপরা পোড়াইয়া বুড়ির মাথায় সেক দেওয়া হইতেছিল। এমন সময় বলরাম হঠাৎ আসিয়া মনে করিলেন বুড়িকে পোড়াইয়া মারিতেছে। বলরাম একটা লাঠি দ্বারা খাপরা ভাঙ্গিয়া দিলেন; গরম খোলাভাঙ্গা লাগিয়া অনেকে কষ্ট পাইলেন।

যুগলকিশোর—ইহাঁর বিবাহ জুজুটীর লোচন মণ্ডলের ভগ্নী ভবানীর সহিত। লোচন মণ্ডলের দৌহিত্র নাড়িচার চন্দ্র মণ্ডল।

৩৮ বৎসর বয়সের ফটো



শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ খাঁ

অপরা—বিবাহ গৈতানপুরের জিতুপালের সহিত। ইহার পুত্র ঠাকুরদাস ও গোঁসাইদাস, ও দুই কন্যা। ঠাকুরদাসের পুত্র বিহারী ও লক্ষ্মীনারায়ণ। গোঁসাইদাসের পুত্র প্রসন্ন ও উপেন্দ্র।

গুরুচরণ—আমডুলের পরীক্ষিত পানের কন্যা **অন্নপূর্ণার** সহিত বিবাহ। বৈকুণ্ঠ পানের পিতামহের ভগ্নী; বীজপুরের কৈলাস পাত্রের পিতামহীও অন্নপূর্ণার ভগ্নী। ইনি করুণহৃদয়া প্রকৃতই অন্নপূর্ণা ছিলেন। ইহাঁর একমাত্র কন্যা **উমাবতীর** বিবাহ বেলকাশের ইন্দ্রনারায়ণ পালের সহিত। ইন্দ্রনারায়ণ সারদা পালের ছোট ঠাকুরদাদা ছিলেন।

সাবিত্রী—উয়াঁড়ি নিবাসী কার্ত্তিক কোলের পুত্র পার্ব্বতী কোলের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। মাতাব কোলে উহাঁর দেবর পুত্র। মধ্যম দেবর নফর কোলের দৌহিত্র ত্রৈলোক্য ঘোষ। ত্রৈলোক্যের মাতার নাম লক্ষ্মীমণি। সাবিত্রী বালবিধবা, গৌরবর্ণা, খর্ব্বাকৃতি; সকলে ইহাঁকে "কটাবুড়ী" বলিত। বয়স প্রায় ৮০।৮৫ বৎসর। বৃদ্ধাবস্থায় সোজা হইয়া চলিতে পারিতেন না। ইনি পিত্রালয়েই থাকিতেন।

হরিচরণ—প্রথম পক্ষের বিবাহ মাসিলার ব্রজমোহন মণ্ডলদের পূর্ব্বপুরুষের বাড়ীতে রুক্মিণী নাম্নী এক কন্যার সহিত। দ্বিতীয় পক্ষ কোঁয়ারপাড়ায়, পুত্র গিরীশ। তৃতীয় পক্ষ ফকিরপুরের রাজকৃষ্ণ মণ্ডলের কন্যা আহ্লাদিনীর সহিত; এই পক্ষে কন্যা লক্ষ্মী ও পুত্র মহেশ। লক্ষ্মীর বিবাহ নবগ্রামের রামধন মুন্সীর পুত্র মনোমোহন ঘোষের সহিত। ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মুন্সি উপাধি। মনোমোহনের পুত্র প্রকাশ অল্প বয়সেই মারা যায় ও কন্যা জ্ঞানদার বিবাহ ইদিলপুরের হারাধন মণ্ডলের পুত্র অক্ষয়কুমারের সহিত। জ্ঞানদা অপুত্রক অবস্থায় বিধবা ও মৃতা হয়। অক্ষয়কুমারের ভ্রাতা অমর মণ্ডল।

মহেশ—বিবাহ চোৎপুরের উদ্ধব মণ্ডলের কন্যা অঘোরমণির সহিত। যখন নপাড়ার অম্বিকাচরণ সরকারের কন্যার বিবাহ বিজ-পুরের হৃদয় সরকারের পুত্র আশুর সহিত হয়, সেই রাত্রে মহেশ মালা-কারদের নিকট হইতে বাজী লইয়া স্বহস্তে পোড়াইতেছিলেন। একটা চরকী পোড়াইবার সময় দৈবক্রমে তাঁহার গাত্রবস্ত্রে আগুন ধরিয়া যায়; বক্ষঃস্থল গুরুতররূপে দগ্ধ হয়। চীৎকার করিতে করিতে নপাড়া হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলরামের ছোট পুকুরের জলে পড়েন। ঘা হওয়াতে প্রায় ৫।৬ মাস ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করেন। বলরাম ইহাঁকে লেখা পড়া শিখান ও পূর্ণীয়ার ডাকঘরে চাকরী করিয়া দেন। সম্ভবতঃ ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে না হইতে যক্ষ্মারোগে মারা যান। ইনি অপুত্রক।

শ্যামাচরণের—দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষ বেচখাঁড়ায়; পুত্র প্রতাপ চন্দ্র। দ্বিতীয় পক্ষে বনমালী, ব্রজগোপী ও ব্রজসুন্দরী। বনমালী ১২।১৩ বৎসর বয়সে মারা যায়। ব্রজগোপীর বিবাহ ইদিলপুরের উপেন্দ্র মণ্ডলের সহিত। ব্রজসুন্দরীর বিবাহ নায়েকপাড়ার নন্দকুমার পুত্র হিতলাল নায়েকের সহিত।

প্রতাপচন্দ্র—বিবাহ দেওড়ার বেণী পাঁজার ভগ্নী প্রিয়বালার সহিত। ইহাঁর ছোট সম্বন্ধী সারদা পাঁজাকে নিজগৃহে রাখিয়া লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন। প্রিয়বালা বন্ধ্যা। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেওড়ায় গিয়া দেহ রাখেন।

ত্রপা—বিবাহ নাড়িসাজপুরে জীবনকৃষ্ণ মল্লিকের সহিত। পুত্র উমাচরণ, রাখাল ও কেদার। উমাচরণের পুত্র মণীন্দ্র নপাড়ায় বাস করে। রাখালের বিবাহ বালি দেওয়ানগঞ্জে হয়।

ত্রপা
|
১। কাদম্বরী বিবাহ হাটশিমূল পরমেশ্বর পালের সহিত
  - মানগোবিন্দ
  - রসিক

২। ক্ষীরোদা বিবাহ ব্রাহ্মণপাড়ার জয়নারায়ণ মণ্ডলের সহিত
  - জঙ্গলী, বিবাহ নায়েকপাড়ার পশ্চিম পাড়ার হংসনায়েক।
  - মৃগেন্দ্র

৩। কন্যার বিবাহ ফকিরপুরে মহেশ মণ্ডলের ভ্রাতার সহিত; নিঃসন্তান।

৪। কন্যার বিবাহ নাদড়া নপাড়ার বিহারী ঘোষের সহিত; নিঃসন্তান।

মুক্তকেশীর বিবাহ কোমরপুরের রাম পালের সহিত। ইহাঁর কন্যা মাতঙ্গিনীর বিবাহ চোৎপুরের কালাচাঁদ ঘোষের সহিত। মাতঙ্গিনী কানে কম শুনিতেন।

মঙ্গলা—বিবাহ ভাষনার মধুসূদন দালালের সহিত।

- সুখময়ী
- লক্ষ্মী
- শান্তবালা
- হেমচন্দ্র
  - ক্ষেত্রনাথ
  - খুদিরাম
  - কন্যা বিবাহ নাড়িচায়।
    - কন্যা+রামচন্দ্র নাড়িচায় (কেশব মণ্ডলের পুত্র)
- মোক্ষদা
- রোহিতাশ্ব

মঙ্গলার কন্যা কয়টী সকলেই অপুত্রক ও বিধবা। লক্ষ্মী বলরামের বাড়ীতে, শান্তবালা ভুবনমোহনের বাড়ীতে ও মোক্ষদা বিশ্বেশ্বরের

বাড়ীতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। মঙ্গলাই বলরামের বিবাহ দেন তাঁহার ভাশুর পতিত দালালের কন্যা গয়ামণির সহিত। সুখময়ীর বিবাহ কাঁকুনার জনার্দ্দন পালের সহিত। প্রেমময়ী নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল বিবাহের পূর্ব্বেই মৃতা। সুখময়ী বিধবা হইয়া বহুকাল অজ ভুবনের বাড়ীতে ছিলেন।

গিরীশ—প্রথম বিবাহ ভাষনার মোহন দালালের কন্যার সহিত। এ পক্ষের পুত্র অঘোর অল্প বয়সেই মারা যায়। দ্বিতীয় বিবাহ উয়াঁড়ীর গোলামচন্দ্র কোলের কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদার সহিত; উহাঁর ভ্রাতার নাম স্বনামধন্য প্রতাপচন্দ্র কোলে। প্রতাপ কোলে প্রকৃতই প্রতাপশালী ছিলেন। সমস্ত উয়াঁড়ী গ্রামকে তিনি বশে রাখিয়াছিলেন। গিরীশের কন্যা **হেমাঙ্গিনীর** বিবাহ বনমালীপুরের নীলমাধব মণ্ডলের দ্বিতীয় পুত্র রাখালচন্দ্র মণ্ডলের সহিত। হেমাঙ্গিনী বন্ধ্যা। থাকমনী বিবাহের পূর্ব্বেই মৃতা।

বিনোদিনী—ওরফে চণ্ডী, বিবাহ উখরীদের পরেশচন্দ্র রায়ের পুত্র অনন্তলাল রায়ের সহিত। গঙ্গারাম নামে ইহাদের পুত্র। গঙ্গারামের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইতাম। সেরূপ অতিরিক্ত মেধা বিশিষ্ট ছেলে প্রায় বাঁচে না। ৫।৬ বৎসর বয়সেই গতাসু হয়। তাহার মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম ও শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তাহার মৃত্যুতে অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলাম।

ভূতনাথ—প্রথম বিবাহ নবগ্রামের মনোমোহন ঘোষের কন্যা উর্ম্মিলা বালার সহিত। এ বিবাহে সন্তানাদি হয় নাই। দ্বিতীয় বিবাহ বেড়ু গ্রামের জীবনমণ্ডলের প্রথমা কন্যা কমলিনীর সহিত। বিবাহের অল্পদিন পরেই ভূতনাথ পীড়িত হয়। প্রায় একবৎসর ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং সন্তানাদি হয় নাই। ভূতনাথ পরোপকারী ছিল। গ্রামের হৃদয় নিয়োগীর বসন্ত হইলে কেহ তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে

যাইত না। অথচ হৃদয়ের আত্মীয় কেহ ছিল না। ভূতনাথ কিছু মাত্র ভয় না করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। যেখানে এখন বিজন গোয়ালঘর করিয়াছে ঐ পালেদের ভিটায় হৃদয় বাস করিত। উহারা তিন ভাই হারাধন, দীননাথ ও হৃদয়—পাঁচপাড়া হইতে উঠিয়া আসিয়া এখানে বাস করিতেছিল। উহার ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বেই সপরিবারে মরিয়াছিল। ঐ ভিটার পশ্চিমদিকে একটা ছোট পুকুর। হৃদয়ের পীড়ার কঠিন অবস্থায় এক রাত্রে, গাত্রদাহের জন্যই হউক বা বিকার জন্যই হউক, সম্ভবতঃ পুকুরে নামিয়াছিল। পরদিন প্রাতে তাহাকে ঘরে না দেখিতে পাইয়া আমরা চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলাম। পরে বেলা ১০ টার সময় দেখা গেল কাল চুল বিশিষ্ট মাথাটি মাত্র তালের ন্যায় পুকুরের জলে ভাসিতেছে। জানা গেল তাল নয়—হৃদয়ের মস্তক। থানায় খবর দেওয়া হইল, দারোগা আসিল, চৌকীদার দিয়া উঠাইয়া সৎকার করা হইল। উহার গায়ে দেখা গিয়াছিল ঘামাচীর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেপা বসন্ত। ভূতনাথেরও দু একটা পানি বসন্ত দেখা দিল, কিন্তু রক্ষা পাইল। এরূপ পরোপকারী ও সাহসী বালক আমাদের বংশে জন্মে নাই। তাহার মনে কুটিলতা ছিল না। ভাগের পুকুরের উত্তর পাড়ের ঢালুতে একদিন তাল আঁটি পুতিতে ছিল। বলিলাম "কি ভায়া কি হ'চ্চে?"। "এই গোটা কতক তাল আঁটি পুঁতে দিচ্ছি, হ'লে ত সবাই ভোগ করবে।" এরূপ মনের লোক আজকাল অল্পই দেখা যায়।

[এই স্থানে নিয়োগীদের একটু পরিচয় দিতেছি। জ্যেষ্ঠ হারাধন নিয়োগী যখন আসে, তখন তাহার একমাত্র কন্যা রমণীকে লইয়া আসে। রমণীর বিবাহ গুস্‌করার নিকট কোন গ্রামের কাঙ্গালীর সহিত। হারাধন বসরামের ঘরে চাষ বাসের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। হারাধন লম্বা ও পা দুটী বাঁকা বাঁকা। মধ্যম দীননাথ নিয়োগী তাহার নব বিবাহিতা স্ত্রী

তরুণীকে লইয়া আসে। পরে এখানে তাহার এক পুত্র হয়, নাম গোবিন্দ; সে শৈশবেই মারা যায়। দীননাথ নিজে লাঙ্গল বাঁধিয়া চাস করিত। ইহারা যখন আসিয়াছিল তখন উহাদের মাতা সঙ্গে আসিয়াছিল। মাতার মৃত্যু হইলে উহারা পৃথক হয়। দীননাথ রাখাল মণ্ডলের ভিটার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে যোগেরগড়ের নিকট ঘর করিয়া বাস করিত। হৃদয় নিয়োগীর বিবাহ হয় নাই। হৃদয়ও কিছু দিন বোঁটারে হইয়া চাস করিত, পরে নিজের লাঙ্গল গরু করিয়াছিল। মরিবার সময় ইহার বয়স ৪০।৪৫। ইহাদের এখন আর কেহ নাই। রমণীর কেহ আছে কিনা জানি না।]

বৈদ্যনাথ—প্রথম পক্ষে বিবাহ উখরীদের উমেশ মণ্ডলের কন্যা গজেন্দ্রবালার সহিত; ইহার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পায়ে খোঁচা লাগার পর ইরিসিপেলাশ হইয়া মারা যায়; ইহার একটি মাত্র কন্যা আশালতা। পরে বৈদ্যনাথ খোসালপুরের বামাচরণ ঘোষের দ্বিতীয়া কন্যা বিনোদিনীকে বিবাহ করে। এ পক্ষে উপস্থিত এক কন্যা মায়ালতা। বৈদ্যনাথের মন যদিও ভূতনাথ ভায়ার ন্যায় তত উচ্চ নয় তথাপি বিশেষ পরোপকারী। লোকের দায় বিপদে প্রাণপণ করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। শিক্ষা মাইনর পাশ। আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেকের একা মালিক বলিয়া জমিজমা হইতেই স্বচ্ছলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। বিদেশে চাকরী করিবার আবশ্যক হয় নাই।

নবকুমারের কন্যাগণ।

মোহিনী—বিবাহ সসঙ্গার রামচন্দ্র মণ্ডলের পুত্র হরিশচন্দ্র মণ্ডলের সহিত। হরিশ কমিসরিয়েটের এজেন্ট হইয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি অধিক সময় কাশীতেই কার্য্য সূত্রে ছিলেন। প্রকাণ্ড দোতালা দালান, ঘাট বাঁধান পুকুর, পুকুর পাড়ে অনেক

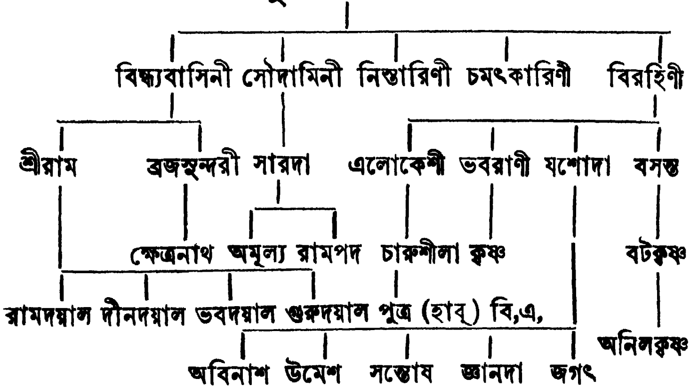
নারিকেল গাছ ; এসব কার্য্য সমজার মধ্যে ইনিই প্রথম করিয়াছিলেন। বাড়ীর সম্মুখে একটি বিষ্ণুও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঠাকুরবাড়ীতে বজ্রাঘাত হইয়াছিল। এক পুত্র যোগেন্দ্র ও এক কন্যা জ্ঞানদা বা পুঁটী। মোহিনী ও যোগেন্দ্র মারা গেলে, পুঁটী মাতামহীর নিকট পালিত হইতেছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেও ৫।৬ বৎসরে মারা যায়। মোহিনী যখন কাশীতে ছিলেন তখন তাহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়। সেই জন্য তিনিই ভ্রাতার নাম বিশ্বেশ্বর রাখিয়াছিলেন। এই পুঁটী ও বিশ্বেশ্বর প্রায় সমবয়স্ক ছিল। পুঁটীও বিশ্বেশ্বরের মায়ের স্তন পান করিত। সেই অল্প বয়সে না জানিয়া বিশ্বেশ্বর একটা অতি নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল। মেলাতে এক পয়সার একটা ছুরী কেনা হইয়াছিল। রসুইয়ের উনন জ্বলিতেছে, পুঁটী ও বিশ্বেশ্বর সেখানে খেলা করিতেছে ; বিশ্বেশ্বর ছুরিটা আগুনে পোড়াইয়া পুঁটীকে বলিল, "গরম হয়েছে নাকি দ্যাখ্ দেখি"। এই বলিতে বলিতে ছুরীর পাতাটি পুঁটীর স্কন্ধে স্থাপন করিল ; পুঁটী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের মা আসিয়া বিশ্বেশ্বরকে বেশ ঘা কতক লাগাইয়া দিলেন। অবশ্য বিশ্বেশ্বর তখন, ইহা যে এরূপ কষ্টদায়ক হইবে বুঝিতে পারে নাই। পুঁটীর ঐ পোড়া ঘা প্রায় ৩।৪ মাস পরে ভাল হয়। মোহিনীর মৃত্যুর পর হরিশ আমডুলের বাবুরাম পানের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। সন্তানাদি হইবার পূর্ব্বেই হরিশ দেহ রাখেন ; সব ফুরাইল। এমন দুই দিনে উত্থান ও দুইদিনে পতন প্রায় দেখা যায় না। এখন ঐ বাড়ী পুকুর ইত্যাদি বাবুরাম পানের পুত্র বিভূতি ভোগ করিতেছে। মোহিনীর ভ্রাতারা কেহই এ বিষয়ের জন্য লালসা করে নাই। কিন্তু বাবুরাম পানের ভয় হইয়াছিল উহারা গোল বাধাইবে।

রোহিনী—বিবাহ চাঁচাইয়ের রসিকলাল মুদীর সহিত। ১১।১২ বৎসরেই মারা যায় ; সুতরাং সন্তানাদি হয় নাই।

রমণী—বিবাহ নায়েকপাড়ার রূপচাঁদ নায়েকের পুত্র রসিকলালের সহিত। রসিকলাল পূর্ণীয়ার কারাগোলা নামক স্থানে পোষ্টাফিসে চাকুরী করিতেন। বলরামই চাকুরী করিয়া দেন। নন্দকুমার খাঁয়ের নিকট লেখাপড়া শিখে। কারাগোলাতেই রমণীর মৃত্যু হয়; তখন তাহার বয়স ২০।২২ বৎসর। পুত্র নরেশ ও সুরেশ। নরেশের বিবাহ বলরামের সম্বন্ধী ভাষনার ব্রজ দালালের কন্যা সরোজিনীর সহিত; ইহার পুত্র প্রভাকর। সুরেশের বিবাহ সকৃড়াইয়ের কামাখ্যাচরণ সরকারের কন্যার সহিত; পুত্র তারাপদ। রমণীর মৃত্যুর পর নরেশ মাতামহীর নিকট পালিত হয়। বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা কিছু ছোট ছিল। সুরেশের জন্ম বলরামের বৈঠকখানার পূর্ব্বদিকের কুঠরীতে। পাঁচুটের দিন, রাত্রে, ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসের প্রসিদ্ধ ঝড়ে বৈঠকখানার দক্ষিণদিকের বৃহৎ চালটা গোটা উড়িয়া গিয়া খামারে চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল। ঝড়টা প্রধানতঃ বায়ুকোণ হইতেই হইয়াছিল। বড় বড় অশ্বত্থ ও বট গাছ উপড়াইয়া পড়িতে প্রায় বাকী থাকে নাই। অপরাপর বৃক্ষ, ও লোকের ঘরবাড়ী বিস্তর পড়িয়াছিল। রমণীর নামে ১৫।১৬ বিঘা জমী কেনা ছিল; তখন মূল্য ২।৩ শত টাকা মাত্র। রমণী বলিয়াছিলেন "ঐ জমী আমি ভাইদিগকে দিলাম।" অতএব তাঁহার ভ্রাতা বাবুরামের নামে জমীদারী সেরেস্তায় খারিজ পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। ভ্রাতৃগণ প্রায় ২৫ বৎসর ঐ জমী দখল করিয়া আসিতেছিল। নরেশ মামারবাড়ীতেই প্রতিপালিত। নরেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রসিক উহাকে নিজালয়ে লইয়া যান ও ঐ জমী বলরামের নিকট ফেরত চান। বলরাম বিরক্ত হইয়া বলিল "তুই নেমকৃহারাম্, নেগে যা তোর জমী।" রসিক অম্লানবদনে জমী দখল করিল। কিন্তু সে জমী রসিককেও ভোগ করিতে হয় নাই।

রযুমণী—বিবাহ বামুনপাড়ার রামচরণ মণ্ডলের দ্বিতীয় পুত্র বাবুরাম মণ্ডলের সহিত। ইহাঁরা সসঙ্গার মণ্ডলদের জ্ঞাতি। ইহাঁর পুত্র **চারুচন্দ্র** ও কন্যা সুশীলা। চারুচন্দ্রের বিবাহ দুইবার হিজল্‌নার মণ্ডলদের বাড়ীতে। তৃতীয় পক্ষের বিবাহ টোট্‌পাড়ার কন্যার সহিত; চারুর এক কন্যা ও এক পুত্র। সুশীলার বিবাহ নপাড়ার অম্বিকাচরণ সরকারের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষের সহিত। সুশীলা প্রথম প্রসবেই সুতিকা রোগে মারা যায়। রামচরণের প্রথম পুত্র কুঞ্জবিহারী মণ্ডল।

নন্দকুমারের কন্যাগণ



বিন্ধ্যবাসিনী—বিবাহ মাসিলার গঙ্গারাম সরকারের সহিত। শ্রীরামের বিবাহ চুঁচুড়ার সন্নিকট নারায়ণপাড়ার উমেশচন্দ্র ঘোষ ও মল্লিকাসুন্দরীর কন্যা সুমতিদায়িনীর সহিত। শ্রীরাম ১২।১৩ বৎসর বয়সে মাতুলালয় হইতে পলায়ন করিয়া নানা স্থানে নানা কার্য্য করিয়া, এখন জলপাইগুড়ী সহরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে। শ্রীরামের সাহস ও উদ্যম প্রশংসনীয়। ইহার দ্বিতীয় পুত্র দীনদয়াল

একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান ও নানা শিল্পবিদ্। এই বালক সার্কাসে অনেক স্থানে ক্রীড়া দেখাইয়া প্রশংসা লাভ করিতেছে; মোটর গাড়ী আটকাইয়া মেডেল্ পাইয়াছে। চিত্র বিদ্যা, লিপি বিদ্যা, কাঠের কাজ, টীনের কাজ, রংএর কাজ, মালাকারের কাজ, প্রভৃতি কোন কাজই ইহার নিকট অপরিজ্ঞাত নয়।

ব্রজসুন্দরীর বিবাহ নাড়িচার দহমুড়ার রোহিতাশ্ব পানের সহিত। ইহার পুত্র ক্ষেত্রনাথ পান; তৎপুত্র বর্ত্তমান।

সৌদামিনী—বিবাহ বেলকাশে ক্ষেত্রমোহন পালের সহিত; পুত্র সারদা পাল ও কন্যা এলোকেশীর বিবাহ বোহারপুরে রাধানাথের সহিত। সারদার পত্নী চণ্ডীদাসী; সন্তানাদি বর্ত্তমান।

নিস্তারিণী ও **চমৎকারিণী** দুই জনেরই বিবাহ সসঙ্গার মণ্ডলদের বাড়ী; ইহাঁরা নিঃসন্তান।

বিরহিণী—বুড়লের ধরণীধর পুত্র গোবর্দ্ধন পালের পুত্র গণেশচন্দ্র পালের সহিত বিবাহ। এলোকেশীর বিবাহ বেলকাশে কালীপদ ঘোষের পুত্র বিহারী ঘোষের সহিত; ইহার কন্যা চারুশীলার বিবাহ গলিগ্রামে ধনকৃষ্ণ কোঙারের পুত্র নকুলের সহিত; ইহার পুত্র বি. এ. পাস। ভবরাণীর বিবাহ আড়ুই গ্রামে শশিভূষণের সহিত। যশোদার বিবাহ বেলকাশে গোঁসাইদাস পালের পুত্র রত্নেশ্বরের সহিত।

বসন্ত—বিবাহ কাঁকুনার সুভাষিণীর কন্যা সরোজিনীর সহিত।

ভুবনমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা **যামিনীর** বিবাহ বীরভূম জেলার সুরুলের বিশ্বম্ভর সরকারের দৌহিত্র রামরঞ্জন রায়ের সহিত। ইহার কন্যা রামরমণীর বিবাহ ভাষণার শ্যাম দালালের পুত্রের সহিত। রামরমণীর পুত্র অমূল্যরতনের বিবাহ মাসিলার ভূষণ সরকারের কন্যার সহিত। যামিনী ও রামরমণী মৃতা।

ভুবনমোহনের দ্বিতীয়া কন্যা **নলিনীর** বিবাহ ইদিলপুরে হারাধন

মণ্ডলের পুত্র অমরের সহিত। অমরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অক্ষয় নবগ্রামের মনমোহনের কন্যা জ্ঞানদাকে বিবাহ করিয়াছিল। নলিনী মৃতা।

রাসবিহারীর প্রথম পক্ষের কন্যা **অমলার** বিবাহ বর্দ্ধমানের অলঙ্কার ব্যবসায়ী আশুতোষ লাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অমূল্যরতনের সহিত।

সুভাষিণী—বিবাহ সগড়াই যোগেন্দ্র পাঁজার সহিত; কন্যা নৃত্যকালী।

সুশীলা—বিবাহ নাড়িসাজপুরে নগেন্দ্র মল্লিকের সহিত। অল্প বয়সে মৃতা। কন্যা নারায়ণী।

সরলা—বিবাহ গোপকোলে নৃত্যগোপালের সহিত। নৃত্যগোপাল ষ্টেশন মাষ্টার। সন্তান হাবু, লোহিতবরণী প্রভৃতি।

বিজন—বিবাহ দ্বিতীয় পক্ষে হাটশীমূল হরিপদ রায়ের কন্যা উমাশশীর সহিত। পুত্র উল্লাসবরণ (অনিল নয়)। প্রথম পক্ষে বিবাহ নাড়িচার চণ্ডী মাঝির কন্যা।

বিরল—বিবাহ খণ্ডঘোষ রাখালচন্দ্র রাজা+যামিনীবালার কন্যা গৌরীবালার সহিত। কন্যা আশালতা, ইন্দুমতি; পুত্র সুধীর, অধীর।

নির্ম্মলা—বিবাহ বীজপুর গোপেশ্বর পাত্রর সহিত; কন্যা পুত্র আছে। এই পাত্রবংশে কৈলাস পাত্র খ্রীষ্টান্ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন; পুত্রও ডেপুটী।

রাসবিহারী—প্রথম বিবাহ (বুড়ল) গোপীনাথপুর কামিনীবালার সহিত। কামিনীর প্রতি বীতরাগ হইয়া দ্বিতীয় পক্ষে ভাষণায় গৌর দালালের কন্যা মানদাকে বিবাহ করেন। কিন্তু পরিশেষে কামিনীর প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

ভুবনমোহন—প্রথম বিবাহ নাড়িসাজপুরে; দ্বিতীয় বিবাহ বামনে; তৃতীয় বিবাহ হিজল্‌ডিহা। উকীল বনওয়ারী চৌধুরী শ্যালকপুত্র।

মোহিনী—বিবাহ নায়েকপাড়া ভূপালচন্দ্র নায়েকের কন্যা কৃষ্ণভাবিনীর সহিত ; পুত্র অনিল। বিনয়কৃষ্ণ অণ্ডালে থাকিবার সময় ওয়ার্কসপে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের বংশ।

ঈশ্বরচন্দ্র— নায়েকপাড়ার স্বরূপ নায়েকের কন্যা প্রসন্নাকে বিবাহ করেন।

হিতলাল—প্রথম বিবাহ ফকিরপুরের মহেশ মণ্ডলের কন্যার সহিত। এ বিবাহে সন্তানাদি হয় নাই। দ্বিতীয় বিবাহ ধরমপুরের হৃদয় রায়ের কন্যা কুসুমকুমারীর সহিত। নরেশ ও সুরেশ রায় ইঁহার সম্বন্ধী। হিতলালের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে অনেকগুলি পুত্র কন্যা হয়।

শশিমুখী—বিবাহ খণ্ডঘোষের শিবচন্দ্র রাজার পুত্র বরদার সহিত। ইনি বালবিধবা ; সুতরাং পিত্রালয়েই জীবন যাপন করিয়াছেন। বরদার ছোট ভাই উমেশ।

অমৃত—বিবাহ এড়াল বাহাদুরপুর (পারাজ ষ্টেশন হইতে) রামচন্দ্র মণ্ডলের পৌত্রী গিরিবালার সহিত। শাশুড়ীর নাম রামগতিবালা।

সরোজিনী—বিবাহ মানপুরে ফকিরচন্দ্র ঘোষের পুত্র প্রমথর সহিত ; ইহার পুত্র তুরীয়ানন্দ ও সচ্চিদানন্দ, ও কন্যা সনাতনী।

মৃগনয়না—বিবাহ রাঘবপুরে অধর সামন্তর পুত্র যোগেন্দ্রর সহিত। পুত্র দ্বিজপদ, উমাপদ,—কন্যা পরী।

নির্ম্মলা—বিবাহ পলাসন সত্যকিঙ্কর পাঁজার সহিত। পুত্র দুখীরাম কন্যা আশালতা, মায়ালতা।

নকুল—বিবাহ বেড়ুগ্রাম আনন্দ মণ্ডলের কন্যা তারাসুন্দরীর সহিত। চারুশীলা শাশুড়ী। মাট্রিকিউলেশন পাস করিয়া মেডিক্যাল্ স্কুলে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে।

মিহিরলাল, চুনীলাল, পান্নালাল, বিবাহের পূর্ব্বেই মৃত। চুনীলাল মাট্রিকিউলেশন পাস করিয়াছিল।

বিপদতারিণী—বিবাহ বামনের কুঞ্জবিহারী খাঁয়ের পুত্র শৈলেন্দ্রর সহিত।

নবকুমারের বংশ।

বলরামের পুত্র **কেদারনাথের** অন্নপ্রাশনের সময় পিণ্ড দেওয়া হয় নাই, কারণ তখন তিন পুরুষ বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মত দেন "বুড়াকে ভাল করিয়া আহার করাইয়া দাও, জীবিতাবস্থায় পিণ্ড খাউক।" কেদারনাথ রূপসার রাজারাম রায়ের কন্যা, বিনোদমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্কন্যা গিরিবালাকে বিবাহ করে। গিরিবালার অল্প বয়সেই মাতৃপিতৃ বিয়োগ হইলে মাতামহ শ্যামাচরণ নায়েকের বাড়ীতে প্রতিপালিতা হয়। নায়েকপাড়ার শ্যামাচরণ নায়েকই দৌহিত্রীর বিবাহ দেন। বিবাহ অবশ্য রূপসার রায়েদের বাড়ীতেই হইয়াছিল। বলরাম পুত্রের বিবাহে যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন, সেরূপ আড়ম্বর এ পর্য্যন্ত পুত্রের বিবাহে আমাদের দেশে কেহ করিতে পারেন নাই। রসনচৌকী, নহবৎ, জগঝম্প, ৮।১০ খুলি ঢুলিদার, ৪।৫ দল খেলওয়াড়, সাঁওতালী বাঁশী, নানাস্থানে পতাকা, রাস্তায় আলো বসান, লতাপাতায় গৃহাদি সাজান, খেমটা নাচ প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ক্রটী হয় নাই। বরের বাড়ীতে অষ্টগ্রামী লুচী খাওয়ান বলরামই দেশে প্রথম করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগকে গামলা ও বস্ত্র দান, গ্রামের বাগ্দীদিগকে হলুদ

মাথাইয়া বস্ত্র দান, কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানের ক্রুটী হয় নাই।

গিরিবালা নায়েকপাড়াতেই থাকিত। বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রায় বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঠিক হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই কেদার নায়েকপাড়ায় গিয়া আদর খাইয়া আসিত। তখন কেদার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িত; কিন্তু বাড়ী পলাইয়া গিয়া নায়েকপাড়ায় আড্ডা দিত। বর্দ্ধমান যাইতে কিছুতেই আর রাজী নয় দেখিয়া বলরাম গিরীশচন্দ্রকে বলিয়া পাঠান, কেদারকে যেরূপে হউক বাঁধিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইতে হইবে। একদিন বিকালে একবার কেদার কাঁকুনায় আসিয়াছিল; সেই সুযোগে ৮।১০ জন লোক লইয়া কেদারকে গ্রামের পূর্ব্বমাঠে—যেখানে এখন গোলাবাড়ী হইয়াছে —ঘেরাও করে। কেদারের পায়ে লাল বাঁধান জুতা, সেই জুতা পায়ে গিরীশের বক্ষে জোরে পদাঘাত করে। গিরীশ ভূতলশায়ী। রূপসার বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল সেই অবসরে গিয়া ধরিয়া ফেলে। কেদারেরও শরীরে প্রভূত বল ছিল, তবে বৈকুণ্ঠও বেশ শক্তিশালী। কেদারকে ধরিয়া লাঙ্গলের দড়া দ্বারা বাঁধিয়া চারি জন লোকের সহিত রাত্রেই বর্দ্ধমান পাঠান হইয়াছিল।

গিরিবালার গর্ভে অনেকগুলি পুত্র কন্যা হয়। গিরিবালার মৃত্যু এক শোচনীয় ঘটনা। সে তাহার নাতি প্রফুল্লকে লইয়া শুইয়াছিল। জানালায় একটী প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া নিবাইতে ভুলিয়া যায়; দুর্দ্দৈব-ক্রমে ঐ প্রদীপের শিখায় মশারিতে আগুন ধরিয়া যায়। গাত্রে আঁচ লাগিবামাত্র ঘুম ভাঙ্গাতে হতভম্ব হইয়া পড়ে; নিজেরও অনেক স্থানে দগ্ধ হইল, নাতিরও গাত্র কতক পুড়িল। চীৎকার করিবারও শক্তি নাই। কোনরূপে নাতিকে টানিয়া মেজেতে ফেলিয়া দিয়া আগুনের উপর হাত চাপড়াইতে লাগিল; ইহাতে আরও পুড়িল; পরে দরজা

খুলিয়া চীৎকার করাতে লোক আসিয়া জুটিল; তখন নিজে অতিরিক্ত পুড়িয়াছে। লোকে আগুন নিবাইয়া দিল। কিন্তু গিরিবালার নানা চিকিৎসা সত্বেও দগ্ধস্থান পচিতে লাগিল ও পরে পোকা হইল; গন্ধে লোকে নিকটে যাইতে পারিত না। কয়েকদিন অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৯২৬ খ্রীঃ ৫ই মার্চ্চ তারিখে বিকালে ২টার সময় মৃত্যু হয়। সন্ধ্যার সময় প্রবল ঝড় হওয়াতে সৎকারের অতিশয় গোলযোগ হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় নাতি প্রফুল্ল কয়েক মাস ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করে।

কেদার

প্রিয়নাথ কুণ্ডলিনী প্রমীলা অনিলা উর্ম্মিলা অনুশীলা ক্ষান্তবালা অনন্ত

বিভাবতী শশধর বীণাপাণি প্রফুল্ল অশ্বিনী বিদ্যুৎ স্বর্ণলতা

কুণ্ডলিনী—বিবাহ ভাষণার শ্যামাচরণ দালালের পুত্রের সহিত। অল্প বয়সে বিধবা ও মৃতা।

অনিলা—বিবাহ ঘরকুড়ার হারাধন মণ্ডলের পুত্র গোবর্দ্ধনের সহিত; কন্যা দুর্গাদাসী। দুর্গাদাসীর বিবাহ নটবর ঘোষের পুত্র নিরঙ্কর সহিত। অপর কন্যাগণ অবিবাহিতা বা অপুত্রক অবস্থায় মৃত।

ক্ষান্তবালা—বিবাহ বোলপুরে (বাঁধগাছার নিকট) বিহারীলাল রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীপতির সহিত। দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া মৃত। বিভাবতী (জলী) বিবাহ গাঙ্গপুরে গোকুলচন্দ্র ঘোষের সহিত। বর্ত্তমানে ইনি মার্টিন্ রেলের মাজুর ষ্টেশন্ মাষ্টার। শশধরও ভগ্নীপতির

নিকট আছে। বিভাবতীর এক কন্যা হইয়াছে। তবেই বিশ্বেশ্বর এক প্রকার নাত্‌নীর নাত্‌নী দেখিলেন। বীণাপাণির বিবাহ সালগাছা উপেন্দ্র মণ্ডলের পুত্র সুদর্শনের সহিত।

প্রিয়নাথ—(ক্ষুদিরাম)—জন্মাবধি বোবা। নানা শিল্প কার্য্য ও কৃষি কার্য্য করিতে পারিত। কলিকাতার বোবাদের স্কুল হইতে শিখাইবার সন্ধান পাইয়া বিশ্বেশ্বর ইহাকে ২।৪টা কথা কহিতে শিখাইয়াছিলেন। ইহার বিবাহ দেওয়া হয় নাই। প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

অনন্ত—বিবাহ উখরীদের অবিনাশ রায়ের কন্যা রাধারাণীর সহিত। লেখা পড়া বিশেষ শিখে নাই। রজনীনাথের মৃত্যুর পর অনন্ত বলরাম বাবুর যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হয়। ইহার পুত্র প্রফুল্ল, অশ্বিনী ও বিদ্যুৎ; কন্যা স্বর্ণলতা।

নগেন্দ্র—দুই বৎসর রোগ ভোগ করে; চিকিৎসার ত্রুটী হয় নাই। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে মারা যায়।

বাবুরাম—শিল্‌না গ্রামের মুরলীধর মণ্ডলের কন্যা ভবরাণীকে বিবাহ করেন। মহেশ ও বাবুরামের বিবাহ একই দিনে হয়। মুরলীধরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীরাম ও কনিষ্ঠের নাম উপেন্দ্র। দ্বিতীয় বিবাহ বাঁধগাছার ধর্ম্মদাস লাহার (হালদারের ?) কন্যা শৈবলিনীর সহিত। এক কন্যা নির্ম্মলা, অল্প বয়সেই মৃতা। শৈবলিনীর ভ্রাতা যতীন্দ্র ও সুরেন্দ্র পোষ্টাফিসে চাকরী করে।

বিশ্বেশ্বর—বিবাহ নাড়িচার কেশব মণ্ডলের কন্যা অম্বুজবাসিনীর সহিত। দুই সম্বন্ধীর নাম হরিদাস ও রামদাস। হরিদাসের বিবাহ বেহার-বেতালন গ্রামের দুর্লভচন্দ্র মণ্ডলের কন্যার সহিত। হরিদাসের পুত্রের নাম বীরেন্দ্র। হরিদাসের প্রথম স্ত্রী মারা যায়; দ্বিতীয় বিবাহ রাঘবপুরের দোলগোবিন্দ দ্বারীর কন্যা। বিবাহের দুই বৎসর পরেই হরিদাস মারা যায়। রামদাসের প্রথম বিবাহ গ্রামেই হেম দালালের

দৌহিত্রীর সহিত। দ্বিতীয় বিবাহ ইদিলপুরের আশুতোষ মণ্ডলের কন্যা শচীবালার সহিত; একটী সুশ্রী ও সুন্দর পুত্র হইয়াছে; নাম অজিত।

কালীপদ—বিবাহ রূপসার রজনীকান্ত মণ্ডলের কন্যা উষাবালার সহিত। ইহার কন্যাদ্বয়ের নাম উপাসনা ও বিবেচনা।

প্রফুল্ল—অল্প বয়সেই মারা যায়।

বিনয়কৃষ্ণ—বিবাহ মেমারীর উত্তর সাতগেছের নিকট বিস্‌-কোপার গ্রামের মহেন্দ্রনাথ পানের পুত্র কৃষ্ণধনের কন্যা উমাশশীর সহিত। কৃষ্ণধন কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বেত ও দরমার ব্যবসা করেন। ইনি সম্প্রতি বেলুড় হেমচন্দ্র পালের গলিতে এক বাড়ী খরিদ করিয়া বাস করিতেছিলেন; সম্প্রতি মৃত। উহঁার বাড়ীর দক্ষিণে বিনয়কৃষ্ণও এক বাড়ী খরিদ করিয়া বাস করিতেছে। বিনয়ের পুত্র ভবানীপ্রসাদ, ডাকনাম বাদল।

শতদলবাসিনী—বিবাহ উখরীদের অনন্তরাম মণ্ডলের পুত্র সতীশচন্দ্রের সহিত। সতীশ এণ্ট্রেন্স পাশ। ইহার পুত্র বারীন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। জজের পত্নী বিরাজমোহিনী ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন। সতীশ পোষ্টাফিসে চাকুরী করে। মহাসমরের সময় উত্তর পশ্চিম প্রান্তে কোহাট, বন্নু প্রভৃতি স্থানে গিয়া অবস্থার উন্নতি করিয়াছে।

যমুনা—বিবাহ আমড়ুলের বক্রেশ্বর পানের পুত্র ফণিভূষণের সহিত। বক্রেশ্বর পান বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন। যমুনার পুত্র শিবরাম ও কন্যা তরুবালা। বর্দ্ধমানে থাকিবার সময় ডাক্তার যমুনাকে এক ঔষধের পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে বিষাক্ত ঔষধ দিয়াছিলেন; তাহাতেই ইহার মৃত্যু। তরুবালা হাওড়ায় বিশ্বেশ্বরের নিকট আছে।

সরযূ—বিবাহ পাত্রসায়েরে রামসদয় ঘোষের পুত্র প্রভাকরের সহিত। প্রভাকর ম্যাট্রিকুলেসন্ পাশ। রামসদয়কে নিজের বাড়ীর কুকুরে কামড়াইয়াছিল। চিকিৎসার্থে কাসৌলী গিয়াছিলেন; ফিরিবার

সময় রেলের মধ্যে হৃদ্ রোগে মৃত্যু হয়। পাটনায় তখন রজনী মাষ্টার; শব দেহ পাটনায় নামাইয়া রজনী সৎকার করে। সরযূর কন্যা স্বর্ণলতিকা ও পুত্র সুধীর ও অধীর।

নর্ম্মদা—বিবাহ পাল্লাগ্রামের মহেন্দ্র ঘোষের পুত্র রাজেন্দ্রর সহিত। উডমণ্ট্ ষ্ট্রীটে উহার জ্যেষ্ঠতাত মাখন ঘোষের নামে অতি প্রসিদ্ধ বেতের কারবার ছিল। রাজেন্দ্রর অনবধানতায় কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নর্ম্মদার এক পুত্র সদানন্দ।

কমলকৃষ্ণ—এ বৎসর ম্যাট্রিকিউলেসন্ শ্রেণীতে পড়িতেছে।

কৃষ্ণা—বিবাহ হুগলী জেলার আরামবাগের নিকট শীতলপুরে রসিকলাল ঘোষের পুত্র যতীন্দ্রর সহিত। পোষ্ট আরাণ্ডি। হাওড়া হইতে মার্টিনের রেলে চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া শীতলপুর যাইতে হয়। যতীনের মধ্যম ভ্রাতা করালী ঘোষের নাম দেশে প্রসিদ্ধ; কলিকাতায় বাড়ী আছে। ইহাঁরা পাঁচ ভাই একান্নবর্ত্তী। বহুসংখ্যক ধানের মরাই আছে। করালীর পুত্র বসন্ত বি,এ, পড়িতেছে।

বৈষ্ণবচরণ মাসিলার গোবিন্দ মণ্ডলের কন্যা ভৈরবীকে বিবাহ করেন।

গোবিন্দ মণ্ডল

- রাধামোহন
  - হারাধন
    - ব্রজ
      - অন্নদা
      - কুলদা
    - হরিদাস
    - উপেন্দ্র
- ভৈরব
- শ্রীমন্ত
  - দুর্গাদাস
  - তারিণী মণ্ডল
    - গিরিবালা + যোগেন্দ্র মণ্ডল (মাণিঘাটি)
- **ভৈরবী**



সদানন্দ বিনয়কৃষ্ণ ভবানীপ্রসাদ অম্বুজবাসিনী শতদলবাসিনী নর্ম্মদাবালা কমলকৃষ্ণ
জ্ঞানেন্দ্র বারীন্দ্র তরুবালা

লক্ষ্মণ খাঁ।

লক্ষ্মণ সম্ভবতঃ ইনি পঞ্চাননের সহোদর, রত্নেশ্বর খাঁয়ের কনিষ্ঠ পুত্র।

বৈরাম লক্ষ্মণের একমাত্র পুত্র। ইনি অতিশয় ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন; অনেক জমী জমা করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রতাপ দেখিয়া অনেকেই ভীত হইত।

কেনারাম

গদাধর—বিবাহ বিজপুরে সরকারদের বাড়ী।

গোপাল—ইনিও অতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। ইহাঁর স্ত্রীর নাম যজ্ঞেশ্বরী; লোকে যোগী বৌ বলিয়া ডাকিত।

কুঞ্জবিহারী কালিদাস হৃদয় রঘুনাথ নীতি শশী

ফণিভূষণ মণিভূষণ বিভূতিভূষণ বিধুভূষণ

দিবাকর

কুঞ্জবিহারী, কালিদাস ও হৃদয় অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন।

রঘুনাথ—বিবাহ পাত্রসায়ের বেণীমাধব ঘোষের কন্যা কৃষ্ণভাবিনীর সহিত। অতিশয় গল্ গল্ করিয়া বকিত বলিয়া স্ত্রীলোকেরা উহাকে গলগলে বলিত। রঘুনাথ কিছুদিন কৃষিকর্ম্ম করিয়াছিলেন। পরে রজনীনাথের সহিত বাঁকুড়া ও কটক যান। পরে শেষ জীবন পর্য্যন্ত গ্রামের পোষ্টাফিসে পিয়ন ছিলেন। খুব হাঁটিতে পারিতেন। কামালপুর, সেঁকারী, তেলুয়ার বড় লোকেরা ইহাঁকে স্নেহ করিতেন। বিদেশে বা

গ্রামান্তরে যাইতে বড় কাতর ছিলেন। এজন্য উহার সমবয়স্ক বন্ধু ভুবন বলিতেন, "রঘু যখন কোদাল লইয়া জমী খনন করে, তখন ঘরের দিকে মুখ করিয়া খুঁড়িতে থাকে; ঘরকে পাছু করিয়া খুঁড়িতে পারে না।"

নীতিবালা—বিবাহ আমডুলের কুঞ্জবিহারী মণ্ডলের সহিত। ইহার পুত্র ভোলানাথ। কুঞ্জবিহারীর ভ্রাতুষ্পুত্র নরেশ।

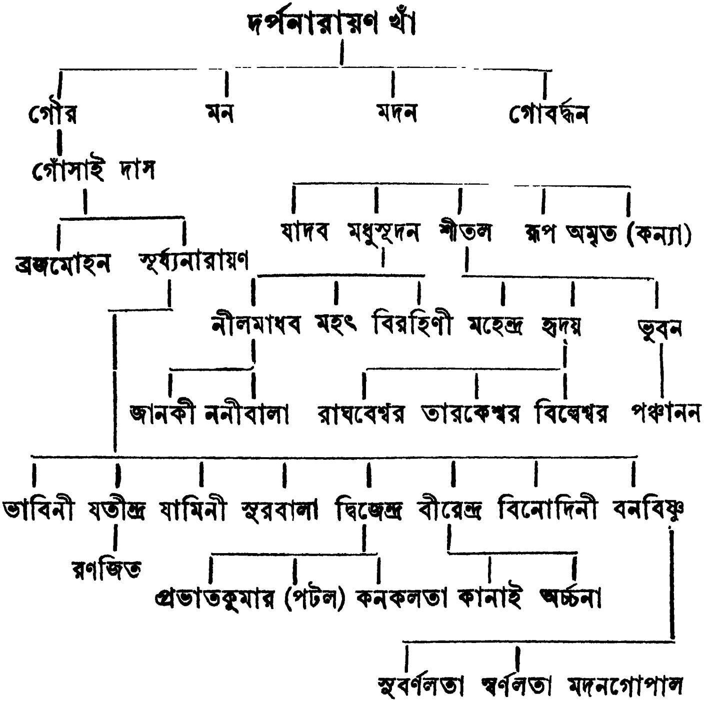
শশিমুখী—বিবাহ সসঙ্গার মাঝিদের দৌহিত্র অধরচন্দ্র ঘোষ ডাক্তারের সহিত। অধর চিকিৎসা শাস্ত্রে বেশ পারদর্শী ছিলেন। সকলেই ইহাঁকে ভাল বাসিত। নিরঞ্জন, দ্বিজেন্দ্র, অনাথ ও প্রভাত, চারিপুত্র। এক কন্যার বিবাহ মথুরডাঙ্গার মহেন্দ্র মণ্ডলের পুত্র অতুল মণ্ডলের সহিত। অপরা কন্যা সরলার বিবাহ আমডুলে হংসেশ্বর পানের সহিত। নিরঞ্জন হাওড়ায় রজনীনাথের নিকট থাকিয়া কলিকাতার মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারী শিখিয়া গ্রামে চিকিৎসা করিতেছে; মাসিলার বনোয়ারী ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ। দ্বিজেন্দ্র নাড়িসাধনপুরের নগেন্দ্র মল্লিকের কন্যা নারায়ণীকে বিবাহ করে; এই কন্যা রাসবিহারীর কন্যা সুশীলার কন্যা। দ্বিজেন ম্যাট্রিক্ পাশ করিয়া পোষ্ট আফিসে চাকুরী করে। টেলিগ্রাফ শিখিবার সময় দ্বিজেনও হাওড়ায় রজনীনাথের বাসায় থাকিয়া শিক্ষা করে।

অনাথ ছাপাখানায় কার্য্য করিতেছে, কলিকাতায় মাণিকতলায়। বিবাহ গৈতানপুরে শশীভূষণ পাঁজার কন্যা নির্ম্মলার সহিত।

প্রভাত সম্প্রতি পোষ্টাফিসে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভাত ম্যাট্রিকুলেসন্ পাশ।

ফণিভূষণ—গ্রামের স্কুলে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া অণ্ডালে বিনয়কৃষ্ণের অধীনে চাকুরী করিয়া ধর্ম্মঘটের জন্য চাকুরী যায়। এখন কলিকাতায় অবনীমোহনের বাস্ কণ্ডাক্টার। বিশ্বাসী ও সচ্চরিত্র যুবক। বিবাহ পলাসনে রজনীকান্ত হাজরার কন্যা উমাশশীর সহিত; পুত্র দিবাকর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



গৌরহরি—বিবাহ সসঙ্গার মণ্ডলবংশের আনন্দময়ীর সহিত।

গোঁসাইদাস—১মা পত্নী ব্রহ্মময়ী রূপসার মোহন মণ্ডলের কন্যা। প্রথম পক্ষে মাত্র একটী কন্যা, অল্প বয়সে মৃতা। ২য়া পত্নী রঙ্গদেবী রাঘবপুরে শ্রীদাম দ্বারীর কন্যা।

ব্রজমোহন—বিবাহ সসঙ্গার মহাভারত মাঝির কন্যা মুক্তকেশীর

সহিত। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত। ঢাকায় সূর্য্যনারায়ণের নিকট থাকিবার সময় ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে মুক্তকেশীর মৃত্যু হয়।

এই বংশের মধ্যে **সূর্য্যনারায়ণ** এক সুকৃতী পুরুষ। ইহাঁর পিতা **গোঁসাইদাস** মোহান্তের সেরেস্তায় কার্য্য করিয়া যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিলেন; তিনিই সর্ব্ব প্রথম কাঁকুনায় সুবৃহৎ দ্বিতল পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে বাটী ভাঙ্গিয়া সূর্য্যনারায়ণ এখন নিজে অনেক পাকাবাড়ী করিয়াছেন। গোঁসাই দাসের মৃত্যুর পর মোহান্ত মহারাজের দেনার দায়ে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। সূর্য্যনারায়ণ তখন নাবালক; নিঃসম্বল অবস্থায় বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। বিদ্যানুরাগী নন্দকুমার বালক সূর্য্যনারায়ণকে নিজ বাটীতে রাখিয়া তাঁহার ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সূর্য্যনারায়ণ অতিশয় মেধাবী পুরুষ ছিলেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। বলরাম ও ভুবন ইহাঁর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। বীজপুরের স্বর্গীয় হৃদয়নাথ সরকার কলিকাতার পোস্তায় ব্যবসায় করিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন। সরকার মহাশয় বলরামের অনুরোধে সদয় হইয়া ইহাঁকে আহার ও বাসস্থান দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। নেটিব ডাক্তারী পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সহিত পাস করিয়া ঢাকায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি স্কুলে কখন এ, বি, সি, পড়েন নাই; কিন্তু নিজ অধ্যবসায় গুণে এখন ইংরাজী ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ডিমন্‌ষ্ট্রেটার্ নিযুক্ত হইয়া ইনি বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। ইনি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে 'রামধনু', 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী' ও 'ভৈষজ্যবোধ' প্রধান। সর্ব্বপ্রথম 'অপূর্ব্বমালা' নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকে নিজ জীবনচরিত বর্ণন করিয়াছিলেন। ইনি মক্ষিকার

বয়স ৫৭ বৎসর।

১৩১৭ সালের ফটো হইতে)



ডাক্তার সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ খাঁ

লাইসেন্‌সিয়েট কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ১৭৮৪ সাল ; তথায় স্কলারসিপ্, প্রাইজ, রৌপ্য ও সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত। সিনিয়রগ্রেড সব্এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্। ৩১ বৎসর কর্ম্মে পেন্সন্ প্রাপ্ত। বিষ্ণুপুরের ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল্ কমিশনার। যতি ধর্ম্ম উপাসক।

ন্যায় পরিশ্রমী। যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে মানব অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, ইনি তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাঁর জীবনী আলোচনা করিয়া অনেকে বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। সূর্য্যনারায়ণ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। মাঠের মধ্যে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি মিতব্যয়ী; ডাক্তারীতেও ইহাঁর বিশেষ সুখ্যাতি আছে। ১২৬০ সালের ১১ই আশ্বিন ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ নায়েকপাড়ার দিগম্বর নায়েকের কন্যা অক্ষয়কুমারীর সহিত; অল্প বয়সে ইহাঁর মাতৃ-বিয়োগ হয় বলিয়া লোকে ফেলু বলিয়া ডাকিত। ফেলু বৌ অতি সরলপ্রকৃতি ছিলেন।

দ্বিতীয় বিবাহ এওড়ানিবাসী বক্রেশ্বর মাঝির কন্যা নিথরকামিনী নাম্নী কন্যার সহিত। বিনোদিনী ও বনবিষ্ণু দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। সূর্য্যনারায়ণ এখন পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ীতে চিকিৎসা করিতেছেন ও দীন দুঃখীকে বিনামূল্যে ঔষধাদি দিয়া থাকেন। গ্রামের বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানে সদাই যত্নশীল। বাঁকুড়া রাস্তার ধারে একটী কূপ খনন ও একটী পাকা ক্ষুদ্র পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ভাবিনী—বিবাহ ধুলুইসাপুরে বক্রেশ্বর ঘোষের পুত্র শশিভূষণের সহিত। পুত্র অচ্যুতানন্দ আই, এস্ সি, পাস করিয়া এখন গয়ার এসিষ্ট্যাণ্ট্ জেলার। বিবাহ বর্দ্ধমান জজকোর্টের উকীল রঘুনাথ ঘোষের কন্যা বিদ্যুৎলতার সহিত। ভাবিনীর কন্যা জলদবরণীর বিবাহ হদলনারায়ণপুরে প্রসন্ন মণ্ডলের পুত্র রমেশের সহিত। অপরা কন্যা গুণবরণীর বিবাহ অমৃতপাড়ার তিনকড়ি চৌধুরীর সহিত। তৃতীয়া কন্যা শ্বেতবরণী বিবাহ ভাটপাড়ার পরেশ চৌধুরীর সহিত। অপর পুত্র শিবানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ।

যতীন্দ্র—বিবাহ নবগ্রামে মনমোহন ঘোষের কন্যা নির্ম্মলার

হিত। ২য় পক্ষে ডিহিপাড়ার অক্ষয়চন্দ্র কোঙারের কন্যা রাখহরির সহিত। ইহাঁর কন্যা উষার বিবাহ ভড়ার মাখন মণ্ডলের পুত্র প্রভুদাসের সহিত। উষার এক পুত্র, বেড়ু। যতীন্দ্র বহুকাল অভ্রখনিতে কাজ করিয়াছিল। এখন মৃত। **রণজিত** বিবাহ গোপীনাথপুরে অবতার ঘোষের কন্যা শ্রীচরণবালাকে; ইহার মৃত্যুর পর উহারই ছোট ভগ্নীকে বিবাহ করে, এক কন্যা হইয়াছে।

যামিনী—বিবাহ বেগুনপুরে রামধন মণ্ডলের পুত্র দ্বিজবর মণ্ডলের সহিত। পুত্র মুরারীমোহন ডাক্তার; রাইমোহন আই, এ; অবনীমোহন; সজনীমোহন ম্যাট্রিক্ ও গোলকমোহন। কন্যা গণেশজননী, সুহাসিনী, দক্ষিণাকালী, মলিনা ও মাধবী।

সুরবালা—বিবাহ সুখজোড়া (ভড়ার মাখন মণ্ডলের পুত্র, রাধিকা মণ্ডলের দৌহিত্র) জগৎ মণ্ডলের সহিত। পুত্র রবিসাধন বিবাহ জগন্নাথপুরে, একটী কন্যা হইয়াছে। অপর পুত্র শক্তিসাধন ও লক্ষ্মীকান্ত। সুরবালার কন্যা খুদুমণি।

দ্বিজেন্দ্র—বিবাহ মাসিলায় ক্ষেত্রনাথ সরকারের কন্যা নির্ম্মলার সহিত। অতিশয় বলশালী কর্ম্মঠ যুবক। বিনয়কৃষ্ণের অধীনে অণ্ডাল ওয়ার্কসপে কাজ করিতেছিল; ধর্ম্মঘটে চাকুরী গিয়াছে। পুত্র প্রভাতকুমার ও পটলকুমার। কন্যা কনকলতা।

বীরেন্দ্র—বিবাহ ভড়াধরমপুরে মাখনলাল মণ্ডলের কন্যা নয়নতারার সহিত। ঢাকায় পিতার নিকট থাকিয়া কম্পাউণ্ডারী পাস করিয়া স্থানে স্থনে চাকুরী করিয়াছে।

বিনোদিনী—বিবাহ রূপসার উমেশচন্দ্র রায়ের পুত্র মানগোবিন্দর সহিত। পুত্র মহাদেব আই, এ, পড়িতেছে; ভূদেব ও কনকদেব। কন্যা জয়াবতী।

বনবিষ্ণু—বিবাহ বেগুনপুরে রামবিষ্ণু মণ্ডলের পৌত্রী নলিনাক্ষ

মণ্ডলের কন্যা বীণাপাণির সহিত। কলিকাতার বহুবাজারে এক প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ীর ম্যানেজার।

শীতল—খর্ব্বাকৃতি, অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; ভীমরথী হইয়াছিল। গায়ে বিষ্ঠা মাখিয়া বাহির হইতে দেখা যাইত। বিবাহ আমডুলের মণ্ডলদের বাড়ী দিগম্বরী নাম্নী কন্যা।

নীলমাধব—দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। বিবাহ চণ্ডীপুরে কাদম্বিনীর সহিত।

জানকী—বিবাহ নবগ্রামে রেণুবালার সহিত। গ্রামের মাইনর বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছিল। কৃষিকার্য্য করিতে তাহার আগ্রহ ছিল; কিন্তু ছেলে পাশ করিয়া কৃষিকার্য্য করিবে, ইহা মাতার বড়ই অপ্রীতিকর হইল। বুঝিল না কৃষিকার্য্য নীচবৃত্তি নয়; গোলামী অপেক্ষা গৌরবজনক। মহৎও ইহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কিছু দিন জজ ভুবনের বাড়ীতে সরকারী করিতেছিল। পরে বিদেশে চাকুরী করিতে গিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অপুত্রক।

ননীবালা—বিবাহ চণ্ডীপুরে কেশব মণ্ডলের সহিত। কেশবের পিসি মাতার বিবাহ গয়তানপুরের হরিনারায়ণ পালের সহিত। উইল সূত্রে কেশব হরির পোষ্যপুত্র প্রসন্ন পালের এক অংশীদার হইয়া গয়তানপুরেই বাস করিতেছিল, এখন মৃত। ননীবালার কয়েকটী সন্তান। ননীর মাতাও কয়েক বৎসর কন্যার বাড়ীতে থাকিয়া মৃতা।

মহৎ—প্রায় ৫০ বৎসরে মৃত্যু; কিন্তু বিবাহ করিতে পারেন নাই। কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

হৃদয়—বিবাহ নপাড়ায় মধুসূদন খাঁয়ের যামিনী নাম্নী কন্যার সহিত। হৃদয় অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। গ্রামে স্বহস্তে কৃষি-কার্য্যকারীদের মধ্যে হৃদয়ই শেষ ব্যক্তি। ১৩২০ সালের ভীষণ বন্যার

সময় ইনি শয্যাগত ছিলেন; বহু কষ্টে ইহাঁকে নিজ গৃহ হইতে আনিয়া সুরক্ষিত স্থানে রাখা হয়। আনিবার পরই গৃহখানি বন্যার জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বন্যার অন্ততঃ একপক্ষ পরে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

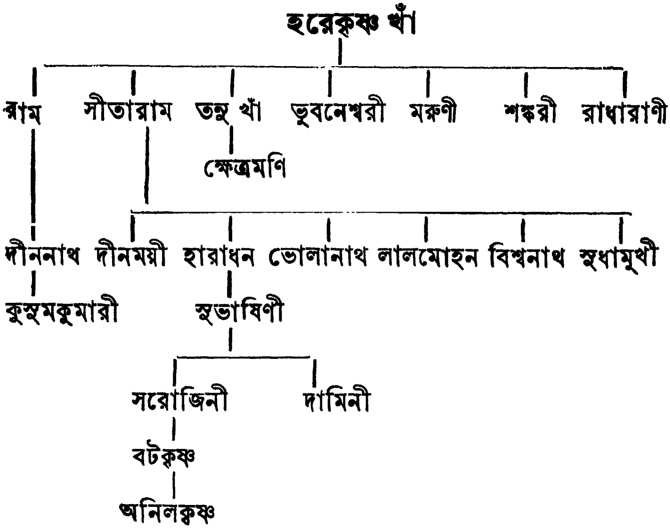
ভুবন—বিবাহ রূপসায় হারাধন রায়ের কমলা নাম্নী কন্যার সহিত। হৃদয় ভুবনকে অতিশয় ভালবাসিতেন। হৃদয়ই বলিতে গেলে ভুবনকে বাল্যে পালন করিয়াছিলেন। ভুবন এক এক সময় রাগ ও অভিমান করিয়া "আমি জলে ডুবিয়া মরিব" বলিয়া হৃদয়কে ভয় দেখাইত, এবং তেঁতুলেগড়ের দক্ষিণে কুল ডোবার এক হাঁটু জলে হুপ্ হুপ্ ডুবিত। হৃদয় চীৎকার করিয়া বলিতেন, "ভাই মরিস্‌নারে, মরিস্‌নারে" এবং জল হইতে টানিয়া তুলিয়া আনিতেন। বিবাহের পূর্ব্বে অপর কেহ ছিল না। সুতরাং হৃদয় স্বয়ং রসুই করিয়া ভুবনকে খাওয়াইতেন ও কৃষিকার্য্য করিতেন। ভুবনকে কখনও কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিতে বলিতেন না। ক্রমে ভুবন বাবু হইয়া উঠিল। বড় হইলে জজ ভুবনের বাড়ীতে সরকার রূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। অল্প বয়সে মৃত। ভুবনের মৃত্যু ১৩১১ সালে অনুমান কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে।

রাঘবেশ্বর—ওরফে খাঁদা, সসঙ্গা স্কুলে কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল। পরে বিনয়কৃষ্ণ অণ্ডালে থাকিবার সময় ইহাকে কারখানায় কার্য্যে নিযুক্ত করে; এখনও সেই কার্য্য করিতেছে। বিবাহ খোসালপুরে কার্ত্তিক ঘোষের কন্যা কমলার সহিত।

তারকেশ্বর—অল্প বয়সে মৃত।

বিশ্বেশ্বর—নাবালক; বাড়ীতেই আছে।

পঞ্চানন—গ্রামের স্কুলে লেখা পড়া শিখিয়া অণ্ডালে বিনয়কৃষ্ণের অধীনে কিছুদিন চাকুরী করিয়া ধর্ম্মঘটের জন্য চাকুরী যায়। বিবাহ রূপসার নির্ম্মলার সহিত।



তনু খাঁ—আমপুকুরের উত্তর দিকে আকের সালে বজ্রাঘাতে মৃত। মাঠ হইতে দড়া ধরিয়া একটা গরু আনিতেছিলেন। বজ্রাঘাতে একটা অশ্বত্থ গাছের ডাল ফাটিয়া যায়, খানিকটা মাটি কর্ষিত হয়। শুনা যায় তনু খাঁয়ের গুহ্যদ্বার দিয়া ধূম নির্গত হইয়াছিল। ইনি গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। ইহার একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণির বিবাহ মামুদপুরে গঙ্গারাম মণ্ডলের সহিত। ক্ষেত্রমণির পুত্র কবীর।

দীননাথ—রাতকানা ছিলেন। এক রাত্রে বৈষ্ণবচরণের খিড়কিতে পলুই লইয়া মাছ ধরিতেছিলেন; ধরা পড়িলে বলেন, "আমি মনে করিতেছিলাম বিলে মাছ ধরিতেছি।"

কুসুমকুমারী—বালবিধবা সুন্দরী। পুনরায় ইহার বিবাহ দিবার চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই মারা যায়। খাঁ বংশীয়েরা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে **বিধবা বিবাহের** পক্ষপাতী।

রাধারাণী—বিবাহ নপাড়ার অম্বিকাচরণ সরকারের পিতামহের সহিত।

দীনময়ী—বিবাহ নাড়িচার নদেরচাঁদের ভ্রাতার সহিত। নদেরচাঁদ বহুকাল ভুবনমোহনের প্রিয় প্রসিদ্ধ পাচক ছিল। দীনময়ীর পুত্র নবীন অপুত্রক। বিধবা দীনময়ী অতি বৃদ্ধা হইয়া মৃতা।

সুধামুখী—বিবাহ উগরীদে।

হরেকৃষ্ণ খাঁ—৺দেবী চণ্ডীমাতা স্থাপন করেন। পরে মাণিক খাঁ বংশীয়েরা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এ কথা প্রকৃত হইতে পারে না। কারণ পূজার দ্বাদশ অংশ কিরূপে হয়? হরেকৃষ্ণর স্থাপিত হইলে পূজার অংশ সমস্ত খাঁ বংশে বর্ত্তায় কিরূপে? সম্ভবতঃ আরও পূর্ব্ব পুরুষ কেহ দেবী স্থাপনা করিয়া মন্দির সংলগ্ন দেবীর পুকুর খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে বহু পূর্ব্বে খাঁ বংশীয়দের দুর্গা মাতার প্রতিমা পূজা হইত। কিন্তু অনুষ্ঠানের ত্রুটীর জন্য মেড় সমেত দেবী এই তেঁতুলেগড় নামক পুষ্করিণীতে নিমগ্না হন। প্রাতে অনেক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল; পরে দেবী জল হইতে একটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিয়া দেখা দিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রতিমা পূজা বন্ধ হইয়া বহুকাল ঘটে পটে পূজা চলিতেছিল। পরে জজ ভুবনমোহনের উদ্যোগে আবার প্রতিমা পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

সুভাষিণী—বিবাহ মানপুরে মন্ত্রেশ্বর ঘোষের সহিত। বিধবা হইয়া বহুকাল জীবিতা ছিলেন। একটীও দাঁত থাকে নাই; অতিশয় বুদ্ধিমতী; স্বরভঙ্গে মৃতা। মন্ত্রেশ্বর ঘরজামাই ছিলেন।

সরোজিনী—বিবাহ জজ ভুবনমোহনের ভাগিনেয় বসন্ত পালের সহিত।

দামিনী—বিবাহ ভাষণায় কৈলাস দালালের পুত্র জ্ঞানদার সহিত। বিধবা হইয়া কয়েক বৎসর পরে মৃতা।

বটকৃষ্ণ—বিবাহ ভাষণায় ভূতনাথ দালালের কন্যা সিন্ধুবালার সহিত। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া এখন কুল্‌টীর এক ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী।

নিত্যানন্দের পুত্র মাণিক খাঁ

- রমাকান্ত
  - পতিত
  - বিপ্রদাস
    - আতরমণি
    - গোলাপসুন্দরী
      - নিত্যানন্দ
        - রবীন্দ্র
    - পূর্ণ
      - ঊষা
  - তারা (কন্যা)
- স্বরূপ
  - প্রসন্নময়ী (বিবাহ হামিরপুরে পালেদের বাড়ী)

পতিত—বিবাহ বেড়ুগ্রামে। ইহার স্ত্রী দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠা; বিধবা হইয়া বহুকাল জীবিতা ছিলেন। ক্রিয়া কর্ম্মের সময় তিনি প্রসিদ্ধ রাঁধুনী। পূর্ণচন্দ্র জন্মের অত্যল্প কাল পরেই মাতৃহীন হইলে উহার জ্যেঠাইমাই পূর্ণর লালন করেন। পূর্ণ ইহাঁকেই মা বলিয়া জানিত। ইহার খুবই প্রতাপ ছিল। ও পাড়ার বড়গিন্নি বলিলে ইহাঁকেই বুঝাইত; পূর্ব্বপাড়ার বড়গিন্নি বলিলে নবকুমারের পত্নী ক্ষেত্রময়ীকে বুঝাইত।

বিপ্রদাস—বিবাহ মাসিলার মধুসূদন মণ্ডলের কন্যা সৌদামিনীর সহিত। ইনি গ্রামের মণ্ডল ছিলেন; দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রতিমা আনিয়া ৺মনসা পূজা করিতেন ও গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। মনসা দেবীর কিছু সম্পত্তিও করিয়াছেন।

কৃষিকার্য্যে অতিশয় নিপুণ। যেমন বলিষ্ঠ দেহ তদুপযুক্ত আহারেও বিশেষ পটু ছিলেন; নিমন্ত্রণে এক পণ পুরি খাইতে পারিতেন; একটা বড় গোটা কাঁঠাল একাসনে খাইয়া গোটাকতক বীচি চিবাইয়া খাইতেন। পনের যোলগণ্ডা তালবড়া জল খাবার হইত। ইনি কচ্ছপ খাইতে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

তারা—বিবাহ নায়েকপাড়ার মাঝিদের বাড়ী। চনাইয়ের মাতা তারার কন্যা। চনাইয়ের মাতার খুড়া নিমাই মাঝি; নিমাইয়ের পুত্র কেদার মাঝি।

আতরমণি—বিবাহ শালুনে গণেশ মণ্ডলের সহিত।

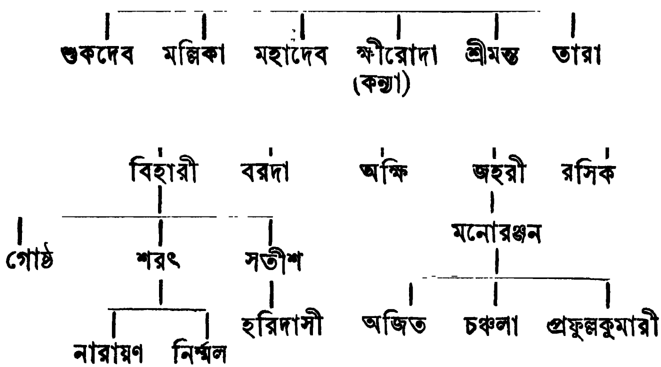
গোলাপ—বিবাহ শালুনে গণেশের ভ্রাতা উমেশের সহিত।

পূর্ণ—বিবাহ ভাষনার কৈলাস দালালের কন্যা যুগলকিশোরীর সহিত। পূর্ণ লেখাপড়া শিখিলেও স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিত। চাষে তাহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই মারা যায়। মৃত্যু অনুমান ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে। যুগলকিশোরী এখনও বর্ত্তমান।

ঊষা—বিবাহ আমডুলের জ্ঞানচন্দ্র পানের পুত্র ভোলানাথের সহিত। ঊষা মৃতা। দুইটী কন্যা বীণাপাণি ও শ্বেতবরণী।

নিত্যানন্দ—গৈতানপুরে বিবাহ ১ম পক্ষে। ২য় পক্ষে নাড়িচার সতীশ মণ্ডলের কন্যা কমলার সহিত। নিত্যানন্দ লেখাপড়া শিখিলেও চাকুরী করিতে বাহির হয় নাই। বিপ্রদাস যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইতেছে।

গণেশ খাঁ



শুকদেব—বলরামের বাড়ীর সরকার রূপে থাকিতেন। বলরামই ইহার অধিক বয়সে জুজুটীতে বিবাহ দেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই ইনিও মারা যান, পত্নীও মারা যান। ইহাঁরই ভিটা খরিদ করিয়া সূর্য্যনারায়ণ বৈঠকখানা বাটী করিয়াছেন। বলরাম একদিন নিজ বৈঠকখানায় সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শুক খুড়া গুড় গুড়ীর কেবল নলটীর উপর কলিকা বসাইয়া সম্মুখে ধরিলেন; নীচের রূপার হুঁকাটী নাই। "নীচের হুঁকা কৈগো, শুক খুড়া?" শুক খুড়া উত্তর করিলেন, "তিনি এলেন না"। নলটী ধরিয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং তলাটী উঠে নাই। এই কথা লইয়া সকলে বহুকাল রঙ্গরস করিতেন। শুকদেব অতি সরল ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন। খর্ব্বাকৃতি।

মল্লিকা—বিবাহ নাড়িচার নদেরচাঁদ ঘোষেদের বাটী। বাল-বিধবা। ইহাঁর যৎসামান্য টাকা মরিবার সময় কোন সৎকার্য্যের জন্য সূর্য্যনারায়ণের নিকট গচ্ছিত রাখেন। এই অর্থে সূর্য্যনারায়ণ

বহুবৎসর পরে চণ্ডীমাতার মন্দির সংলগ্ন তেঁতুলেগড়ের একটী ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

মহাদেব—১৭।১৮ বৎসরে মৃত্যু; বিবাহ হয় নাই। ইনি এত বয়স পর্য্যন্ত বিছানায় প্রস্রাব করিতেন। ইহাঁর সমবয়স্ক ৮।১০ জন বলরামের বৈঠকখানায় শয়ন করিতেন। ইনি এমন প্রস্রাব করিতেন যে, বিছানা ভেদ করিয়া নীচের মৃত্তিকা কাদা হইয়া যাইত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত "মহাদেব মুতেছ?"—"হুঁ" বলিয়া উত্তর দিতেন। খুব সরল প্রকৃতি ছিলেন। দেখিতেও মহাদেব—হুতুর-নাতুর দেহ।

ক্ষীরোদা—বিবাহ চৌৎপুরে; অল্প বয়সেই মৃতা।

তারা—বিবাহ টোট্‌পাড়ায়; বালবিধবা। খর্ব্বাকৃতি; বহুকাল বিহারীর বাড়ীতে থাকিয়া মৃতা।

বিহারী—মাসিলার আহ্লাদিনীর সহিত বিবাহ। ইনি শ্রীমন্তের প্রথম পক্ষের গর্ভজাত।

বরদা—বিধবা; যাত্রীসহ পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র তীর্থে গিয়াছিলেন; পথে বিসূচিকায় মৃতা। এক বৃক্ষতলে তাঁহাকে সামান্য মাত্র জল দিয়া সঙ্গীরা চলিয়া আসে। অতিশয় পরিশ্রমী। পায়ে হাঁটিয়া অতি দূরে ঠাকুর দেবতার স্থানে যাইতেন।

জহরী—বিবাহ শিলনার মণ্ডলদের বাড়ীর কন্যা গোলাপসুন্দরীর সহিত। ইহাঁর ভ্রাতা অবধৌত (গয়তানপুরের তারক পালের ভাগিনেয়) ডাক্তারী করিতেন। ইনি বিদেশে ডাকঘরে চাকুরী করিতেন। নানা শিল্প কার্য্যে নিপুণ; বিশেষতঃ সূচী কার্য্যে ইহাঁর অতিশয় পটুতা ছিল। বলরামের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেন; সে সময় গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সমবেত হইয়া রামায়ণ শুনিতেন। গৌরবর্ণ, দাঁত কিছু উঁচু।

রসিক—বিবাহ আতকড়ের হৃদয় ঘোষের কন্যা মানদার সহিত। কৃষিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন; অতিশয় পরিশ্রমী। বিহারী, মহেন্দ্র, হৃদয়, রসিক, প্রভৃতি যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিতেন, সকলেই স্ব স্ব কৃষিজাত কচু, বেগুন ইত্যাদি জালের থলিতে বাঁধিয়া শোলার তাড়ির সাহায্যে প্রবল দামোদর সন্তরণে পার হইতেন ও বারদুয়ারীতে পাইকারদিগকে বিক্রয় করিতেন। ফিরিবার সময় কাঞ্চননগরে বাজার করিয়া আনিতেন। অপুত্রক অবস্থায় মৃত। কয়েক বৎসর পরে মানদাও মৃত। গৌরবর্ণ, দাঁত উচু।

গোষ্ঠবিহারী—১২৷১৩ বৎসর বয়সে মৃত। উহার পিতা বড়-বাগানে কাঠ কাটিতেছিলেন, গোষ্ঠ মাথায় করিয়া বহিয়া বোঝা ঘরে ফেলিয়া আর ঘাড় সোজা করিতে পারিল না; লোকে বলিতে লাগিল "ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে"; উহাতেই মৃত্যু। প্রকৃত কথা ধনুষ্টঙ্কারে মৃত।

শরৎ—বিবাহ নপাড়ার রাখাল সরকারের কন্যা দেবদাসীর সহিত। কিছুদিন কৃষিকার্য্য করিয়া কলিকাতায় দুই ভ্রাতায় চাল, দাল, ঘৃত, ময়দা ইত্যাদির বিপুল ব্যবসা করে এবং বিশেষ লাভবান হয়। পরে দুই ভাই পৃথক ভাবে ব্যবসা করিয়াও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। গ্রহের ফেরে সব নষ্ট হয়। শরৎ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। এখন নপাড়ায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। ইহার সম্বন্ধী মদন সরকার বর্দ্ধমান মেডিকেল স্কুল হইতে পাস করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যে ব্রতী আছে।

সতীশ—বিবাহ চণ্ডীপুরে চণ্ডীচরণ মাঝির কন্যা রেণুবালার সহিত। অতিশয় পরিশ্রমী; ব্যবসা কার্য্যে অতি নিপুণ,—উপরে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে এখন সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিতেছে। গ্রামের দক্ষিণ বাঁকুড়া রাস্তার ধারে সামান্য দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহার কন্যা হরিদাসীর বিবাহ নপাড়ার বাবুরাম

সরকারের পুত্রের সহিত হইয়াছিল। হরিদাসীর নয় বৎসর বয়সে বিবাহ ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বৎসর না ঘুরিতেই বিধবা ! ইহার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য গ্রামের সকলেরই ইচ্ছা। এখন বয়স ১৫।১৬ বৎসর, সুন্দরী। হরিদাসী এখনও বিবাহ করিতে রাজী নয় বলিয়া গ্রামের লোক ক্ষান্ত আছেন। উহার পিতার ইচ্ছা শীঘ্র পুনর্ব্বিবাহ হয়।

নারায়ণ—মটরগাড়ীর কণ্ডাক্টার ও ড্রাইভারের কার্য্য শিখিয়া কলিকাতায় কার্য্য করিতেছে। বিশেষ পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র ; বেশ উপার্জ্জন করে ; সুশ্রী, এখনও বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই।

মনোরঞ্জন—গ্রামের স্কুলে মাইনর পাস করিয়া ঢাকায় সূর্য্য-নারায়ণের নিকট থাকিয়া কম্পাউণ্ডারী পাস করে। বহুদিন গ্রাণ্ডকর্ড্ লাইনে কোডার্মার দাতব্য চিকিৎসালয়ে কার্য্য করে। সেখানে বেশ উপার্জ্জন হইত। এই সামান্য চাকুরী হইতে দুইখানি পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। অদৃষ্ট ফেরে সে চাকুরী ছাড়িয়া এখন গয়ার নিকট কোন স্থানে কম্পাউণ্ডারী করিতেছে। বিবাহ নপাড়ার চন্দ্র সরকারের কন্যা সুরবালার সহিত। সুরবালার ভ্রাতা ফণীভূষণ সরকার শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাশ।

অজিত—তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক। ১৯৩০ সালে সাঁকারী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকিউলেশন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়েন্ কলেজে আই, এস্ সি, পড়িতেছে। কলিকাতার বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা ইহাকে মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে সাহায্য করিতেছে। সাঁকারী স্কুল হইতে প্রথম হইয়াছে বলিয়া মাসিক বৃত্তি পাওনা হইয়াছে।

চঞ্চলা—বিবাহ শিলনায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পুত্র নারায়ণ কুমারের সহিত।

প্রফুল্লকুমারী—অবিবাহিতা। বেশ লেখাপড়া শিখিতেছে ; ইংরাজীও কিঞ্চিৎ শিখিতেছে। শ্যামবর্ণা।

কুড়রাম খাঁ

- গোঁসাইমণি
  - শ্যামাচরণ সরকার (মাসিলা)
    - কৈলাস
      - ভূষণ
      - অমর
    - মহেশ
    - হিতলাল (ছোট)
- কন্যা (মাসিলার বনয়ারী ঘোষের ঠাকুরমা)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের অপর বংশ পরিচয়।

গ্রামের পূর্ব্বপাড়ার উত্তরে মণ্ডলদের বাড়ী। সম্ভবতঃ খাঁয়েদের দৌহিত্র সূত্রে এ গ্রামে বাস আরম্ভ।

দুলাল চন্দ্র মণ্ডল

- রামসুন্দর
- কেনারাম
  - পীতাম্বর
    - অক্ষয়কুমারী
    - লক্ষ্মী
    - রাখাল
      - রাধারাণী
        - বৈদ্যনাথ মজুমদার
    - মানদা
    - দুর্গাদাস
  - বিমলা
    - গোলাপ
    - শশী
    - মোক্ষদা
    - নিধুমণি

পীতাম্বর—বিবাহ নবগ্রামের রামধন মুন্সীর কন্যা পদ্মরাণীর সহিত। পদ্মরাণী লেখকের নিজ মাসতুতো ভগ্নী। ইনি মোহান্ত মহারাজের (অস্থলে) কাছারীতে কার্য্য করিতেন। বাড়ীর পূর্ব্বদিকের পুষ্করিণী ইনিই কাটাইয়াছেন। ইনি ছিপে মাছ ধরিতে ভাল বাসিতেন। জমী জমা অনেক করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারী—বিবাহ নপাড়ার বনমালী সরকারের সহিত। ইহার মৃত্যু হইলে, বনমালী পুনরায় **নিধুমণিকে** বিবাহ করে। নিধুমণির এক পুত্র হইয়াছিল, নাম প্রকাশ। প্রকাশ ৯।১০ বৎসর বয়সে মৃত। অল্প দিন পরেই বিধবা হয়। মুচিপাড়ার উত্তর একটী বিস্তৃত বাগান নিধুমণি দান করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিল। শৃগাল দষ্ট হইয়া মৃতা।

লক্ষ্মীমণির—বিবাহ গৈতানপুরের তারক পালের সহিত। তারক পাল ডাক্তারী করিত। মধ্যে যাত্রার দলও বাঁধিয়াছিল। কলেরায় মৃত্যু। লক্ষ্মীমণি পাকপ্রণালীতে নিপুণা। তাহার ন্যায় সুস্বাদু রন্ধন অল্প লোকেই করিতে পারিত। বন্ধ্যা ও মৃতা।

রাখাল—বিবাহ রাঘবপুরের দুয়ারী মণ্ডলের (দ্বারকানাথ) কন্যা ফুলকুমারীর সহিত। কিছু দিন পূর্ণিয়া ও দুমকার ডাকঘরে কাজ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। পৈতৃক বিষয়ে সচ্ছলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। অতিশয় সাহসী, পরোপকারী ও আমোদপ্রিয় ছিল।

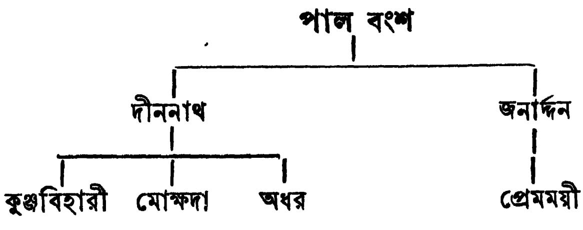
মানদা—বিবাহ বেলকাশের সারদাপালের সহিত। অপুত্রক অবস্থায় মৃতা।

দুর্গাদাস—বিবাহ সগড়াই যোগেন্দ্র পাঁজার কন্যা নৃত্যকালীর সহিত। বহরমপুর কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া এফ, এ, পড়িবার সময় যক্ষ্মা রোগে অপুত্রক অবস্থায় মৃত। অতিশয় সাহসী ও মেধাবী। কলেজের জিম্‌নাষ্টিকে মেডেল পাইয়াছিল। বহরমপুরে, ইহার মাতুল নবগ্রামের মনোমোহন ঘোষের বাসায় থাকিত।

গোলাপ—বিবাহ মাসিলার ব্রজ মণ্ডলের সহিত। অপুত্রক অবস্থায় মৃতা।

রাধারাণী—বিবাহ উঁয়াঁড়ী গিরীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সহিত। নারায়ণচন্দ্র সসঙ্গা স্কুলের মাষ্টার ও পোষ্টাফিসের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। পোষ্টাফিসের টাকার গোলমাল হওয়াতে পীড়িত অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় আপনার গলায় ছুরি লাগায়। হাঁসপাতালে গিয়া মৃত্যু।

বৈদ্যনাথ মজুমদার—অতি সচ্চরিত্র ও পরোপকারী সাহসী বালক। বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু ও কার্য্যক্ষম। কিছুদিন বিনয়কৃষ্ণর অধীনে অণ্ডালে চাকুরী করিয়াছিল; এখন বস্ সিণ্ডিকেটের ইন্স্‌পেক্টার। বিবাহ নবগ্রামে গোষ্ঠবিহারী ঘোষের কন্যা সুরবালার সহিত।



বৈদ্যনাথের গোয়াল ঘরের ও বিশ্বেশ্বরের খরিদা ভিটার উত্তর, মনসাতলার রাস্তার দক্ষিণ পালেদের ভিটা ও পুষ্করিণী। কুঞ্জবিহারী অপুত্রক অবস্থায় মৃত। অধর বিবাহের পূর্ব্বে মৃত। অধর ডাঙ্‌পিটে ছেলে ছিল। মরিবার সময় 'হত্তোমারে' বলিয়া একটা ঠ্যাং ছুড়িয়া দিল ও মরিয়া গেল। দীননাথ পালের কন্যার বিবাহ আমড়ুলের কল্পনায়েকের সহিত। উহার এক বিধবা কন্যা বর্ত্তমান।

ঐ ভিটার দক্ষিণাংশ জনার্দ্দন পালের। ইহার বিবাহ ভাষনার মধুসূদন দালালের কন্যা সুখময়ীর সহিত। সুখময়ী লেখকের মঙ্গলা-পিসির কন্যা। প্রেমময়ী অবিবাহিতা মৃতা।

দীননাথ পাল গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি; জনার্দ্দন শ্যামবর্ণ খর্ব্বাকৃতি ও মোটাসোঁটা। উভয়েই কৃষিকার্য্য করিতেন।

পালেদের ভিটার আরও উত্তর একটা ডাঙ্গার উপর হরিদাস ঘোষ বাস করিত। ইনি ক্ষেপা ছিলেন। লাঙ্গল ধরিতে ধরিতে অতি উচ্চৈঃস্বরে অতি কুৎসিৎ অশ্লীল ভাষায় ভগবানকে গালি দিতেন। তাঁহার গালিগুলি লেখকের মনে আছে, কিন্তু লেখা যায় না; শরীর বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া তাঁহার গালাগালী চলিত। কখন কখন জজ ও বলরামের নিকট আসিয়া ভগবানকে চিঠি লিখাইয়া লইতেন এবং উত্তর আসিয়াছে কি না মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম বিধুমুখী। দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠা কন্যা অধিক বয়স্কা হইলেও বিবাহ দিতে নারাজ। যে বিবাহের কথা বলিতে যাইত, তাহাকেই কাটারী লইয়া কাটিতে যাইতেন। অবশেষে গোপনে মাসিলার বলাই মণ্ডলের সহিত দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ দেওয়া হয়। সন্তানাদি হয় নাই। ছোট কন্যা লক্ষ্মীর বিবাহ উয়াঁড়ীর ভূতনাথ সানার সহিত। ইহার পুত্র কন্যা আছে। লেখকের মাতার সহিত বিধুমুখীর গঙ্গাজল পাতান ছিল। হরিদাস কখন কাহারও সাহায্য লইতে চাহিতেন না। মাঠ হইতে ধান আটির বোঝা আনিবার সময়, যে পরিমাণ স্বয়ং তুলিতে পারিতেন, সেই পরিমাণে বোঝা বাঁধিতেন। লাঙ্গল যোয়ালের অনেক অংশ নিজেই করিয়া লইতেন। আবশ্যক হইলে কখন কখন লাঙ্গলের লোহার ফালও পোড়াইয়া পিটাইয়া লইতেন। বিধুমুখী মধ্যে মধ্যে দুই একসের গব্যঘৃত প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। হরিদাস সন্ধান পাইলেই ভিটার দক্ষিণে বেলতলায় ঐ ঘৃত লইয়া স্বয়ং হোম করিতেন ও বেলপাতা

পোড়াইতেন। সারা রাত্রি হোম করিয়া সমুদয় ঘৃত শেষ করিয়া ফেলিতেন। কিংবদন্তি ঐ বেলগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করেন।

নিরঞ্জন ঘোষ (কাশ্যপ গোত্র, আদিবাস নবগ্রাম)

- রমাকান্ত
  - গদাধর
  - মাধব
    - জগদীশ
      - চারু
      - শিব
      - রামচন্দ্র
      - উমাপদ
    - সতীশ
      - কমলা
      - প্রয়াগ
      - অন্নপূর্ণা
      - বিশ্বনাথ
      - কাত্যায়নী
    - পূর্ণচন্দ্র
    - জ্ঞানচন্দ্র
    - হরেকৃষ্ণ

গদাধর—বিশেষ শিক্ষিত ডাক্তার হইয়াছিলেন। ইহাঁর বিবাহ নায়েকপাড়ার যোগীন্দ্র নায়েকের দিদি বিমলার সহিত। দুঃখের বিষয় গদাধর ২৫।২৬ বৎসর বয়সেই দেহ রক্ষা করেন। বিমলা গৌরাঙ্গী ও সুন্দরী; বিধবা হইয়া বহুকাল জীবিতা ছিলেন; অতিশয় বুদ্ধিমতী। সূর্য্যনারায়ণের বাড়ী নির্ম্মিত হইবার সময় ইনি বিশেষ তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ক্রিয়া কর্ম্মে একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মঠ রাঁধুনী ছিলেন। যোগীন্দ্রর বাড়ীতেই বহুকাল বাস করিয়া দেহ রক্ষা করেন।

মাধব—বাল্যে পীতাম্বর মণ্ডলের বাড়ীতে পালিত। অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে ইনিই প্রথম এণ্ট্রেন্স পাস। ইহাঁদের আদিবাস নবগ্রামে, রামধন মুন্সীদের জ্ঞাতি। প্রথমে একটী পূর্ব্বদ্বারী মাটীর ঘর করিয়াছিলেন। পরে পশ্চিমে চলিয়া যান। ঐ ঘরে কিছুদিন স্কুল হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গার সন্নিকটে কোন স্কুলে হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তথায় সপরিবারে বাস করিতেন। বহুকাল পরে দেশে

আসেন। গ্রামের অল্প লোকেই ইহাঁদিগকে চিনিতে পারিয়াছিল। মাটির ঘরের উত্তরে খানিক স্থান লইয়া একটী বৃহৎ পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানে বলরাম দিগরের কতক পতিত জমি ছিল; ঐ জমি উহাঁকে দান করা হয়। কিন্তু মাটী ভরাট করাতে প্রায় একতলা দালান পোঁতা যায়। ইনি বিশেষ সাহসী, বিচক্ষণ ও বিদ্বান্ ছিলেন। মাষ্টার ছিলেন বলিয়া নিকটে গেলেই পাঠ জিজ্ঞাসা করিতেন, এজন্য আমরা প্রায়ই "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" করিতাম। বলরামের সহিত ইহাঁর বিশেষ প্রণয় ছিল। বিবাহ পাল্লার গয়ারাম ঘোষের কন্যা বিরাজ-মোহিনীর সহিত। মাধব ৫৬ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। বিরাজমোহিনী পরে প্রায় বিশ বৎসর জীবিতা ছিলেন; ইনি প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। শেষ বয়সে রোগে শোকে জীর্ণা হইয়াছিলেন। বাড়ীতে যত্ন লইবার কেহ ছিল না বলিয়া শেষ অবস্থায় সতীশ পশ্চিমে নিজ কর্ম্মস্থলে লইয়া যায়, সেই স্থানেই দেহ রক্ষা করেন। লেখকের খুড়ীমা হইতেন, লেখককে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

জগদীশ—ও অপর পুত্রদের সকলেরই জন্ম পশ্চিমে। সুতরাং সকলেই বেশ বলিষ্ঠ ও সাহসী। জগদীশ এণ্ট্রান্স পাস করিয়া এফ্, এ, অনুত্তীর্ণ হয়। কিছুদিন পোষ্টাফিসে চাকুরী করিতে করিতে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় চাকুরী ছাড়িতে হয়। কয়েক বৎসর নানা চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ করে। বর্দ্ধমানের মিউনিসিপ্যাল্ স্কুলে ও পরে গ্রামের স্কুলের শিক্ষক হয়। জগদীশ সরল প্রকৃতির লোক ছিল; প্যাঁচের কথা কিছুই বুঝিত না। বিশ্বেশ্বরকে অতিশয় ভক্তি করিত, বিশ্বেশ্বরও ইহাকে অতিশয় স্নেহ করিত। প্রথম বিবাহ বাদ্লার নন্দলাল হালদারের কন্যা লীলাবতীর সহিত; ইহার পুত্র কন্যা কেহ জীবিত নাই, শিবকৃষ্ণ শৃগাল দষ্ট্র হইয়া মৃত। সর্ব্বশেষে রামচন্দ্র সম্প্রতি মৃত।

দ্বিতীয় বিবাহ ঘরকুড়ার যুগল মণ্ডলের কন্যা রাণীবালার সহিত; এক পুত্র উমাপদ ও এক কন্যা কৃষ্ণাবালা। কৃষ্ণাবালার বিবাহ চণ্ডীপুরে ভূষণ মাঝির পুত্র কুন্দলালের সহিত। জগদীশ ৩।৪ বৎসর হইল মৃত; স্ত্রীও মৃতা।

সতীশ—বাল্যে পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন গ্রামের স্কুলে শিক্ষা করে; পরে পশ্চিমে গিয়া এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটী হইতে এণ্ট্রেন্স্ পাস করে। পিতৃবন্ধু এলাহাবাদের এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ইহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; তাঁহার নিকট কয়েক বৎসর নানা কার্য্যে অতিবাহিত করে; জীবনের পন্থার নির্ণয় হয় নাই। শেষে পোষ্টাফিসে প্রবেশ করে। ইউ, পি,র নানা স্থানে কার্য্য করিয়া এখন ফিরোজাবাদের সব পোষ্ট মাষ্টার, বেতন প্রায় দুইশত টাকা। সরল প্রকৃতি, উদার, ও পরোপকারী; সকলের সহিত সদ্ভাব, সুতরাং লোকপ্রিয়। বিশ্বেশ্বরকে আন্তরিক ভক্তি করে; বিশ্বেশ্বর ও ইহাকে অতিশয় ভালবাসে। মাসিলার হিতলাল সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা জ্ঞানদার সহিত বিবাহ। ইহার বড় মেয়ে কমলার বিবাহ ফকিরপুরে যতীন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র কালীকিঙ্করের সহিত। দুঃখের বিষয়, কালীকিঙ্কর অল্প বয়সেই মৃত। অন্নপূর্ণার বিবাহ মাড়ো গ্রামে সারদাপ্রসাদ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র হরিপদর সহিত। বিশ্বনাথ এ বৎসর এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটীতে ম্যাট্রিকিউলেসন্ পড়িতেছে। কাত্যায়নীর এখনও বিবাহ হয় নাই। সতীশের জন্ম ১২৮২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ।

পূর্ণচন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্র ও হরেকৃষ্ণ বাল্যে মৃত।

কালমাগী।

অপর একটী সামান্য বংশ রঘুনাথের ভিটার উত্তরার্দ্ধে বাস করিত। একটী হৃষ্টপুষ্টা নাতিদীর্ঘা বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি; তাঁহার নাম স্মরণ হয় না; লোকে তাঁহাকে "কালমাগী" বলিয়া জানিত। তিনি অতি বৃদ্ধা হইয়া মৃতা। মনে পড়ে, একবার প্রায় মরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল; আবার বাঁচিয়া উঠেন। লোকে বলিতে লাগিল "এখনও মাগীর চাল আছে, মরিবে কেন?" প্রাতে প্রকৃতই মস্তকের নিকট বিছানার নিম্নে চাল দেখিয়াছিলাম। তখন আমি অতি শিশু, ভাবিলাম বুঝি সত্যই ভগবান উহার চাল ফেরত দিয়াছে। সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। এখন বুঝিতেছি দৈবক্রমে কোনরূপে গোটাকতক চাল সেইস্থানে পড়িয়াছিল।

কালমাগীর এক কন্যা ছিল, নাম বিমলা। বিমলাও কাল। উহার বিবাহ হইয়াছিল পলিম্‌পুরের নারায়ণচন্দ্র ঘোষের সহিত। নারায়ণ ঘোষ ঘর-জামাইয়ে ছিলেন এবং লাঙ্গল বাঁধিয়া চাস করিতেন। নারায়ণ ঘোষের দুই কন্যা, কুমুদিনী ও ফুলকুমারী। নারায়ণ ঘোষও কাল, উহার কন্যাগণও কাল—সব কাল। কুমুদিনী বিধবা হইয়া বহুকাল পিত্রালয়েই ছিলেন। ফুলকুমারীর বিবাহ ইদিলপুরে বাঁধের অতি সন্নিকট; ইহাঁর দুই পুত্র—ভূপতি ও পশুপতি। ভূপতির বিবাহ পাত্র-সায়ের বেণীমাধব ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত। এই কন্যা বিশ্বেশ্বরের জামাতা প্রভাকরের জেঠতুতা ভগ্নী, কাঁকুনার ফণীভূষণের ছোট মাসী। বিমলা গ্রাম সম্পর্কে বিশ্বেশ্বরের ঠাকুর-মা হইতেন।

কালমাগীর ঘর ভিটা রঘুনাথ খরিদ করিয়া নিজ ভিটার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কয়েকটী বিশিষ্ট আত্মীয় বংশ।

নবগ্রামের মুন্সী বংশ। কাশ্যপ গোত্র।

নবগ্রাম—নামটীই গ্রামের অভিনবত্ব প্রকাশ করিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। বর্ত্তমান দামোদর নদের সন্নিকটে গ্রামটী অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বেই একটী জল প্রণালী আছে। ক্রমশঃ উহা মৃত্তিকা ও বালুকাপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। বর্ষাকালে উহাতে জল-স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। দামোদর নদের স্রোত চিরপরিবর্ত্তনশীল। এই অব্যবস্থিততায় উত্যক্ত হইয়া তীরস্থ কোন গ্রামের বাসিন্দাগণ বর্ত্তমান নবগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, কারণ স্থানটী উচ্চ। এখনও প্রবল বন্যা হইলে গ্রামবাসিগণ পলাই পলাই ডাক ছাড়ে। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র—মুষ্টিমেয় লোকের বাস। সানিঘাটগোলা নামক গ্রাম ইহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে। পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল। খণ্ডঘোষ গণ্ডগ্রাম নবগ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণে। নবগ্রামে দুই ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। তদ্ভিন্ন সমস্ত সদ্‌গোপ। ভদ্র পল্লীর সামান্য দূরে মেটেদের বাস।

রামধন—এই গ্রামটী সানিঘাটের তেওয়ারী মহাশয়দের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামধন মুন্সী ছিলেন তাহাদের দক্ষিণ হস্ত। সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। জমীদারী সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ আর কেহ সে সময়ে এ অঞ্চলে ছিলেন না। তিনি বহুদিন তেওয়ারী মহাশয়দের জমিদারী রক্ষা করিয়াছিলেন। সভতা, বিদ্যাবত্তা, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার ছিলেন বলিয়া তিনি মুন্সী উপাধি

লাভ করিয়াছিলেন। দেবে ও ভূদেবে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। বিপ্রপাদোদক গ্রহণ না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। বাটীর সন্নিকটে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। একটী শালগ্রাম শিলা স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময় সৈন্য চলাচলের নিমিত্ত এই স্থান দিয়া একটী রাস্তা ছিল। সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য তৎকালে এক দীর্ঘিকা ছিল। উহা লস্করদীঘী নামে অভিহিত হইত। দীঘীটী কালক্রমে চতুর্দ্দিকস্থ ভূমির প্রায় সমতল হইয়াছিল। রামধন উহা জমিদারের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লন ও বহু ব্যয়ে পঙ্কোদ্ধার করান। ইহাতে লোকের জলকষ্ট নিবারণ হয় ও কৃষি কার্য্যেরও বিশেষ সুবিধা হয়। তাঁহার আতিথেয়তা অসামান্য ছিল। কোন অতিথি সময়ে বা অসময়ে বিমুখ হয় নাই। গ্রামে কাহারও বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে তাহাকে নিজালয়ে আনিয়া ভোজন করাইতেন। অতি সামান্য বেশে থাকিতেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। প্রাচীনতার তিনি একটী আদর্শ ছিলেন। রামধন রত্নের যে কুলে উদ্ভব তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের মনোবৃত্তি কেবল বৈশ্যের বৃত্তি কৃষিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহারা মসীর ব্যবহারেও নিপুণ ছিলেন। কীট দষ্ট হস্ত লিখিত রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রকাশ পায় যে, তাঁহাদের হৃদয় তৎকালীন জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত ছিল। হায়! সেই অমূল্য প্রাচীন গ্রন্থরাজি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে! বিবাহ রূপসার রামকানাই মণ্ডলের কন্যা দ্রৌপদীর সহিত। রন্ধনে তিনি পাণ্ডবদের দ্রৌপদীর সদৃশী ছিলেন। অতিথি সৎকারে স্বামীর মতানু-সারিণী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোরের মৃত্যুতে অতিশয় শোক জর্জ্জরিতা হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি ইতিবৃত্ত লেখক বিশ্বেশ্বরের মাসী মা। রামধন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন।

গণেশ—ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বহুকাল রাণীগঞ্জ ও কাটোয়া আদালতের নাজীর ও সেরেস্তাদার ছিলেন; পেন্‌সন্ লইয়া কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। ইনি অতিশয় সজ্জন, লোকপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। ইহাঁর রহস্যের কথা অনেক জানি; কতকগুলি সামান্য আদিরস মিশ্রিত; আমি ছোট ভাই তাহা বলিব না। অপর দুই একটী বলিতেছি। পেন্‌সন্ লইবার পর একদিন আমাদের বাড়ীতে আসেন; আমি বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম; আসিবামাত্র প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন আছেন?" উত্তর দিলেন "আর ভাই, কেমন,—পুরাণ জুতায় তালী দিয়ে য'দিন যায়।" পা ধোবার জল দিলাম; পা ধুইয়া বসিবামাত্র আমি কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে যাইতেছি, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "ব'স, ভাই, ব'স,—তামাক সাজ্‌তে হবে না,—ও সব ইতি-সন-তারিখ দিয়েচি।" ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমারের বিবাহ নায়েকপাড়ায়; কাঠগোলার দামোদর তীর হইতে দুই মাইল পশ্চিমে। প্রসন্নর পাসা খেলায় বড় ঝোঁক; তখন আবার পঠদ্দশায়। কাটোয়া হইতে বাড়ী আসিবার পথে গণেশ দাদা আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত; কেহ জিজ্ঞাসা করিল "ছেলে পিলে সব ভাল?" উত্তর করিলেন "আর ভাল,—পেস্‌নাটার আর কিছু লেখা পড়া হ'ল না;—নদীটি পার হ'য়ে যেমন তীরে উঠেচি অমনি কানে গেল—'পহো বার তের,'—আমি চমকে উঠ্‌লাম। তখনই মনে হ'ল, ভয়ের কারণ নাই, এ আর কেউ নয়, এ প্রসন্ন বাবাজীর নায়েকপাড়া হইতে 'পহো বার তের'।" ইনি বলরাম অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। সম্পূর্ণ পিতৃগুণ পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর সময় বয়স আন্দাজ ৭০ বৎসর।

মনোমোহন—সম্ভবতঃ বলরাম যখন বহরমপুরে তখন ঐ কলেজ হইতে এফ্, এ, পাস করিয়া বহরমপুর কলেক্টারীর একাউণ্টেণ্ট্

হইয়া বহুকাল চাকরী করিয়াছিলেন। ইহাঁরই বাসায় থাকিয়া রজনীনাথ ও প্রসন্ন উক্ত কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স ও এফ, এ, পাস করে। পরে বিশ্বেশ্বর ও দুর্গাদাস ইহাঁরই বাসায় থাকিয়া এণ্ট্রেন্স পাস করে। ইনি অতি কোমল প্রকৃতি ছিলেন; কখন বালক বালিকা বা চাকর চাকরাণীকে কঠোর কথা বলিতে জানিতেন না। অল্পভাষী অথচ রহস্যপ্রিয়। ইহাঁর এক বন্ধু অম্বিকা সরকার হৃষ্টপুষ্ট ও মিস্‌মিসে কাল। তাঁহাকে একদিন বলিলেন "ভাই, তুমি আয়নাতে মুখ দেখিতে পাও? ছায়া প'ড়ে আয়নাটা আঁধার হ'য়ে যায় না?"

বহরমপুরের যত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত ইহাঁর পরিচয় ছিল। কাসিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীতে বৎসরে ২।৩ বার নিমন্ত্রণ হইত। স্বর্ণময়ীর নিয়ম ছিল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই সহর হইতে যাইলে ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া পাইবেন। আমরা অনেকবার নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেরূপ উপাদেয় ভোজন আর কোথাও খাই নাই; রাজবাড়ীরই উপযুক্ত বটে। মনোমোহন নিজে কখন নিমন্ত্রণে যাইতেন না। তাঁহার অর্শ পীড়া ছিল; নানা প্রতীকারেও ভাল হয় নাই; অথচ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন; মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল; অথচ শেষ বয়স পর্য্যন্ত অথর্ব্ব হন নাই। পেন্‌সন্ লইয়া বহুকাল দেশে বাস করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। একটী পাকা বসত বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও গ্রামের দক্ষিণে একটী পুষ্করিণী (বাড়ুই আড়া) খনন করাইয়াছেন। প্রথম পক্ষে কাঁকুনার হরিচরণের কন্যা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। সন্তানাদির বিবরণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় পক্ষে রূপসার বিনোদমোহন রায়ের কন্যা মন্দাকিনীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে অনেকগুলি পুত্র কন্যা হয়। প্রথমা কন্যার বিবাহ বোলপুরে, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার বিবাহ কুনায়, চতুর্থার বিবাহ মাসিলায় ও কনিষ্ঠার নায়কপাড়ায়।

৮০ বৎসর বয়সে ফটো। স্বর্গারোহণ ৮২ বৎসর বয়সে



স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ।

অন্নদাময়ী—বিবাহ নায়েকপাড়ার শ্যামাচরণ নায়েকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথের সহিত; ইনি পুরুলিয়ার সন্নিকট ঝালদে নামক স্থানে চাকুরী করিতেন। ইহাঁর এক পুত্র হইয়াছিল, পুত্রটী অতিরিক্ত মোটা হইয়াছিল ও চলচ্ছক্তি রহিত থাকিয়া—১১।১২ বৎসর বয়সে মৃত। ক্ষেত্রনাথও অল্প বয়সেই মৃত। অন্নদা এখন ভ্রাতা প্রসন্নর বাড়ীতেই বাস করিতেছে; বয়স প্রায় ৭৬ বৎসর। বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে।

প্রসন্ন—রজনী যখন এম্, এ, পড়ে, প্রসন্নও সেই সময় বি, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতায় রজনীর সহিত একত্র মেসে থাকে। দুঃখের বিষয় বি, এ, অনুত্তীর্ণ হইয়া লালগোলার রাজার স্কুলে হেড্ মাষ্টার হয়, বেতন ৭০৲ টাকা। এণ্ট্রেন্স স্কুলটী মাইনর হওয়ায় এ চাকুরী ছাড়িতে হয়। প্রতিজ্ঞা করিল আর জীবনে প্রাইভেট্ সার্ব্বিস্ করিবে না। পুর্ণীয়ার পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ প্রায় এক বৎসর বিনা বেতনে রাখিয়া পনের টাকা বেতনের পেড্ এপ্রেণ্টিস্ করিয়া দেন। প্রাইভেট সার্ভিসে এত ধিক্কার হইয়াছিল যে, ৭০৲ টাকা বেতন ছাড়িয়া ১৫৲ টাকায় প্রবেশ! যাই হউক পরে ভালই হইল; ক্রমে উন্নতি হইয়া, ও বেহারের নানাস্থানে কার্য্য করিয়া শেষে প্রায় দুইশত টাকা বেতনের চাকুরী করে। এখন ৮৮৲ টাকা পেন্‌সন্ লইয়া দেশে বাস করিতেছে। প্রসন্নও অতি সরল ও উদার প্রকৃতি, সুতরাং লোকপ্রিয়। যৌবনে সুন্দর সুপুরুষ ছিল। রজনীর সহিত ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল। কৃষিকার্য্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। জীবনের প্রথমাংশ কাঁকুনায় বা নায়েকপাড়ায় অতিবাহিত করিয়াছে। প্রথম বিবাহ নায়েকপাড়ায় কুঞ্জবিহারী নায়েকের কন্যা শরৎকুমারীর সহিত। দ্বিতীয় বিবাহ পুরুলিয়া জেলার ভাঙ্গাবাঁধ গ্রামের রাখালচন্দ্র ভাণ্ডারীর কন্যা অপরূপসুন্দরীর সহিত। রজনীর থিয়েটারে একজন প্রধান এক্টার। একবার প্রশ্ন হইয়াছিল "তোমরা কয় ভাই?" প্রসন্ন উত্তর করিল,

"থাম হিসাব করি।" দুইটী কূপ খনন করাইয়াছে; স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, সুস্বাদু জল ব্যবহার করিয়া লোকে মেলেরিয়া হইতে অনেক রক্ষা পাইয়াছে। দাতব্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিয়া দেশের পরম হিতসাধন করিতেছে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে পৈতৃক বিষয়ের অংশ ছাড়িয়া দিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। প্রসন্নর বয়স আন্দাজ ৬৬ বৎসর হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ—বি, এন্, রেলের কর্ম্মচারী। বিবাহ শালুনের হিতলাল মণ্ডলের কন্যা পঞ্চাননীর সহিত। শুকলাল মণ্ডল ইহার খুড় শ্বশুর। হিতলাল বর্দ্ধমান জজ আদালতের হেড্ কপিইষ্ট্ ছিলেন।

পশুপতি—বি, এল্, পাস করিয়া এখন কুল্‌টী উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। শিক্ষকতায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। বিবাহ বিজপুরে নৃত্যগোপাল সরকারের কন্যা পঞ্চাননীর সহিত। মাসিলার বনমালী মণ্ডলের কন্যা (চণ্ডীচরণের ভগ্নী) দক্ষবালা ইহার শাশুড়ী।

রুদ্রনাথ—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম, বি, পাস করিয়া এখন বর্দ্ধমানে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছে। বিবাহ বর্দ্ধমানের বিখ্যাত ডাক্তার মৃগেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা কমলার সহিত। মৃগেন্দ্র নায়েক-পাড়ার কুঞ্জবিহারী নায়েকের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে।

এই বংশের প্রসিদ্ধ সকলেই আমার বড় মাসীমাতা দ্রৌপদীর বংশ। ইহাঁদের সহিত আমাদের পরস্পর ভক্তি ও স্নেহ সতত বিদ্যমান।

জন্ম তারিখ শকাব্দা—১৭৮৭।২।২৫ ; ৬৭ বৎসর বয়সে ফটো



শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঘোষ

নবগ্রামের মুন্সীবংশ তালিকা (কাশ্যপ গোত্র)

- মুরলীধর ঘোষ (কাশ্যপ গোত্র)
  - কানুরাম পত্নী ভুবনেশ্বরী
    - গুরুচরণ পত্নী প্যারীমণি
      - রামধন মুন্সী পত্নী দ্রৌপদী
        - গণেশ পত্নী (১) সুমিত্রা (২) শশিমুখী
          - শশিমুখী গর্ভজাত
            - ভূষণ পত্নী সরোজিনী
              - কৃষ্ণদাস
              - সুবল
            - রাসবিহারী অপুত্রক
            - অবিনাশ পত্নী সুশীলা সুন্দরী
              - অশ্বিনীকুমার
              - অজিত
              - শিবরাণী
              - নলিনবিহারী
            - জ্যোতিষ অপুত্রক পত্নী রতিবালা
            - সতীশ পত্নী রাধারাণী
              - চণ্ডীদাসী
              - মৃত্যুঞ্জয়
            - নৃত্যগোপাল অপুত্রক
            - দ্বিজপদ
              - ক্ষুদুমণি
              - শিশুপুত্র
            - রাধারাণী
        - কার্ত্তিক পত্নী কৃতার্থ অপুত্রক
        - পদ্মরাণী
        - মনোমোহন পত্নী (১) লক্ষ্মীপ্রিয়া (২) মন্দাকিনী
        - ব্রজকিশোর পত্নী (১) হৃৎকুমারী (২) ত্রৈলোক্যতারিণী অপুত্রক

সুমিত্রা গর্ভজাত

অন্নদাময়ী | প্রসন্নকুমার

পত্নী (১) শরৎকুমারী

(২) অপরূপসুন্দরী

শরৎকুমারী গর্ভজাত — করালী (কন্যা) শ্রীপতি পত্নী গৌরীবালা

অপরূপসুন্দরী গর্ভজাত — উমাশশী কৃষ্ণবালা হেলনসুন্দরী নীরদবরণ তড়িৎবরণ

গর্ভজাত — তারাসুন্দরী শিশুপুত্র

শ্রীপতি পত্নী গৌরীবালা — সুধাংশু আশুতোষ শতদলবাসিনী বীণাপাণি মদনমোহন চম্পকবরণী

মনোমোহন

লক্ষ্মীপ্রিয়া গর্ভজাত — জ্ঞানদাসুন্দরী বৈদ্যনাথ ননীবালা নির্ম্মলা

মন্দাকিনী গর্ভজাত — পশুপতি B.A., B.L. উর্ম্মিলা রুদ্রনাথ M.B. চারুশীলা সরলা অমলা

বৈদ্যনাথ পত্নী পঞ্চাননী — মৃণালিনী বুড় রাণী পীযূষকান্তি নন্দরাণী

পশুপতি পত্নী পঞ্চাননী — দুর্গা কন্যা বিনয় অমিয় বেলারাণী নীহার সরোজ

রুদ্রনাথ পত্নী কমলা

উপরের অধিকাংশ পরিচয় প্রসন্নকুমার প্রদত্ত। অপর কয়েকটী বিষয় তাহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আমার দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ী ভাগাবান্দ গ্রামে। মানভূম (পুরুলিয়া) জেলায়। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উর্ম্মা ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে। থানা বরাবাজার, পোষ্টাফিস রাঙ্গডি। আমার শ্বশুরের নাম রাখালচন্দ্র ভাণ্ডারী। তাঁহার আর দুই ভাই আছেন। তাঁহাদের নাম (১) ব্রজলাল ভাণ্ডারী, (২) আশুতোষ ভাণ্ডারী। তাঁহাদের পিতা ৺ নবকুমার ভাণ্ডারী ভাগাবান্দে ব্যবসায় উপলক্ষে আসিয়া তথায় বসবাস করেন। ইহাঁদের আদিবাস বাঁকুড়া জেলার কতুলপুরের নিকট পিরিতচক গ্রামে। ভাগাবান্দে জমীদারি আছে। আতিথেয়তা ইহাদের প্রধান গুণ। সময় অসময় অভ্যাগত-দিগের সেবা লইয়া থাকেন। নীরদবরণ দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

"আমার পিতৃব্য কার্ত্তিকচন্দ্র সেকালের বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিতেন। গোলা গ্রামে আট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেবের নীলকুঠী ছিল, এখনও ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ নীলকুঠীর কর্ম্মচারী ছিলেন।

"কনিষ্ঠ খুল্লতাত ব্রজকিশোর বহরমপুর কলিজিয়েট্‌ স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স্‌ পাস করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ইউনিভার্সিটী সার্টিফিকেট্‌ দেখিয়াছি। বহরমপুর কলেজে ক্যালেণ্ডারে তাঁহার নাম দেখিয়াছি। নামের পার্শ্বে পেন্সিলে কেহ 'dead' লিখিয়া রাখিয়াছে। ব্যায়ামেতেও বেশ নিপুণতা ছিল। পূর্ব্বে ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ হইবার জন্য ridingএর দক্ষতা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি অশ্বারোহণে বিশেষ দক্ষতা-লাভ করিয়াছিলেন। তখন বহরমপুর কলেজে ঘোড়া রাখা হইত। একটা দুরন্ত ঘোড়া ছিল, কেহ চড়িতে পারিত না। খুড়া মহাশয় অবলীলাক্রমে তাহাতে চড়িতেন। যখন এফ্‌, এ, পড়িতেছিলেন সেই সময় লীলা শেষ করেন। পিতামহ পিতামহী তখন জীবিত ছিলেন।

তাঁহাদের করুণ ক্রন্দন এখনও আমার চক্ষের সামনে দৃষ্ট হইতেছে। লিখিতে লিখিতে আমার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া অধিক লিখিয়া ফেলিলাম।

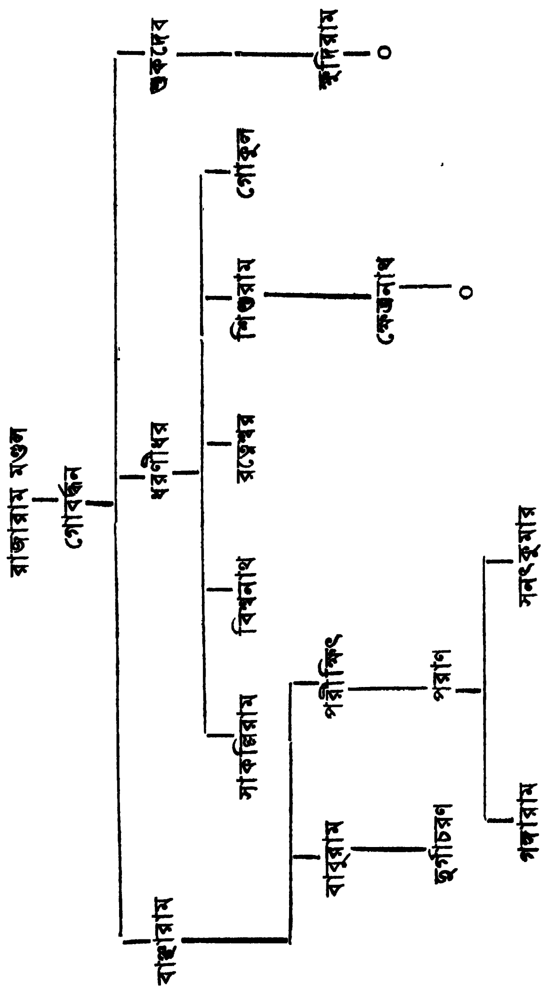
"আমার গর্ভধারিণীর পিত্রালয় ছিল বীজপুরে। মাতামহের নাম ৺ কালীচরণ মণ্ডল। তাঁহার আর সন্তান ছিল না। বিমাতার পিত্রালয় রূপসা গ্রামে; উকীল মুনীন্দ্র মণ্ডলের বংশে। বিমাতার পিতা ৺ সনাতন মণ্ডল। আমার ভাষাপুরের পিসির নাম ছিল অমৃতময়ী; তাঁহার শ্বশুরের নাম স্মরণ নাই। পিসা মহাশয়ের নাম ছিল কৈলাস চন্দ্র ঘোষ। তাঁহার দুই পুত্র ছিল, বনওয়ারীলাল ও জহরীলাল। বনওয়ারী পোষ্টাফিসের কেরাণী ছিল; সিগ্‌নালিং পাস করিয়াছিল; অকালে মারা যায়। জহরীলালও মারা গিয়াছে; তাহার চারিটী পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম গোবিন্দ। অন্যগুলির নাম মনে নাই। পিসিমাতার তিনটী কন্যা ছিল; জ্যেষ্ঠার নাম মোক্ষদা; তাহার বিবাহ হইয়াছিল মাসিলা গ্রামে মাখন পালের সহিত; ইনি পোষ্টাল্ ডিপার্ট্‌মেণ্টে কাজ করিতেন। ইহার পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে। দ্বিতীয়া কন্যার নাম কুমুদকুমারী; ইহার বিবাহ হইয়াছিল সগ্‌ড়াই গ্রামে; স্বামীর নাম বিশ্বম্ভর রায়। উভয়েই পরলোকগত। তিনটী পুত্র আছে। জ্যেষ্ঠ সত্যকিঙ্কর বর্দ্ধমান কালেক্‌টারীর মহাফেজ সেরেস্তার কেরাণী। মধ্যম নিত্যকিঙ্কর ডাক্তারী করে। কনিষ্ঠ বিপিন শিক্ষিত, নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য নাই। ইহারা অবস্থাপন্ন। তৃতীয়া কন্যার নাম কামিনীবালা ও তাহার স্বামীর নাম চন্দ্রকান্ত ঘোষ—উভয়েই পরলোকগত।

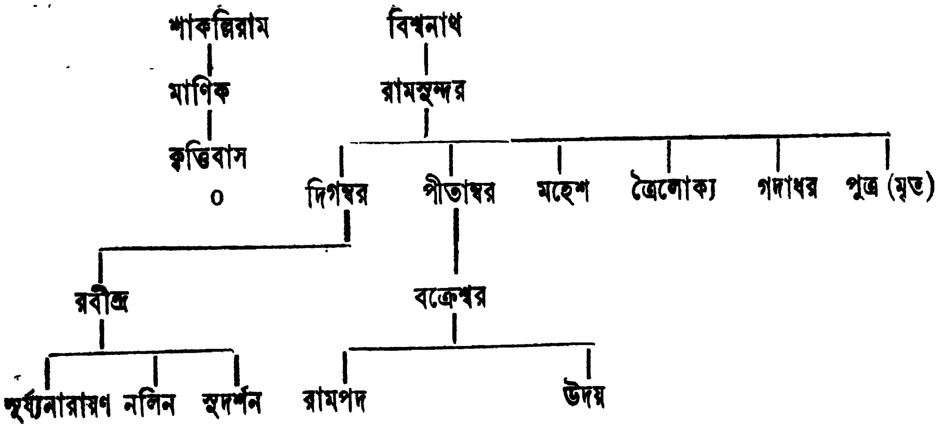
"ছোট পিসীমাতা মুক্তকেশী, স্বামী বনমালী মণ্ডল, নিবাস ভগবতীপুর। পিসা মহাশয় তেজারতী করিতেন; কৃষিকর্ম্মও ছিল। বাঙ্গালা লেখা পড়ায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের এক পুত্র আছে,

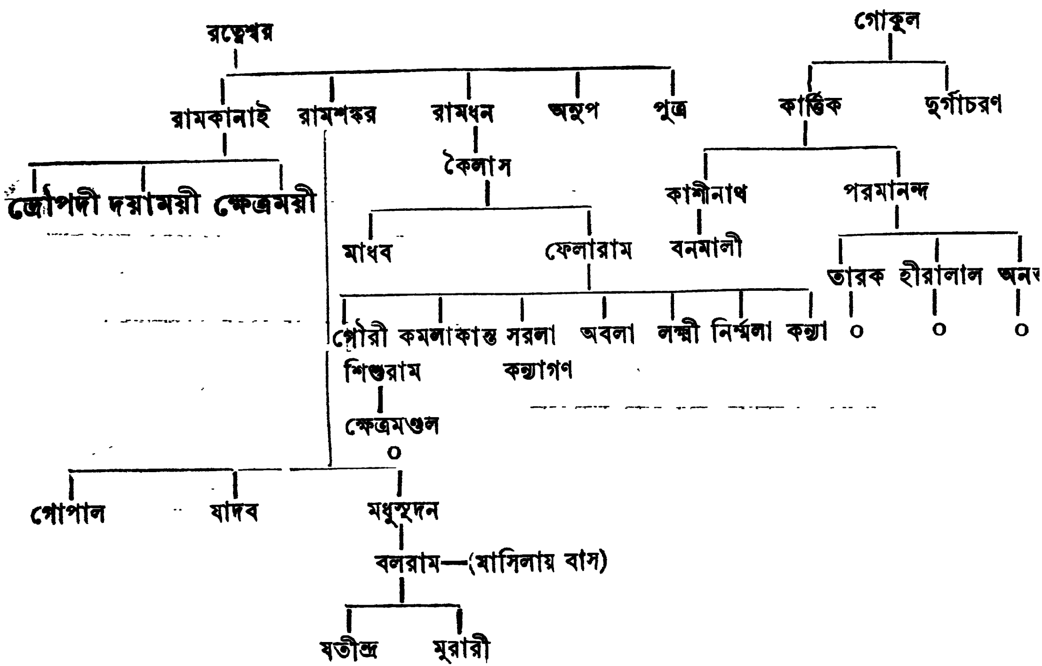
নাম জহরীলাল। এণ্ট্রেন্স্ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল; এখন অস্থলের মোহান্তের তরফ তহশিলদারের কার্য্য করে। তাহার একটী পুত্র ও কয়েকটী কন্যা আছে।

"শ্রীপতির বিবাহ হইয়াছিল বর্দ্ধমান জেলা গলসী থানায় বাক্তা গ্রামে। তাহার শ্বশুর ৺উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি সাহেবগঞ্জে চাকুরী করিতেন; প্রথমে এক মাড়োয়ারীর তরফে ছিলেন; পরে বর্দ্ধমানে রামদয়ালের সাহেবগঞ্জস্থ তেলকলের ম্যানেজার ছিলেন। বাঙ্গালা ও কিছু ইংরাজী জানিতেন। শ্রীপতি রাঁচি গবর্ণমেণ্ট্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ স্কুল হইতে সব্ ওভারসিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বর্ত্তমানে দ্বারভাঙ্গা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে সব ওভারসীয়ার।" সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠার জন্য অনেকের, বিশেষতঃ কণ্ট্রাক্টরদের বিরাগভাজন।"

রূপসার মণ্ডলবংশ। (শাণ্ডিল্য গোত্র)।




শাকল্লিরাম
মাণিক
কৃত্তিবাস
০
বিশ্বনাথ
রামসুন্দর
দিগম্বর
পীতাম্বর
মহেশ
ত্রৈলোক্য
গদাধর
পুত্র (মৃত)
রবীন্দ্র
বক্রেশ্বর
সূর্য্যনারায়ণ
নলিন
সুদর্শন
রামপদ
উদয়


রত্নেশ্বর
রামকানাই
রামশঙ্কর
রামধন
অনুপ
পুত্র
দ্রৌপদী
দয়াময়ী
ক্ষেত্রময়ী
কৈলাস
মাধব
ফেলারাম
গৌরী
কমলাকান্ত
সরলা
অবলা
লক্ষ্মী
নির্ম্মলা
কন্যা
শিশুরাম
কন্যাগণ
ক্ষেত্রমণ্ডল
গোপাল
যাদব
মধুসূদন
বলরাম—(মাসিলায় বাস)
যতীন্দ্র
মুরারী
গোকুল
কার্ত্তিক
দুর্গাচরণ
কাশীনাথ
পরমানন্দ
বনমালী
তারক
হীরালাল

৬

- গোপাল + দয়াময়ী
  - রামলাল
  - বিহারীলাল
  - বৈকুণ্ঠ + ফুলকুমারী
    - মনীন্দ্র
      - রাধিকাপ্রসাদ
      - গোবিন্দপ্রসাদ
      - প্রফুল্লনলিনী
      - শিবরাণী
      - কল্যাণী
      - আন্নাকালী
    - ননীবালা (বিবাহ বামুনার কালীপ্রসাদ খাঁয়ের সহিত)
  - অভয়াচরণ
  - কালাচাঁদ

বাঞ্ছারামের বংশ হইতে

- রাঘব মণ্ডল
  - নীলমাধব
    - আশুতোষ
    - পশুপতি
  - রামদয়াল
  - নিধিরাম
    - রজনী
    - ভবেশ
    - যোগেশ
  - শ্রীরাম

বাবুরাম ও পরীক্ষিৎ বাঞ্ছারামের বংশধর মাত্র বলিতে পারা যায়।

রূপসার মণ্ডল বংশ

রূপসার মণ্ডল বংশ বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ। এই বংশসম্ভূতা দ্রৌপদী হইতে নবগ্রামের মুন্সী বংশ এবং দয়াময়ী ও ক্ষেত্রময়ী হইতে কাঁকুনার খাঁ বংশ বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব রূপসার মণ্ডল বংশ, মুন্সী বংশ ও খাঁ বংশেরা বিশেষ পূজনীয়। এই বংশ পূর্ব্বে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন যেন অনেকটা হীনপ্রভ হইয়াছে। এই বংশে বহুকাল হইতে ৺দুর্গাদেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। ইহাঁদের তুল্য আড়ম্বরের সহিত দুর্গাপূজা আমাদের এ অঞ্চলে কোথাও ছিল না। পূজার সময় বাল্যকালে মাতার সহিত অনেকবার মামার বাড়ী গিয়াছি। তখন যেরূপ ধূমধাম আড়ম্বর ও একটা গম্ভীর ভাব দেখিয়াছি তাহা এখনও হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। আমোদ আহ্লাদই কত! কোন কুটুম্ব গ্রামে প্রবেশ করিলেই তাহাকে লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইত; সবাই যেন আপনার, আত্মপর ভেদাভেদ করিত না। পুরুষ কুটুম্ব হইলে পুরুষেরা ও স্ত্রী কুটুম্ব হইলে স্ত্রীলোকেরা টানিয়া আপনার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইত; যেন আড়াআড়ি পড়িয়া যাইত কে কত কুটুম্ব ঘর ঢুকাইতে পারে। আর তত লোকও নাই, লোকের অবস্থাও সেরূপ নাই। লোকজন খাওয়ান তখন লোকে কিছুমাত্র কষ্টকর বলিয়া মনে করিত না। ঘরের দুধ দই ঘি; চাষের গুড়, চাষের তরকারী, পুকুরের মাছ (যদি বা কিনিতে হইত বড় জোর দুই আনা সের), সবল সুস্থ দেহ, এসব থাকিলে আর অভাব কিসের?

হায়, এখন সে দিন কোথায়? সে গুড়মুড়ী দুধ দইয়ের দিন কোথায়? সে পেট পুরিয়া সে সব খাইবার বলিষ্ঠ লোকই বা কোথায়? এখন বাজারের ঘৃণিত, ব্যাধিগ্রস্ত লোকদ্বারা প্রস্তুত, অযত্নে রক্ষিত, মক্ষিকা অধ্যুষিত, মলিন হস্ত কলুষিত, মোদক-স্বেদ-চর্চ্চিত, কদাপি বা

নিষ্ঠীবন মণ্ডিত সন্দেশ, রসগোল্লা বিহনে যেন লোকের অভ্যর্থনা করা বিড়ম্বনা। এখন লুচী, মোহনভোগ, সিঙ্গেড়া, কচুড়ী ভিন্ন যেন লোকের অভ্যর্থনা হয় না; এখন চা, বিস্কুট, সিগারেট না থাকিলে লোককে বাড়ীতে যেন বসাইতেও পারা যায় না। হায় বিলাতি বর্জ্জন! হাড়ে হাড়ে বিলাতি ঢুকিয়াছে, বর্জ্জন কোন্‌টা করিবে? তোমার মাথার চুল হইতে পা পর্য্যন্ত বিলাতি, তোমার জ্ঞান মন বিলাতি; বিলাতি ঔষধ ও মদ্যাদি সেবনে তোমার রক্ত মাংস পর্য্যন্ত বিলাতি হইয়া গিয়াছে। খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, আদর আপ্যায়ন, আহ্বান নিমন্ত্রণ, তোমার সবই বিলাতি হইয়াছে—হায়, বর্জ্জন করিবে কোন্‌টা? বিষধর সর্পে তোমার মস্তকে দংশন করিয়াছে, তুমি তাগা বাঁধিবে কোথায়?—এখন বিলাতি বর্জ্জন অসম্ভব!

পূজার একটী সুন্দর দালান আছে, সম্মুখে অনেকখানি বাঁধান চত্বর। এই স্থানে কয়েক দিন ধরিয়া রামায়ণ, কবি, ঝুমুরী, পাঁচালী ইত্যাদি গান হইত। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যাইত, সকলেই আনন্দময়; সকলেই আনন্দে নৃত্য গীত করিত; বৃদ্ধ যুবক, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, পিতাপুত্র, উচ্চনীচ, কোন ভেদাভেদ থাকিত না। বিশেষতঃ নবমীর রাত্রে—সে রাত্রে সারারাত্রির মধ্যে কেহ শয্যা গ্রহণ করিত কিনা সন্দেহ। পূজার কয়দিন কেহ কাষ্ঠাসনে বসিত না, কেহ তক্তাপোষ বা পালঙ্কে শয়ন করিত না। অষ্টমীর দিন সন্ধি পূজায় বলিদানের সময় চত্বরে ও রাস্তায় একদিকে পুরুষ ও অপর দিকে স্ত্রীলোক সারি দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া 'মা, মা' শব্দে আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিত। সে সময়ের ভক্তিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সকলেরই হৃদ্‌পিণ্ড যেন কাঁপিয়া উঠিত,—অনেকেরই দেহ কম্পিত হইয়া উঠিত। নবমীর বলিদানের সময়ও ঐরূপ; এই দিনে কত যে ছাগ, মেষ, বলি দেওয়া

হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। রাশীকৃত তণ্ডুল, ইক্ষু ফলমূলাদি, গৃহপ্রস্তুত মুড়কী, নারিকেল নাড়ু, সিঁড়ির নাড়ু, খইচুর, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হইত। হায়, সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই! বিজয়ার দিন কত ঢাক, কত ঢোল, কত শানাই, কত কাঁসর, কত ঘণ্টা, কত শঙ্খ বাজিত, বলিয়া শেষ করা যায় না। কত গ্রাম গ্রামান্তরের লোক সমবেত হইত। এখানকার দেবীর একটা মাহাত্ম্য আছে বলিয়াই লোকের বিশেষ ধারণা ছিল। এজন্য বহুদূর হইতে লোক ছাগ মেষাদি লইয়া মানসিক শোধ করিতে আসিত। বিসর্জ্জনের পর রাত্রে প্রণাম ও ঘরে ঘরে সিদ্ধি ও মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ।

পূজার খরচের সাহায্য অংশ মত সকলের নিকট আদায় হইত; উপরন্তু কেহ কেহ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অধিক ব্যয় করিতেন।

পূজার আর একটা প্রধান আয় ছিল একটী প্রকাণ্ড বিখ্যাত আড়া; হড়্‌হড়ে নামক খালের এক স্থানে এই বিশাল আড়া চলিত। এই আড়াতে বড় বড় রোহিত, মৃগেল, কাতলা, শোল, বোয়াল ইত্যাদি ধরা পড়িত; আর ঝুড়ি ঝুড়ি চুনাপুঁটীর ত কথাই নাই। ১৩০৪ সালের দামোদরের বন্যায় বালি পড়িয়া সে স্থান ডাঙ্গা হইয়া গিয়াছে; সে আড়া হইবার আর কোন উপায় নাই। এই আড়া হইতে বার্ষিক আয় প্রায় দুই শত টাকা হইত।

দ্রৌপদী—বিবাহ নবগ্রামের রামধন মুন্সীর সহিত।

দয়াময়ী—বিবাহ কাঁকুনার নবকুমার খাঁয়ের সহিত। ইহাঁর একমাত্র সন্তান বলরাম।

ক্ষেত্রময়ী—দয়াময়ীর মৃত্যুর পর নবকুমার উহাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী ক্ষেত্রময়ীকে বিবাহ করেন। ইনিই ইতিবৃত্ত লেখক বিশ্বেশ্বরের জননী।

বৈকুণ্ঠ—জীবনের অধিক অংশ কাঁকুনার পিসতুত ভাই বলরামের নিকট কাটাইয়াছেন। ইনি গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন। বিবাহ

নাড়িচার তারাচাঁদ মাঝির কন্যা ফুলকুমারীর সহিত। বলরাম ঢাকায় চাকরী করিবার সময় ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। বলরামের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ সকলেই ইহাঁর অনুরক্ত ছিল। ঢাকায় থাকিবার সময় ইনি দুই হাতে দুইটী ছাতা খুলিয়া দোতলার ছাদ হইতে লম্ফ দিয়াছিলেন। বলরাম যখন বৰ্দ্ধমানে আসেন তখন ইহাঁকে কাটোয়া লাইনের ডাকের ওভারসীয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিয়া অবশেষে পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পেন্‌সন্ ভোগ করিয়া ৬৪ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। ইনি অতিশয় সাহসী বীরপুরুষ ও অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। বৰ্দ্ধমান হইতে রূপসা পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে, দামোদরের দক্ষিণে; সেদিন আমি রূপসা গিয়াছিলাম, দেখিলাম বৰ্দ্ধমান হইতে বাটী পৌছিয়া জুতাজামা ছাড়িয়াই একটা কাটারী লইয়া কাঁঠাল গাছের মোটা ডালের সরু সরু ফেঁকড়াগুলি কাটিতে উঠিলেন। আমাকে বলিলেন, "আয়, তোকে একটা বিষয় শিখিয়ে দিই; এই মোটা ডালের ফেঁকড়াগুলি কাটিয়া দিলে অধিক পরিমাণে কাঁঠাল ধরে।" সে সময়টা বোধ হয় কালীপূজার ছুটীর সময়।

বৈকুণ্ঠনাথই নিজগ্রামে পটল চাস প্রবর্ত্তন করেন। অনেকে বলিত পটল চাস করিতে নাই; তিনি তাহা মানিতেন না। পেন্‌সন্ লইয়া কৃষিকর্ম্মে বড়ই উৎসাহ দেখাইয়াছেন। একে ত দামোদরের তীরে জমী, তাহাতে বৈকুণ্ঠনাথের ন্যায় উপযুক্ত উদ্যোগী পুরুষ; সুতরাং প্রচুর পটল জন্মাইতে লাগিল। আবার পটলের চেহারা কি! এক একটী পটল প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হইত ও তদনুরূপ মোটা। আর একটা তাঁহার চাসের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একবার রূপসা গিয়াছিলাম তখন তিনি বলিলেন, "তোর ত খুব চাসে ঝোঁক জানি, একবার আমার চাস্‌টা তোকে দেখাই আয়"; এই বলিয়া আমাকে

একটা কুঠরীতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই সাত মন আলু আছে, নিজে ওজন ক'রে রেখেছি, এই আলুগুলি সব এক কাঠা জমীতে হ'য়েছে।" আমি ত দেখেই অবাক! তিনি বলিলেন, "এক টুক্‌রা ভাল এক কাঠা জমীতে কত আলু ফলান যায় তাই দেখ্‌বার জন্য আমার এই পরীক্ষা; —রীতিমত সার খো'ল দিয়েচি, নিজে খননাদি করেচি, যথাসময়ে সেচন দিয়েছি,—কিছু বইতে দিই নাই,—ছাখ্‌ তার ফল।" দেখিলাম এক একটা আলু এক একটা মধ্যম গোছ বাতাবী লেবু। আমি বাড়ী ফিরিবার সময় ৫।৬টা আলু বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বহিয়া আনিতে আমাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই বিবরণ মাসিক পত্রিকা 'কৃষকে' ছাপা হইয়াছে।

মণীন্দ্র—মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিজয়চাঁদ মহাতপের খাস সরকার ছিল। অনেকগুলি বালকের মধ্য হইতে মহারাজ ইহাকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ যেখানে যাইতেন ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ইহার বড় কন্যার একটী চক্ষু কোনরূপে খারাপ হইলে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠান হয়; ইহার সপরিবারের সমস্ত খরচ মহারাজ স্বয়ং বহন করেন, প্রায় হাজার টাকা খরচ হয়। মহারাজ ইহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তথাপি কোন কারণে সে কাজ ছাড়িয়া দেয়। মহারাজ আসিবার জন্য জেদ করিলেও আসিল না। কয়েক বৎসর বাড়ীতে থাকিয়া আবার রাজ এষ্টেটে কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু সে কাজ আর পাইল না। এখন লিগাল্‌ একাউণ্টেণ্ট্‌ আফিসের একজন কর্ম্মচারী। প্রথমা কন্যা প্রফুল্লনলিনীর একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সুপাত্র মিলিল না। মণীন্দ্রও স্থির সঙ্কল্প করিল সুপাত্র না মিলিলে কন্যার বিবাহ দিবে না। কন্যার বয়স এখন প্রায় ২২।২৩ বৎসর কিন্তু এখনও অবিবাহিতা। সুতরাং অপরা কন্যাগণও বয়োধিকা হইলেও সকলেই অবিবাহিতা। এসব বিষয়ে মণীন্দ্রর মনের তেজ অসীম। সে

লোকনিন্দাকে কিছুমাত্র ভয় করে নাই। তাহার দৃঢ় ধারণা, সুপাত্র না মিলিলে যাকে তাকে ধরিয়া বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া অতীব অন্যায়; তাহা অপেক্ষা বরং চিরকুমারী রাখাই ভাল। কন্যাগুলিকে বিশেষ শিক্ষা দিয়া ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখিয়াছে, কন্যাগণ কোনরূপ বিলাসিতার ধার দিয়া চলে না। ইহা মণীন্দ্রর এক বিশেষত্ব। এইটী বংশে ও দেশে প্রধান ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মণীন্দ্রর পুত্র রাধিকাপ্রসাদ রাজকলেজ হইতে এ বৎসর বি, এ, পরীক্ষা দিবে। মণীন্দ্রর বিবাহ জুজুটীর কাশ্যপ গোত্রীয় কাঙ্গালীচরণ পালের কন্যা মৃগনয়নার সহিত।

রামকল্প—এফ, এ, পাস করিয়া পুর্ণীয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বিবাহ নায়েকপাড়ায় যোগীন্দ্র নায়েকের খুড়তুত ভগ্নী কুসুমকুমারীর সহিত। ইনি অল্প বয়সেই অপুত্রক অবস্থায় মৃত।

উপেন্দ্র—কলিকাতার আর্য্য ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক ছিলেন। বিবাহ ভাষণার গদাধর দালালের কন্যা সত্যবালার সহিত। ইনি যোগ যাগ ক্রিয়ারত ছিলেন। রামকল্প ও উপেন্দ্র উভয়ে গঙ্গারাম মণ্ডলের পুত্র।

আশুতোষ—এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কুমিরকোলার স্কুলে শিক্ষক ছিলেন; অল্প বয়সেই মৃত। বিবাহ সালালপুরে শিশুবালার সহিত।

রজনী—বিবাহ রূপসার উমেশচন্দ্র রায়ের কন্যা রাণীবালার সহিত। ইহার কন্যা উষার সহিত কাঁকুনার কালীপদর বিবাহ।

নিধিরাম—বিবাহ নাড়িচার প্রেমচাঁদ মণ্ডলের কন্যা অধরমণির সহিত।

হংসেশ্বর মণ্ডলের পিতার নাম মধুসূদন মণ্ডল; বিবাহ মাসিলার বৈদ্যনাথ সরকারের ভগ্নী মোক্ষদার সহিত। ইহার তিন পুত্র, শ্রীপতি,

ভূতনাথ, ও দেবেন্দ্র। শ্রীপতির বিবাহ মাসিলার উপেন্দ্র মণ্ডলের কন্যার সহিত। শ্রীপতি অল্প বয়সে মৃত। ভূতনাথের বিবাহ চেত্রপুত্র (?) গ্রামে মিহির মণ্ডলের কন্যার সহিত। দেবেন্দ্রর বিবাহ সালালপুরে ভূষণ মণ্ডলের কন্যার সহিত। ইহারা সকলেই বাঞ্ছারাম মণ্ডলের বংশধর।

(বংশ পরিচয় শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ প্রদত্ত)।

জেলা বর্দ্ধমান খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত শশাঙ্গ ইউনিয়নের মধ্যে নাড়িচা গ্রামের মণ্ডলবংশের বংশ-তালিকা। মৌদ্‌গল্য গোত্র।

১ **দয়াল মণ্ডল**,—২ বিশ্বম্ভর,—৩ তারক,—৪ ভুবনেশ্বর,—৫ বৃন্দাবন,—৬ গুরুচরণ,—৭ নারায়ণ,—৮ রুদ্রেশ্বর—৯ খাঁদাবিহারী,—১০ পরেশনাথ,—১১ বল্লভ

- ১২ কৃষ্ণ
  - ১৩ তিলক
    - ১৪ বৈষ্ণব (ফালুই, শ্যামবাজারে বাস করে)
      - ১৫ শ্রীমন্ত
        - ১৬ হংস
          - ১৭ রাঘব
            - ১৮ রামকান্ত
          - ১৭ বিজয়
            - ১৮ (অজ্ঞাত)
- ১২ কানাই
  - ১৩ লক্ষ্মণ
  - ১৩ রামরঘু
    - ১৪ ক্ষেম
      - ১৫ সভারাম
        - ১৬ ভাগবত
          - ১৭ রামমোহন
          - ১৭ শিবমোহন
        - ১৬ ভগীরথ
          - ১৭ বৈদ্যনাথ
    - ১৪ যদু
      - ১৫ কাশী
        - ১৬ শম্ভু
          - ১৭ রামতনু

- রামকান্ত
  - ১৯ তারাচাঁদ
    - ২০ মনোমোহন
      - ২১ হিতলাল
        - ২২ কালীপদ
        - ২২ রামপদ
- (অজ্ঞাত)
  - ১৯ যদু
    - ২০ চন্দ্রনাথ
      - ০
- রামমোহন
  - ১৮ লালমোহন
    - ১৯ দুর্গাদাস
      - ২০ বিপিন
        - ২১ কিশোরী
          - ২২ কার্ত্তিক
    - ১৯ সীতারাম
      - ২০ দক্ষিণেশ্বর
        - ২১ পাঁচুগোপাল
- শিবমোহন
  - ১৮ (অজ্ঞাত)
    - ১৯ (অজ্ঞাত)
      - ২০ (অজ্ঞাত)
        - ২১ (অজ্ঞাত)
          - ২২ ভবতারণ
- বৈদ্যনাথ
  - ১৮ গোপাল
    - ১৯ নবকৃষ্ণ
      - ২০ শ্রীশ
        - ২১ রমণ
        - রাধাশ্যাম
        - নিতাই
      - ২০ পূর্ণ
        - ০
    - ১৯ মধু
      - ২০ গদাধর
        - ২১ গোবিন্দ
          - ২২ হরেন্দ্র
        - গৌর
          - ০
        - গঙ্গাধর
        - হরকালী
    - ১৯ হৃদয়
  - ১৮ গণেশ
- রামতনু
  - ১৮ অযোধ্যা
    - ১৯ দ্বারকানাথ
      - ২০ জনার্দ্দন
        - ২১ ক্ষেত্রনাথ
          - ২২ বনবিহারী
            - ২৩ (অজ্ঞাত) মাতুলালয়ে বাস করে

২২ ভবতারণ এখন বর্দ্ধমানের সন্নিকট বিরিটীকুরী গ্রামে বাস করে।

নাড়িচার মণ্ডল বংশ।

- ১৮ গণেশ
  - ১৯ প্যারী
    - ২০ কেশব
      - ২১ অম্বুজবাসিনী
      - হরিদাস
        - ২২ বীরেন্দ্র
      - রামদাস
        - অজিত
  - প্রতাপ
    - 0
  - পদ্মিনী
  - প্রেম
    - 0
  - শ্যাম
    - ২০ মহেন্দ্র
      - ২১ ক্ষুদিরাম (রূপসায় বাস করে)

- ১৯ হৃদয়
  - ২০ ক্ষেত্রনাথ
    - ২১ জগন্নাথ
    - ২১ সুবল
  - ২০ সতীশ
    - হংস
    - বিভূতি
    - বিষ্ণু
  - ২০ সুরেন্দ্র
    - ২১ নলিনাক্ষ

নাড়িচার মণ্ডল বংশ।

২০ **মনোমোহন**, চন্দ্রনাথ ও দক্ষিণেশ্বর, কিছু দিন পোষ্টাফিসে চাকুরী করিয়াছিলেন। **গদাধরও** পোষ্টাফিসে চাকুরী করিয়াছেন; সর্ব্বশেষ খণ্ডঘোষের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তিনি প্রায়ই ছুটী লইয়া বাড়ীতে থাকিতেন; কারণ চণ্ডীপুর নামক তাঁহার তালুকটীর জন্য প্রায়ই মামলা মোকদ্দমা করিতে হইত। বিপিন কুচবিহার কলেক্টারীর পোদ্দার ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর পেন্‌সন্ ভোগ করিয়া ছিলেন।

এই বংশের অনেকেই পোষ্টাফিসে চাকুরী করিয়াছেন; সমস্তই কাঁকুনার বলরামের কীর্ত্তি। **কেশব** বহুকাল মুর্শীদাবাদ জেলার কান্দির পোষ্টমাষ্টার ছিলেন; পরে রামপুরহাট; তথা হইতে রঙ্গপুর জেলার কুড়িগ্রামের পোষ্টমাষ্টার হইয়া পেন্‌সন্ লইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন; তেজারতী করিয়া প্রভূত জমীজমা করিয়াছেন ও যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ উখরীদ গ্রামে মণ্ডল বংশের দৌহিত্রী, বেলুনের রায় বংশের কামিনীর সহিত। ইনিই ইতিবৃত্ত লেখকের শ্বশুর। হরিদাস মরিবার পর রামদাস নাড়িচা গ্রাম তালুকের অর্দ্ধেক অংশ খরিদ করিয়াছে।

ক্ষেত্রনাথ—এন্‌ট্রেন্স্ পাস করিয়া বর্দ্ধমান কলেক্টরীতে কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁর পিতাও বর্দ্ধমান আদালতে চাকুরী করিতেন। ক্ষেত্রনাথ অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক। ইহাঁর এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে কাঁকুনার সতীশ ঘোষের পুত্র প্রয়াগের সহিত।

সতীশ—এন্‌ট্রেন্স্ পাস করিয়া নানা কার্য্য করিয়া অবশেষে শশাঙ্ক ইউনিয়নের কলেক্‌টিং পঞ্চায়েৎ ছিলেন। গত বৎসর মারা গিয়াছেন। ইহাঁর এক কন্যার সহিত কাঁকুনার নিত্যানন্দের বিবাহ হইয়াছে।

সুরেন্দ্র—এন্‌ট্রেন্স্ পাস করিয়া কয়েক বৎসর পরে মৃত।

পদ্মিনী—বিবাহ কাঁকুনার নন্দকুমার খাঁয়ের সহিত। জজ

ভুবনমোহন ইহাঁরই পুত্র। ইনি খর্ব্বাকৃতি ও শ্যামবর্ণা ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা **প্রেমচাঁদ** বহুকাল ভুবনমোহনের বাড়ীর ম্যানেজার ছিলেন।

অম্বুজবাসিনী—বিবাহ কাঁকুনার বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁয়ের সহিত।

গোবিন্দ—বিশেষ বুদ্ধিমান কর্ম্মঠ যুবক। জমীদারি সেরেস্তার কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। নিকটবর্ত্তী চণ্ডীপুর তালুকের মালিক। কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শীতা আছে। ইহাঁরাই গ্রামের বিখ্যাত বিগ্রহ ৺ বিনোদরায়ের সেবাইত।

বংশ-গৌরব।

১। গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির পুত্র কিংবা কন্যার বিবাহ হইলে, অথবা কোন ব্যক্তির মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ হইলে, তাহাকে মণ্ডলদিগের অনুমতি লইতে হয়।

২। গ্রামের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ হইলে ইহাঁরা শালিসী করেন।

৩। মণ্ডলদিগের বহুকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত একটী দুর্গোৎসব আছে। দুইটী ৺বিষ্ণু ছিল, বর্গীর আমলে নষ্ট হইয়াছে। ৺বিনোদরায় ধর্ম্মরাজ নামে ইহাঁদের একটী অতি প্রাচীন ও দেশবিখ্যাত বিগ্রহ আছে।

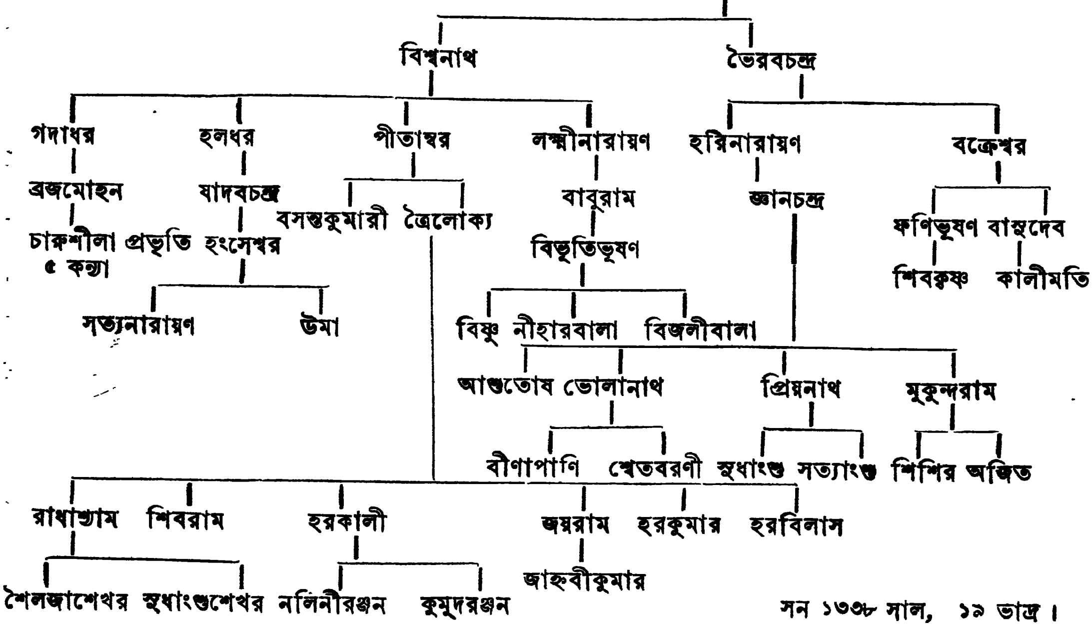
৪। ইহাঁরা যে বহুকাল হইতে নাড়িচায় বাস করিয়া আসিতেছেন, তাহার কতকগুলি প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ইহাঁদের নিষ্কর সম্পত্তির নবাবী আমলের পার্শী ভাষায় লিখিত ছাড়পত্র ও বর্গী কর্ত্তৃক বিষ্ণু বিগ্রহের ধ্বংস সাধন।

৫। ইহাঁরা সৎ মৌলিক মৌদগল্য (মধুকুল্য) গোত্রীয়। পশ্চিম কুলের সদ্গোপদিগের যে সকল কুলীন বংশীয় সদ্গোপ আছেন, সকল ঘরেই ইহাঁদের পুত্র কন্যার বিবাহের আদান প্রদান হইয়াছে ও এখনও হইয়া আসিতেছে।

(প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মণ্ডল ও ক্ষেত্রনাথ মণ্ডল প্রদত্ত)

আতকুল্যার পান বংশের কুলজী। শাণ্ডিল্য গোত্র।

১ মেদিনীরাম পান, ২ শরণরাম, ৩ গোলকচন্দ্র



সন ১৩৩৮ সাল, ১৯ ভাদ্র।

আতকড়ের পান বংশ।

এই পান বংশ আমাদের দেশে বহু প্রাচীন বনিয়াদি বংশ। এই বংশের অধিকাংশই সঙ্গতিসম্পন্ন; ইহাঁরা তালুকদার। বিশ্বনাথ পান, পীতাম্বর পান, হরিনারায়ণ পান, বক্রেশ্বর পান, ত্রৈলোক্যনাথ পান প্রভৃতি সকলেই স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ পুরুষ। সকলেরই পাকা দোতলা বাড়ী এবং অনেক পুকুর ও বাগান আছে।

পীতাম্বর পান—ইহাঁর পৈতৃক তালুকের অংশ ব্যতীত একটী কয়লাখাদের আয় আছে। বোঁয়াইয়ের নিকট সুলতানপুর তালুকও ইহাঁর। ইহাঁর প্রশস্ত পাকা বৈঠকখানা বাটীর সম্মুখে সারি সারি অতি বিশাল মরাই বাঁধা থাকিত; দেখিলেই মনে হইত যেন মা লক্ষী এখানে বাঁধা আছেন। যাত্রার দল বাঁধিয়া ইনি বঙ্গদেশে আরও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁর যাত্রার দলের প্রধান আড্ডা ছিল কলিকাতায়। ইহাঁর যাত্রার দল বাঁধিবার পর অপর যাত্রার দল সমূহ একেবারে অন্ধকারে পড়িয়া গেল। কি পল্লীগ্রামে, কি সহরে, যেখানে পীতাম্বর পানের যাত্রা হইত, সেই স্থানেই অতি দূরদূরান্তর হইতে লোক আসিয়া স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিত। কয়লার খাদের সম্পর্কে প্রায়ই ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে হইত। যখনই এইরূপ আবশ্যক হইত, বিশ্বেশ্বর বাড়ীতে থাকিলে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতেন। সংবাদ পাইবামাত্র বিশ্বেশ্বর আসিয়া পত্রাদি লিখিয়া দিতেন। প্রকৃতই যেন বিশ্বেশ্বরকে স্নেহ করিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ ইংরাজী জানিতেন; কিন্তু দুই একবার দেখিয়াছি, ত্রৈলোক্যনাথ বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরকে ডাকাইয়াছেন। পীতাম্বরের কন্যা **বসন্তকুমারীর** বিবাহ কাঁকুনার নন্দকুমার খাঁয়ের পুত্র মনোমোহনের সহিত।

বক্রেশ্বর পান—ইনিও যাত্রার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশে পরিচিত ও

বিখ্যাত। ইনিও পৃথক এক যাত্রার দল বাঁধিয়া কলিকাতায় আড্ডা করিয়াছিলেন। ইহাঁর যাত্রার দল যেন আরও অধিক আদরণীয় হইয়াছিল। যাত্রায় বিস্তর আয় হইত; কিন্তু হইলে কি হয়, ইনি উদার স্বভাব, সকলকেই সমান বিশ্বাস ও অমিতব্যয়ী। অতিরিক্ত অর্থাগম ও যাত্রার দল লইয়া দেশবিদেশে ভ্রমণ ইত্যাদিতে যেরূপ ফল হয় তাহাই হইয়াছিল। ইহাঁর কলিকাতার মাণিকতলার বাসায় একদিন সন্ধ্যার সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কর্ম্মচারী টাকা গণনা করিয়া কুড়ি টাকা করিয়া টাকার থাক সারি সারি রাখিতেছেন, এমন সময় বক্রেশ্বর প্রস্তুত হইয়া আসিয়া "কি বাবা, টাকাগুলোকে বরবাদ্ ক'চ্চ," এই বলিতে বলিতে ডান হাতে এক মুঠা ও বাম হাতে এক মুঠা টাকা লইয়া দুই পকেটে পুরিলেন এবং এক চাকরকে হুকুম হ'ল "শীগ্গির গাড়ী ডাক্"। কত নিলেন তাহার হিসাব নাই; কর্ম্মচারী বাবুর নামে ইচ্ছামত খরচ লিখিয়া রাখিলেন। এরূপ প্রকৃতির লোকের পতন যে অবশ্যম্ভাবী কে না বলিবে? ক্রমে যাত্রার দল গেল; ঋণগ্রস্ত হইলেন; স্ত্রীর বিপুল অলঙ্কারাদি উড়িয়া গেল; ঋণের দায়ে অনেক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইল। কাঁকুনার পশ্চিম "পানেদের বাগান" ইহাঁরই ছিল; এখন অর্দ্ধেক অংশ কাঁকুনার মাধব ঘোষের, অপরার্দ্ধ নায়েকপাড়ার কুঞ্জ নায়েকের। বক্রেশ্বরের স্বভাব কিন্তু অতি মধুর; লোকপ্রিয়; অনেক রাজা রাজড়ার সহিত আলাপ পরিচয় ছিল; এবং সকলেই ইহাঁর ভদ্রতার গুণে ইহাঁকে ভাল বাসিতেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফণিভূষণের বিবাহ কাঁকুনার বিশ্বেশ্বরের মধ্যমা কন্যা যমুনার সহিত। দ্বিতীয় পুত্র বাসুদেবের বিবাহ নবগ্রামের প্রসন্নকুমারের কন্যা গৌরীবালার সহিত। দুঃখের বিষয় বাসুদেব একটী কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সেই দেহ রক্ষা করিয়াছে। যমুনাও এক পুত্র শিবকৃষ্ণ ও এক কন্যা তরুবালাকে রাখিয়া মৃতা। ফণিভূষণ সন্ন্যাসী (নিগমানন্দের শিষ্য)।

ত্রৈলোক্যনাথ পান—অতি সুপুরুষ, মিষ্টভাষী, জনপ্রিয়, উদার-স্বভাব ও নিরহঙ্কার ছিলেন। অতিশয় আড়ম্বরের সহিত ইনি পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই ক্রিয়ার জন্য যখন হালুইকরগণ রাশি রাশি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছিল তখন কোন লোক আসিয়া ত্রৈলোক্যের নিকট বলিল, "মহাশয়, ওদিকে লক্ষ্য রাখিবার বন্দোবস্ত করুন, হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টান্ন অপহৃত হইতেছে।" ত্রৈলোক্য বাবু কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। পুনরায় দুই দফা আসিয়া এই অভিযোগ করাতে উত্তর দিলেন, "যাক্, খাবার জন্যইত' লইয়া যাইতেছে, ফেলে দিবে না ত'; ওরাও ত' খাবে; কম পড়ে, হালুইকর ও মাল মসলা ত' মজুত আছে।" এরূপ কথা যে বলিতে পারে তার হৃদয় যে কত উচ্চ তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যিনি একদণ্ডও ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই ইহাঁর মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। বড়-লোক হইয়া প্রকৃত নিরহঙ্কারের ইনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইনি সদগোপ জাতির গৌরবস্থল ছিলেন। ১৬ই কার্ত্তিক ১৩২২, ইংরাজী ২রা নভেম্বর, ১৯১৫, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় স্বর্গারোহণ করেন। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু তখনও যুবকের ন্যায় দেহের সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান ছিল। আমাশয় রোগে মৃত্যু। শ্রীমান্ হরকালী তখন এম্, এ, পড়িতেছিল। ইহাঁর দুই বিবাহ; প্রথম বিবাহে সন্তানাদি হইবার আশা নাই দেখিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। পরে উভয় পত্নীর সন্তানাদি হয়।

রাধাশ্যাম—বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন; বিদ্যা চর্চ্চায় বিশেষ আগ্রহ। ইহার কলিকাতার আবাসস্থলে একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরী দেখিয়াছি; তাহাতেই বোধ হয় জ্ঞানানুশীলনে ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ। শশাঙ্ক মধ্য ইংরাজী স্কুলের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট্। কয়েক বৎসর বার্ড্ কোম্পানীর আফিসে কার্য্য করিয়া পদত্যাগ করেন।

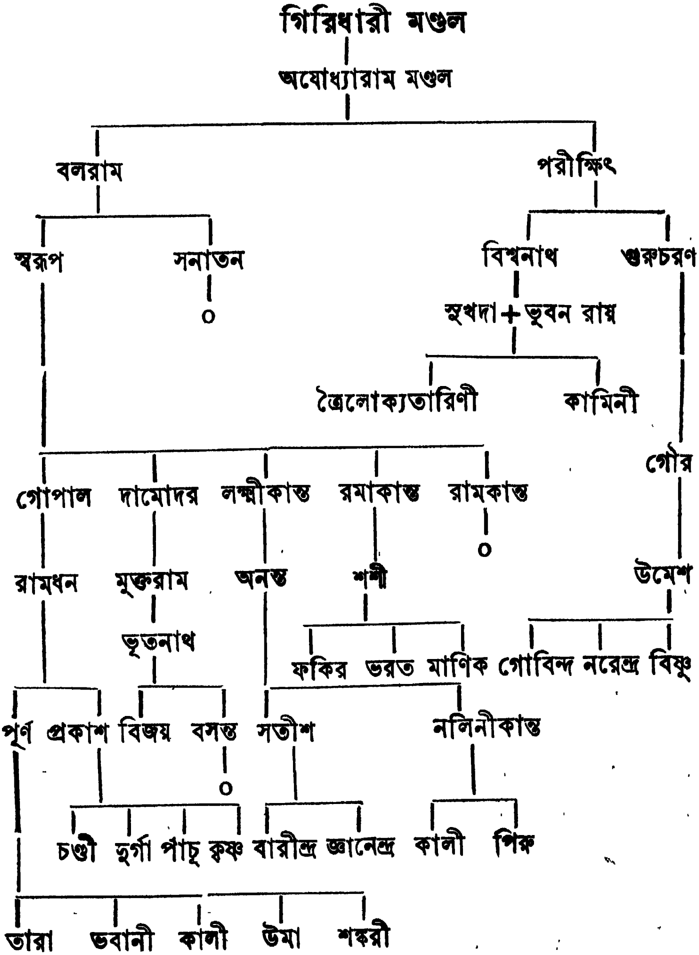
উপস্থিত কলিকাতায় গ্রে ষ্ট্রীটে এক বিশাল গোলদারী দোকান চালাইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। বিবাহ নাড়িসাজপুরে প্যারীচরণ ঘোষের পুত্র অঘোরনাথ ঘোষের কন্যার সহিত। অঘোরনাথ ধানবাদের সন্নিকট গোবিন্দপুরে একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। অঘোরনাথ অপরিণত বয়সেই দেহ রক্ষা করেন। অঘোরনাথের এক পুত্র কলিকাতায় রাধাশ্যামের নিকট থাকিয়া ডেপুটী হইয়াছেন। রাধাশ্যামের একপুত্র এ বৎসর আই, এস্ সি, পাশ করিয়াছে।

হরকালী—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী। এম্ এ, বি এল্, হইয়া এখন বর্দ্ধমান জজকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। শশাঙ্ক মধ্যইংরাজী স্কুলের বর্ত্তমান সেক্রেটারী; ইহাঁর চেষ্টায় স্কুলটীর অনেক উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর। দেশের মঙ্গল বিধান করিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আছে।

শিবরাম—সুলতানপুরে বিষয় কর্ম্ম দেখিতেছে। **জয়রাম** ডাক্তারী পাশ করিয়া চিকিৎসা করিতেছিল; দুঃখের বিষয় মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। **হরকুমার** বর্দ্ধমানে মনিহারী ও ট্রাঙ্কের ব্যবসায় করিতেছিল, কিন্তু চালাইতে পারিল না। কনিষ্ঠ **হরবিলাস** রাধাশ্যামের ব্যবসায় সহকারী।

আশুতোষের পত্নী রাসমণি; ভোলানাথের পত্নী উষা মৃতা; প্রিয়নাথের পত্নী দুর্গাবালা; মুকুন্দরামের পত্নী দুর্গাসুন্দরী। হংসেশ্বরের পত্নী সরলা। বিভূতি শশাঙ্ক স্কুলের পাঠ সমাপন করিবার পর ম্যাট্রিকিউলেসন্ পাস করিয়া পোষ্টাফিসে চাকুরী করিতেছে; সচ্চরিত্র, নম্র ও বিনয়ীযুবক; ইহার পত্নী হিরণ্ময়ী।

উখরীদের মণ্ডল বংশ। কাশ্যপ গোত্র।



(বংশ তালিকা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল প্রদত্ত)।

উখরীদের মণ্ডল বংশ।

উখরীদের মণ্ডল বংশ বহুকালের প্রাচীন ও সম্রান্ত। ইহাঁদিগের জমী জমা প্রচুর। অনেক পুষ্করিণী ও পুকুরে মৎস্যও যথেষ্ট হয়। বর্দ্ধমান হইতে কোতলপুরের দিকে যাইতে হইলে এই গ্রামের নিকট দিয়া যাইতে হয়। সুতরাং এই মণ্ডলবংশের সহিত দক্ষিণের অনেক সম্রান্ত বংশের পরিচয় আছে ও বিবাহের আদান প্রদানে সংশ্লিষ্ট। ইহাঁরা বরাবর সমৃদ্ধিশালী কৃষিজীবী। ধান্যই ইহাঁদের প্রধান চাস। সকল গৃহস্থেরই বাড়ীতে অনেকগুলি করিয়া ধান্যের মরাই (গোলা) বাঁধা থাকে। তরকারীপত্রের জ ্য প্রায় দামোদর ও দারকেশ্বর নদের তীরবর্ত্তী গ্রামের উপর নির্ভর করিতে হইত। উখরীদ দামোদর ও দারকেশ্বর নদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। আজ কাল গ্রামে অল্পাধিক তরকারী পত্রের চাষ হইতেছে। গ্রামে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। গ্রামে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান আছেন। গ্রামের চারিদিকে ফাঁকা প্রশস্ত মাঠ, কোথাও বনজঙ্গল বা বাগান নাই। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি প্রশস্ত রাস্তা আছে। গ্রামের আর একটী সুবিধা এখানে অনেক আবশ্যকীয় জাতির বাস। ব্রাহ্মণ, পরামাণিক, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কৈবর্ত্ত, ধোপা, মোদক, ডুলে প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এ বিষয়ে গ্রামটীকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। এই গ্রামে গো-গাড়ীর উৎকৃষ্ট চাকা প্রস্তুত হয়। তাঁতিরা মোটা বস্ত্র, থান, গামছা, মশারীর থান প্রস্তুত করে। মণ্ডলবংশ ভিন্ন রায়বংশও এই গ্রামের :বিশেষ সম্রান্ত। নগেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্ পাশ করিয়া বিষ্ণুপুরে ওকালতী করিতেছেন। অনন্তলাল রায় পল্লীগ্রামের মধ্যে বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক; অতিশয় বুদ্ধিমান ও জমীদারী সেরেস্তায় কার্য্যে অতিশয় ব্যুৎপন্ন। অনন্ত

রায়ের বিবাহ কাঁকুনার গিরীশচন্দ্র ঘোষ খাঁয়ের কন্যা বিনোদিনীর সহিত।

পূর্ণচন্দ্র—এই উথরীদ গ্রামের জমীদার। ইহাঁর বহির্বাটীতে বহুসংখ্যক সুবৃহৎ ধান্যের মরাই বাঁধা থাকিতে দেখা গিয়াছে। বর্দ্ধমানের খটিতে ধান্যের ব্যবসা করেন, বর্দ্ধমান সহরের জহরী-পটীতে একটী বস্ত্রালয় চালাইতেছেন। অতএব নানারূপে ইনি গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত। অথচ কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই; উচ্চ বা নীচ সকলের সহিত আদর করিয়া সদালাপ করেন। দেশের মধ্যে একজন ভক্তিভাজন, লোকপ্রিয়, সজ্জন পুরুষ। অনেক প্রসিদ্ধ বংশের সহিত কুটুম্বিতায় আবদ্ধ। বিবাহ ইদিলপুরের আশুতোষ মণ্ডলের ভগ্নী সুশীলাবালার সহিত।

পূর্ণচন্দ্রের প্রথমা কন্যা নির্ম্মলাবালার বিবাহ বিজলকনায় রামভূষণ মণ্ডলের পুত্র সতীশচন্দ্রের সহিত। নির্ম্মলার কন্যা সর্ব্বেশ্বরী।

দ্বিতীয়া কন্যা লতিকাবালার বিবাহ বাদুলের রাখালচন্দ্র পালের পুত্র বাসুদেবের সহিত। লতিকার কন্যা যজ্ঞেশ্বরী।

তৃতীয়া কন্যা কনকপ্রভার বিবাহ আতকুল্যার ত্রৈলোক্যনাথ পালের পুত্র জয়রামের সহিত। দুঃখের বিষয় কনকপ্রভা এক পুত্র রাখিয়া মৃতা।

পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **প্রকাশচন্দ্র** বাড়িতে থাকিয়া বিষয় কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করেন। সম্প্রতি দুই ভাই পৃথক হইয়াছেন। প্রকাশ-চন্দ্রের বিবাহ গয়তানপুরে শশীভূষণ পাঁজার কন্যা রাণীবালার সহিত। প্রকাশের কন্যা শক্তিবালার বিবাহ বামনের কুঞ্জবিহারী ঘোষের পুত্র ব্যোমকেশের সহিত। শক্তিবালার কন্যা ভবেশ্বরী।

অনন্তরাম—গ্রামের মণ্ডল বলিয়া বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। ইনি উদারস্বভাব, আত্মপর ভেদাভেদ করিতেন না। গ্রামের যে

কোন লোকের দায় বিপদে সাহায্য করিতে সদাই প্রস্তুত থাকিতেন; এ কারণ স্বতঃই সকলের ভক্তিভাজন ছিলেন। প্রথম বিবাহ জাগল্‌ডিপের কৈলাশচন্দ্র ভাণ্ডারীর কন্যা কামিনীর সহিত। কৈলাশচন্দ্র রাজগঞ্জের মোহান্ত মহারাজের স্বনামখ্যাত কারকুন্‌ ছিলেন।

দ্বিতীয় বিবাহ—চণ্ডীপুরের (বেড়ুগ্রামের) বিপ্রদাস মণ্ডলের কন্যা চপলার সহিত; এ পক্ষের কন্যা সুরবালা ও কমলা। অনন্তরাম ৫০ বৎসর বয়সে মৃত। অনন্তরামের প্রথমা কন্যা মৃণালিনীর বিবাহ গয়তানপুরে বিহারীলাল পাঁজার পুত্র আশুতোষের সহিত। মৃণালিনীর পুত্র রাধাশ্যাম ও মহানন্দ; কন্যা চণ্ডী ও অশোকা।

দ্বিতীয়া কন্যা সুরবালার বিবাহ নবগ্রাম গিরীশচন্দ্র মণ্ডলের পুত্র ফণিভূষণের সহিত। কন্যা পাঁচুবালা ও কালিদাসী।

তৃতীয়া কন্যা কমলার বিবাহ বাদুলের চারুচন্দ্র সামন্তের পুত্র অরুণচন্দ্রের সহিত। এক পুত্র ও এক কন্যা।

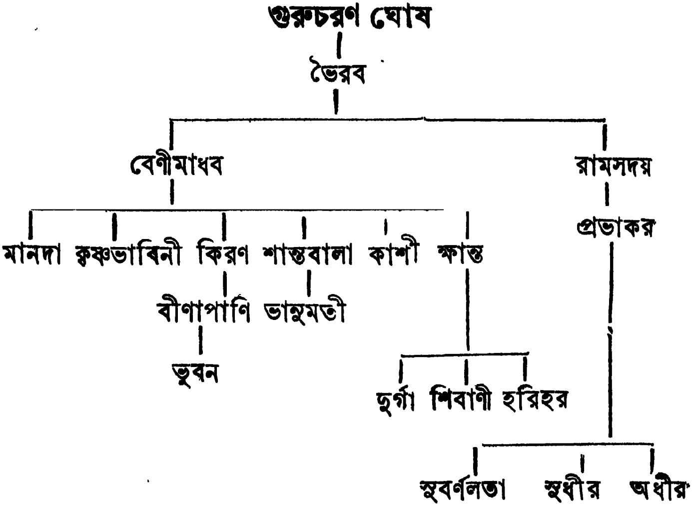
সতীশচন্দ্র—বুদ্ধিমান ও মেধাবী। লেখাপড়া শিখিবার সময় পিতার অবস্থা কিঞ্চিৎ অসচ্ছল হইয়াছিল; এ কারণ অতি কষ্টে লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে হইয়াছিল। এণ্ট্রেন্স্‌ পাশ করিয়া পোষ্টাফিসের চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছে; টেলিগ্রাফ্‌ পাশ। ইউরোপের গত মহাসমরের সময় পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের কার্য্য করিবার জন্য উত্তরপশ্চিম প্রান্তসীমায় কোহাট, বন্নু, ডেরাইস্মাইলখাঁ প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিল। তথায় উচ্চ বেতনে চাকুরী করিয়া অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। তদানীন্তন ভারতের প্রধান সেনাপতি লর্ড রলিন্‌সন্‌ বন্নু পরিদর্শনকালে টেলিগ্রাফ কার্য্য সুচারু সম্পন্ন দেখিয়া সতীশকে বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর, তাহার উপর আবার সামরিক পুষ্টিকর খাদ্য; সুতরাং বিশেষরূপ শারীরিক উন্নতি হইয়া লাবণ্যময় হইয়াছিল।

মৃদু স্বভাব—কখন কাহারও সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয় না, সকলেরই সম্মান রাখিয়া বাক্যালাপ করে, এজন্য গ্রামে কাহারও সহিত অপ্রণয় নাই, সকলেরই সহিত সদ্ভাব। ডাকঘরের কার্য্যেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। কয়েক বৎসর বর্দ্ধমান হেড আফিসে কার্য্য করিয়াছে; সম্প্রতি কুল্টীর সব-পোষ্টম্যাষ্টার। বিবাহ কাঁকুনার বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁএর প্রথমা কন্যা শতদলবাসিনীর সহিত।

নলিনীকান্ত—কলিকাতার প্রসিদ্ধ মসলা ব্যবসায়ী উমাপদ ঘোষের কর্ম্মচারী ও কিঞ্চিৎ অংশীদার। কার্য্যসূত্রে ইহাকে দেশ বিদেশে ঘুরিতে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মসলা সংগ্রহ করিবার জন্য অধিকাংশ সময় বোম্বাই সহরে কাটাইতে হয়। অতিশয় বিশ্বাসী, সজ্জন ও মধুরপ্রকৃতি। সততার জন্য উমাপদর বিশেষ প্রিয়। উমাপদ নলিনীর মেসো মহাশয়। নলিনীর বিবাহ বর্দ্ধমানের উকীল নপাড়ার উমেশচন্দ্র সরকারের পুত্র, আশুতোষের কন্যা ভানুমতীর সহিত। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সততা ও পরিশ্রমের গুণে কিরূপে লোকে অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, নলিনীকান্ত তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুখদা—বিবাহ বেলুনে ভুবনমোহন রায়ের সহিত। ভুবনমোহন সম্ভবতঃ ঘরজামাই ছিলেন। উঁয়াড়ির নফর কোলের কন্যা লক্ষ্মীমণি; লক্ষ্মীমণির পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের সহিত ত্রৈলোক্যতারিণীর বিবাহ। ত্রৈলোক্য ঘোষ মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঁয়াড়ীতে বাস করেন। পুত্র কুলদা ও গোকুল। কামিনীর বিবাহ নাড়িচার কেশবচন্দ্র মণ্ডলের সহিত। ত্রৈলোক্যতারিণী ও কামিনী উভয়ে বিশ্বনাথের সম্পত্তির অংশ পাইয়াছেন। কামিনী বিশ্বেশ্বরের শাশুড়ী।

পাত্রসায়ের ঘোষ বংশ।



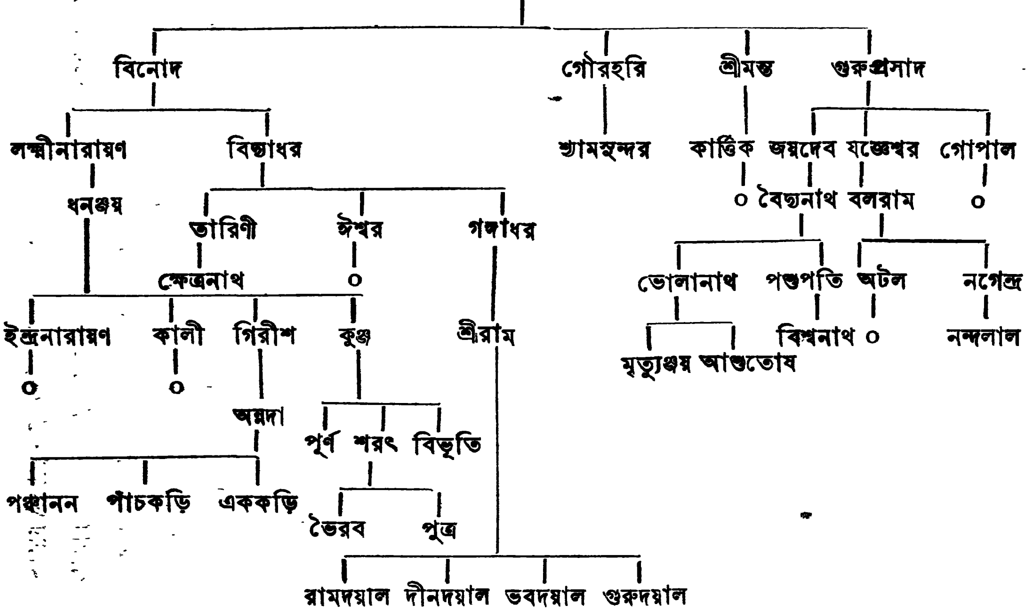
বেণীমাধবের ছয় কন্যা। বীণাপাণির বিবাহ পলিমপুরের সূর্য্যমণ্ডলের সহিত। শান্তবালার বিবাহ ধরমপুরের চণ্ডীচরণ মণ্ডলের সহিত। ভানুমতি অল্প বয়সে বিধবা হয়। কাঁকুনার রঘুনাথের সহিত কৃষ্ণভাবিনীর বিবাহ। কৃষ্ণভাবিনীর আগ্রহে কাঁকুনার খাঁ বংশীয়েরা বিধবা ভানুমতীর পুনরায় বিবাহ দিয়াছেন। ভানুমতী সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীসহ বাস করিতেছে; বিবাহ (বুড়ল) গোপীনাথপুরে নগেন্দ্রনাথ পাঁজার পুত্র রেণুপদর সহিত। ঐ গ্রামের অধিবাসীগণ সামাজিক আচার ব্যবহারে ভানুমতিকে লইয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া চলিতেছে। ক্ষান্তবালার বিবাহ ইদিলপুরে বাঁধের সন্নিকট ভূপতি মণ্ডলের সহিত।

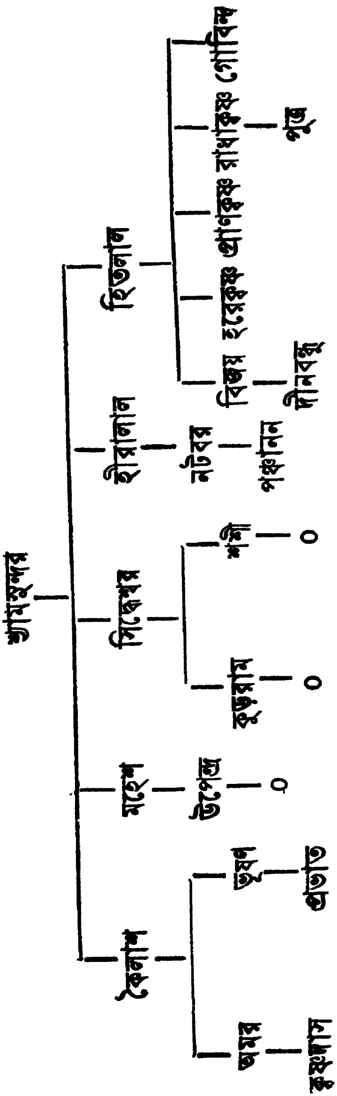
এই বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত না হইলেও **রামসদয়** অবস্থার বেশ

উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। জমিদারী সেরেস্তার কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাঁর বিবাহ পাঁচপাড়ায় কুসুমকামিনীর সহিত। ইনি অতিশয় সদালাপী ও সজ্জন। বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, যে সময় বেশ উন্নতি করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় নিজ পোষা কুকুরে ইহাঁকে কামড়াইয়া দেয়। দেশীয় চিকিৎসার পর, বৈবাহিক কাঁকুনার বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁএর ও অপর বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে ইনি কাসৌলী পাষ্টুর চিকিৎসালয়ে গমন করেন। তথায় আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাত্রে ট্রেণে হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধে মৃত্যু হয়। কাঁকুনার রজনীনাথ তখন পাটনার শিক্ষক। বিশ্বেশ্বরের লিখিত একখানি পত্রে রজনীনাথের ঠিকানা লেখা ছিল। ফিরিবার সময় রজনীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ ঠিকানা চাহিয়াছিলেন। ট্রেণের মধ্যে মৃত দেখিয়া পুলিস ঐ পত্রের ঠিকানা অনুসারে পাটনায় শবদেহ নামাইয়া রজনীনাথকে সংবাদ দেয়। রজনীনাথ লোক সাহায্যে গঙ্গাতীরে শবদেহের সৎকার করেন। মৃত্যু ১৯১৬ খ্রীঃ সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসে।

প্রভাকর—মাতাপিতার অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া বড়ই আদরে পালিত হইয়াছিল। শৈশবে অতিশয় সুখে লালিত পালিত হইলে ভবিষ্যতে বিধির বিধানে প্রায়ই কষ্ট পাইতে হয়। প্রভাকরের তাহাই হইয়াছে। অথচ ইহাতে প্রভাকরের কোনরূপ চরিত্র দোষ নাই। সচ্চরিত্র, অতিশয় পরিশ্রমী, ন্যায়পরায়ণ ও সকলের সহিত ভালবাসা। বিশেষ অশিক্ষিতও নয়, ম্যাট্রিক্ পাশ। উপস্থিত গ্রামের এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ভাল হোমিওপ্যাথ হইবার জন্য ঐ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। বিবাহ কাঁকুনার বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁয়ের তৃতীয়া কন্যা স্বরযুবালার সহিত।

মাসিলার সরকার বংশ। শাণ্ডিল্য গোত্র।





(কুলজী শ্রীমান্ নন্দলাল সরকার প্রদত্ত)।

শুনা যায় মাসিলার সরকারবংশীয় শ্যামসুন্দরের বংশধরগণ ডালা পশুরী করিয়া টাকা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

হিতলাল—দেশের বিশিষ্ট ধনী। বৈশ্যোচিত কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন এই তিনটীই ইহাঁর বিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল; ও তদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান হইতেন। ইহাঁর পুত্রগণও গোলামী করিতে বাহির না হইয়া পৈতৃক আচরণ বজায় রাখিয়াছে।

ক্ষেত্রনাথ—শশাঙ্গ স্কুল হইতে বৃত্তির সহিত পাশ করিয়া পোষ্টাফিসের কার্য্যে প্রবেশ করেন। পরে কয়েক বৎসর পেন্‌সন্ ভোগ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীরাম—ইহার বিষয় ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভূষণ—শশাঙ্গ স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া এণ্ট্রেন্স্ পাস করেন। কয়েক বৎসর বর্দ্ধমানের পোষ্টাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হেড্ ক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এখন পোষ্টাফিসের ইন্‌স্পেক্‌টার হইয়া মেদিনীপুর জেলায় কার্য্য করিতেছেন। ইনি অতিশয় সচ্চরিত্র ও বিনয়ী, সুতরাং অতিশয় লোকপ্রিয়।

নন্দলাল—বিবাহ নপাড়ার পুণ্ডরীকাক্ষের কন্যার সহিত। স্ত্রী বিয়োগের পর আর বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়; অথচ অল্পবয়স্ক সচ্চরিত্র যুবক। ইহার বিবাহ করা উচিত; নচেৎ যজ্ঞেশ্বরের বংশ লোপ হইতেছে। কয়েকটী বালক বালিকার অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছে। প্রকৃতি মধুর।

কাঁকুনার খাঁ পরিবারের পুরোহিত বংশ।

ঔর্ব্ব-চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-আপ্নুবৎ-পঞ্চপ্রবরস্তবাৎস্যগোত্রস্য সামবেদাধ্যায়িনঃ কৌথুমি শাখান্তর্গত-কাঞ্জিলাল কানু-সন্তানস্য শশাঙ্ক গ্রাম নিবাসিনঃ ॥

- গদাধর চক্রবর্ত্তিনঃ
  - দামোদর
    - পদ্মলোচন
      - কমলাকান্ত
        - রামকুমার
          - নিবারণ
            - আশুতোষ
              - শৈলেন্দ্র
            - পশুপতি
              - নারায়ণ
            - বিভূতি
              - গোপাল
        - কৈলাস
          - o
        - নন্দকুমার
          - o
      - রাধাকান্ত
        - উমাচরণ
          - কুঞ্জ
            - যোগেশ
              - ভোলানাথ
              - কাশীনাথ
              - বৈদ্যনাথ
            - অরুণ
              - o
          - বিনোদ
            - o
          - ভূষণ
            - o
          - কালীকুমার
            - দুর্গাদাস
        - তারক
          - ত্রৈলোক্য
            - o
        - রামচন্দ্র
          - শরৎ
            - সুরেশ
            - সুধীর

খাঁ পরিবারের পুরোহিত বংশ।

শশাঙ্গর চক্রবর্ত্তী বংশ বহুকালের প্রাচীন ও পণ্ডিতবংশ। কমলাকান্ত রাধাকান্ত পর্য্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। উহাঁদের সন্তানগণ হইতে পাণ্ডিত্যের অবসান হইয়াছে। এখন সকলেই সামান্যমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা করে। **রামকুমার** বড় বড় ক্রিয়াকর্ম্মের ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন ও পরিচালন করিবার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি কিছুদিন শশাঙ্গর হরিশচন্দ্র মণ্ডলের সহিত কাশীবাসী হইয়াছিলেন। পাক-প্রণালীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। খর্ব্বাকৃতি অথচ অতিশয় বলবান ও সাহসী। পত্নীবিয়োগ হইলে নিবারণকে পালন করেন। নিবারণকেও সেইরূপ অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। ইহাঁর পত্নী মূর্চ্ছারোগে পীড়িতা ছিলেন এবং ছোট ছোট তিনটী শিশু রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। সুতরাং নিবারণকেও তাঁহার পিতার ন্যায় সন্তান পালনের ভার লইতে হইয়াছিল। নিবারণের সঙ্গীত বিদ্যায় অতিশয় আসক্তি ছিল। ইহাঁর অতিশয় ঘোড়ারোগ ছিল। অতি দুষ্ট অশ্বের পৃষ্ঠে অনায়াসে চড়িয়া ছুটাইতেন। ইহাঁর প্রায়ই একটী অশ্ব থাকিত। ইনিও পিতার ন্যায় কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। পুরোহিত বংশের একা অর্দ্ধেক অংশীদার সুতরাং অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। আশুতোষ দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই মৃত। আশুতোষের বিবাহ মাসিলা গ্রামে। পশুপতিকে কাঁকুনার ক্ষেত্রময়ী ভিক্ষা দিয়াছিলেন; সুতরাং পশুপতি লেখকের ভিক্ষা ভাই। পশুপতির বিবাহ পাল্লাগ্রামে। পশুপতিও অল্প বয়সে মৃত। এখন সমস্ত ভার পড়িয়াছে কনিষ্ঠ বিভূতির স্কন্ধে। বিভূতি অতি সরলপ্রকৃতি সজ্জন; ইহাঁরও সঙ্গীতে আসক্তি আছে। ইহাঁর বিবাহ গয়তানপুরে। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ইহাঁর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

এখন এ বংশে, বড় ও মধ্যমা বধু, বিভূতি ও তিন ভ্রাতার পুত্র বর্ত্তমান। বড় বধু পৃথক হইয়া মাসিলায় আছেন। মধ্যমা বধু অবশাঙ্গ; সুতরাং বিভূতিকে ছোট শিশু লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

উমাচরণ—কোমলপ্রকৃতি ও খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। প্রথম পক্ষের পুত্র কেবল কুঞ্জবিহারী। কুঞ্জবিহারীকে বলরাম ডাক বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্ববঙ্গে চাকুরী করিয়া পেন্‌সন্ লইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র যোগেশ শশাঙ্কর পোষ্টম্যান্; ইহাঁর বিবাহ রূপসায়। অরুণ ক্রিয়াকর্ম্মে যজ্ঞে বিশেষ কর্ম্মঠ; পত্নী বিয়োগের পর আর বিবাহ করেন নাই। অরুণ নম্রপ্রকৃতি ও লোকপ্রিয়। বিনোদবিহারীর বিবাহ হয় নাই; চিরকুমার, এখন বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। ভূষণ মৃত। কালীকুমারের বিবাহ হইয়াছিল কাঁদড়সনায়, এখন মৃত। ত্রৈলোক্যনাথও বলরাম কর্ত্তৃক ডাক বিভাগে নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে চাকুরী করিয়াছিলেন; পরে পেন্‌সন্ লইয়া গ্রামের গোমস্তা হইয়াছিলেন। ইহাঁর বংশধর দৌহিত্র সুধীরকুমার শশাঙ্ক স্কুল ও তৎসংলগ্ন ডাকঘরের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

শরৎচন্দ্র—পুলিসের সব ইন্‌স্পেক্‌টার ছিলেন; এখন পেন্‌সন্ লইয়া গৃহবাসী হইয়াছেন। ইহাঁর পুত্র সুরেশচন্দ্র অসাধারণ সাহসী, দেবভক্ত, অতি নম্রপ্রকৃতি। সামাজিক কুসংস্কার নিবারণের জন্য এই অল্পবয়স্ক বালকের অদম্য উৎসাহ। খাঁ পরিবারও কুসংস্কার নিবারণে বদ্ধপরিকর। খাঁয়েরা একটী বিধবার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া অন্যান্য পুরোহিত গোষ্ঠী ইহাঁদের যাজকতা করিতে অনিচ্ছুক হইলে, ইনি সাহসের সহিত পৌরোহিত্য করিতে একা অগ্রসর হইলেন। বলিলেন, "বিধবা-বিবাহ সমাজের বিশেষ উপকারী; এমন একটা উৎকৃষ্ট কার্য্যে যাঁহারা বাধা দেন তাঁহারা অবিবেচক। আমার মাতা পিতাও যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন তথাপি আমি খাঁ বংশের পৌরোহিত্য

গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া ইনি পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন। সত্য ইহাঁর পিতা বিরোধী ছিলেন; কিন্তু পুত্রকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া পুত্রের সহিত যোগ দিয়াছেন। এখন ইহাঁরাই খাঁ বংশের একমাত্র পুরোহিত বংশ। যখন খাঁ বংশ তাঁহাদের বিগ্রহ বিষ্ণু ও চণ্ডী মাতার নিত্য সেবা পরিচালন জন্য বিশেষ বিপন্ন, তখন এই বালক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়াছেন। অতএব খাঁ বংশও যেন চিরকাল একথা মনে রাখিয়া কার্য্য করেন। আর এক বিস্ময়ের কথা সুরেশচন্দ্র সাধনাবলে অতি অল্প বয়সেই আধ্যাত্মিকতা লাভ করিয়াছেন। জপ তপ দ্বারা বিগ্রহ চণ্ডীমাতাকে জাগ্রৎ করিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে দেবীর দর্শনলাভ করেন ও অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করেন। ম্যাট্রিক্ পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র আলোচনায় রত থাকিয়া বিদ্যাবিনোদ ও কাব্যবিনোদ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

১৩২০ সালের দামোদরের বন্যা।

১৩২০ সালের ২৩শে শ্রাবণ দামোদর নদের ভীষণ বন্যা হয়। এরূপ সর্ব্বনাশকর বহুদূরব্যাপী বন্যা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ১২৩০ সালে এক ভীষণ বন্যা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় এবং সে বিষয়ের উল্লেখও এই পুস্তকে আছে। ১৩০৪ সালে এক ভীষণ বন্যা হয়, ঐ বন্যাই ১২৩০ সালের বন্যা অপেক্ষা ভীষণ। কারণ ১২৩০ সালে যতদুর ঊর্দ্ধে জল উঠিয়াছিল, তাহার পরিমাণ বুঝিয়া লোকে ঘর ভিটা উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল; কিন্তু এই উচ্চ ভিটায় নির্ম্মিত যাবতীয় গৃহ ১৩০৪ সালের প্লাবনে ভূমিসাৎ হয়। এই বন্যার সময়েও তীরবর্ত্তী গ্রাম ও দূরবর্ত্তী খণ্ডঘোষ, খোরকোল, উয়ানে, সাঁকারী, প্রভৃতি বাঁকুড়া রাস্তার দক্ষিণস্থ গ্রাম সমূহের বাড়ী ভূতলশায়ী হইয়াছিল। আবার এই বন্যার জলের উচ্চতা বুঝিয়া আমরাই ভিটা উচ্চ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই উচ্চ ভিটায় নির্ম্মিত গৃহাদিও ১৩২০ সালের বন্যায় একেবারে ভাসিয়া গেল। অতএব প্রচলিত ১২৩০ সালের ভীষণ বন্যা অপেক্ষা ১৩০৪ সালের বন্যা ভীষণতর, ও ১৩০৪ সালের বন্যা অপেক্ষা ১৩২০ সালের বন্যা ভীষণতম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন সকলেই আবার ১৩২০ সালের বন্যার জলের উচ্চতা দেখিয়া ভিটা উচ্চ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। পূর্ব্বপাড়ার কেবল আমার দালানের (বর্ত্তমান কালীপদর) ভিতর জল প্রবেশ করে নাই। জল এই দালানের বারেন্দা ডুবিয়া চৌকাঠ সমান উঠিয়াছিল; ঢেউ

আসিয়া মধ্যে মধ্যে সামান্য জল ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৩২০ সালের বন্যার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বন্যার তুলনা হয় না। গ্রামে পুরাতন মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাড়ী একটীও ছিল না। একমাত্র অমৃতর মাটকোটা দণ্ডায়মান ছিল, তারও দেওয়াল অনেকটা বসিয়া গিয়াছে। পাড়ার সমস্ত লোক উক্ত ক্ষুদ্র দালানে আশ্রয় লইয়াছিল। সে সময় আবাদের সময়, আমারও সে সময় চাষের বন্দোবস্ত ছিল। এজন্য চাকর ও মজুরদের জন্য প্রচুর মুড়ি ভাজা ছিল; ঐ মুড়িমাত্র খাইয়াই সকলে কয়দিন কাটাইয়াছে।

আমি তখন হাওড়ায় অল্পদিন মাত্র কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। ২৫শে শ্রাবণ বেলা দ্বিপ্রহরে কোন বন্ধুর নিকট শুনিলাম, বর্দ্ধমান জেলা বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে; বহুসংখ্যক গ্রাম একেবারে ধ্বংস হইয়াছে; অনেক স্ত্রী পুরুষ ও শিশু, গো, ছাগ, মেষ প্রভৃতির জীবন নাশ হইয়াছে। একথা শুনিয়াই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; ভয় হইল, বুঝি আমার আত্মীয় বন্ধু সকলেই বন্যায় প্রাণ হারাইয়াছে। তখনই বর্দ্ধমান যাইবার জন্য বাহির হইলাম। ষ্টেষণে গিয়া শুনিলাম বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ট্রেণ মেমারী পর্য্যন্ত যাইবে। যতদূর অগ্রসর হইতে পারি এই আশায় মেমারীর টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। কতই চিন্তান্বিত হইয়া গাড়ীতে বসিয়াছি, এমন সময় দেখি কয়েক বস্তা চিঁড়া, চাল, দাল, ময়দা, নূতন পুরাতন বস্ত্র, ইত্যাদিতে গাড়ী বোঝাই হইয়া গেল। এ সব সেবক সমিতির ভিক্ষা-লব্ধ খাদ্যদ্রব্য বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইতেছে। নানা লোকের নিকট বন্যা সম্বন্ধীয় নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে চলিলাম। ক্রমে গাড়ী মেমারীতে পৌঁছিল। যাবতীয় খাদ্য দ্রব্যাদির বস্তা মেমারীতে নামান হইল। এই সকল দ্রব্যাদি চকদীঘী হইয়া দামোদরের বন্যা পীড়িত স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। গাড়ীতেই

বসিয়া ভাবিতেছি, কি করিব। একবার মনে হইতে লাগিল আমি সন্তরণে পটু আছি, মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হইলে সাঁতার দিয়া যতদূর পারি বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইব। আবার ভাবিতেছি অপরাহ্ণ হইয়াছে, কতদূরই বা যাইতে পারিব? আমার বাল্যবন্ধু নিবারণচন্দ্র নায়েক মেমারীবাসী, তথায় রাত্রি কাটাইব। এইরূপ আকাশ পাতাল ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি আমার উক্ত বাল্যবন্ধু দৈবক্রমে আমারই কামরায় উঠিল। বন্ধুকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। বন্ধুর নিকট শুনিলাম টেলিগ্রামে খপর হইয়াছে শক্তিগড় পর্য্যন্ত ট্রেণ যাইতে পারে। গাড়ী অতি ধীরে ধীরে চলিল; শক্তিগড়ও পার হইল, ক্রমে প্রায় দিবাবসানে বর্দ্ধমানে পৌঁছিল। ষ্টেষণে জলের চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম প্লাটফরমের উপর অন্ততঃ এক ফুট জল হইয়াছিল। রাণীগঞ্জের বাজার পার হইয়া রাধানগরের মোড়ে দেখি সমস্ত রাস্তা ডুবিয়া আছে। যদিও আমাদের নদীর ঘাটে যাইবার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু যাওয়া হইল না। কারণ সকলেই বলিল ৩ দিন নৌকা পারাপার বন্ধ আছে।

বর্দ্ধমান সহরের অবস্থা। রাধানগরের রাস্তায় গামছা পরিয়া নামিলাম ক্রমে এক কোমর জল হইল। বড়দাদা বলরাম ঘোষ খাঁ রাধানগরে ছিলেন। তাঁহার ঘরে জল হওয়াতে আমার খুড়তুতো ভগ্নী হেমাঙ্গিনীর বাসায় আশ্রয় লইয়াছেন; আমিও তথায় গেলাম। খোসবাগানে নৌকা সাহায্যে অনেক লোককে বাঁচাইতে হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজার আদেশে হাতী লইয়া কর্ম্মচারিগণ লোকের উদ্ধারে নিয়োজিত হইয়াছিল। রাজবাড়ী হইতে সহরের অধিবাসিগণ বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিল। লোকের দুঃখ নিবারণের জন্য রাজা মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। মহারাজার বহুসংখ্যক বিশাল বাড়ীতে হাজার হাজার লোক আহার ও বাসস্থান পাইয়াছিল। যথার্থই

মহারাজ রাজোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় বুঝা গিয়াছে রাজবাড়ীর স্থানটীই সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কাছারী হইতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত বিজয়চাঁদ রোড কোন কোন স্থান ডুবে নাই। বাকী সকল রাস্তাই জলে ডুবিয়াছিল। মাটীর দেওয়ালের যাবতীয় ঘর ভূমিসাৎ হয়। বাঁকা নদীর ধারে তেলমাড়ুই, বেড়, বীরহাটা, ইঁচলাবাজার, পুরাতন চক প্রভৃতি স্থানে সাঁতার জল। বর্দ্ধমান কোর্টের ভিতর জল প্রবেশ করিয়া অনেক নথী পত্র ভিজিয়া যায় এবং অনেক কষ্টে কতক কাগজপত্র টেবেলাদির উপর রাখা হইয়াছিল। এক আদালত হইতে অন্য ঘরে যাইবার পথে বেঞ্চ ও টুল পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ কয়েক দিন চলিয়াছিল। জল কিছু কমিলে একদিন একটা বড় রোহিত মৎস্য লাফাইয়া কালেক্টরীর বারেণ্ডায় পড়িয়াছিল। কৃষ্ণসায়ের, শ্যামসায়ের, রাণী-সায়ের প্রভৃতি মহারাজার বিশাল সরোবর ভাসিয়া গিয়াছিল। মহারাজার অনেক পুরাতন মৎস্য বাহির হইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের নিকট দামোদরের উত্তর তীরে সহর রক্ষার জন্য বরাবর বিশাল বাঁধ আছে। কিন্তু দক্ষিণ তীরে বাঁধ নাই। বাঁধ রক্ষা করিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে? বেলকাশের নিকট কোন স্থানে ইঁদুরের গর্ত্তের সূত্র ধরিয়া হঠাৎ একস্থান ভাঙ্গিয়া প্রবল বেগে জল বর্দ্ধমানের দিকে ছুটিল। খানাজংসন প্রভৃতি স্থানের রেলপথ স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গেল। জল ক্রমে মেমারী পর্য্যন্ত ভাসাইয়া চলিল; ক্রমে উত্তরে গিয়া স্থানে স্থানে ভাগীরথীতে মিলিয়াছিল। দামোদরের জল ভাগীরথীতে পড়া বোধ হয় এই প্রথম। বর্দ্ধমান ষ্টেশনের কিছু পূর্ব্বে বামের মাঠের সুদীর্ঘ ১০৮ ফোকর বিশিষ্ট সুদীর্ঘ সেতু দিয়া জল চলিয়া যাইবার পথ পাইয়াছিল বলিয়া বর্দ্ধমানের বিপদ আরও অধিক হইতে পায় নাই। আর বাঁধ

ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়াই দক্ষিণ তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহ আরও ভীষণ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বিধাতা এ ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করিয়াছেন।

পরদিন প্রত্যুষে দুই বন্ধুতে বর্দ্ধমান হইতে নগ্নপদে বাহির হইলাম। রাস্তা সমূহ বন্যায় বিধৌত হওয়াতে তীক্ষ্ণ কঙ্করময় হইয়াছিল, এজন্য চলিতে বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। কাঠগোলার ঘাটে গিয়া শুনিলাম তিন খানি নৌকাই ওপারে আছে। তাহারা এ পর্য্যন্ত এপারে আসিতে সাহস করে নাই। অতিরিক্ত মানসিক উৎকণ্ঠার সময় লোকে নিরাশার উপর আশা করিয়া থাকে। আশা হইল আরও পশ্চিমে বেলকাশের ঘাটে হয়ত নৌকা পাইলেও পাইতে পারি। কাঠ-গোলার ঘাটে প্রায় বেলা এগারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, বাঁধ ধরিয়া পশ্চিম মুখে বেলকাশের দিকে চলিলাম। বাঁধের গায়ে নদীর দিকে কি বীভৎস দৃশ্য দেখিলাম। কোথাও দেখি মৃত গরু পড়িয়া আছে, কোথাও বা মুচীরা গরুর চামড়া খুলিয়া লইয়াছে, রক্তবর্ণ সমুদয় দেহ পড়িয়া আছে, কোথাও বা মুচীরা চামড়া ছাড়াইতেছে, কোথাও মৃত শিয়াল, কোথাও কুকুর, কোথাও ছাগল, কোথাও ভেড়া বাঁধের গায়ে পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষের উপর শকুনী গৃধিনী সমূহ পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছে; আর তাহাদের আহারের ইচ্ছা নাই। এইরূপ বহুসংখ্যক মৃতদেহ বাঁধ সংলগ্ন দেখিয়া স্বতঃই মনে হইল, কত শত সহস্র জীব দামোদরের মধ্য দিয়া ভাসিয়া গিয়াছে! যাই হউক বেলকাশ যাওয়া বৃথাই হইল। বেলা তিনটার সময় নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে বন্ধুর কুটুম্ব বাড়ীতে কোন রূপে উদর পূর্ত্তি করিলাম। আবার ফেরত কাঠগোলায়,—আশা যদি অপরাহ্ণে একখানি নৌকা এ পারে আসে। সে আশাও বিফল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাঠ-গোলার ঘাটে কাটাইয়া পুনরায় বর্দ্ধমানে ফিরিলাম। বন্ধু ইদিল-পুরেই কোন কুটুম্ব বাড়ীতে রহিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে—বৰ্দ্ধমান হইতে আবার বাহির হইলাম। ৭টার সময় কাঠগোলায় পৌঁছিয়া দেখিলাম ওপার হইতে নৌকা ছাড়িবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এ পারে নদীতীরে লোকারণ্য। ভাবিলাম নৌকা এক খানি আসিলেই বা এত লোক কিরূপে চড়িবে। হয়ত বহু লোকের ভরে নৌকা ডুবিয়া যাইবে। তীরে সামান্য খাবারের দোকানও বসিয়াছে। দোকানদার এক পয়সার জিনিষ চারি পয়সায় বিক্রয় করিতেছে। তাই কিঞ্চিৎ লইয়া পিত্ত রক্ষা করিলাম। বেলা এগারটার সময় আকাশভেদী হরিধ্বনি করিতে করিতে নৌকা উত্তর তীরে লাগিল। লোক নামিতে না নামিতে সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া ওপারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তাহারা বেশী কিছু বলে না; কেবল বলে "কিছু নাই মশায় কিছু নাই; কে আছে, কে না আছে, এখন পৰ্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই, গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।"

অধিক সংখ্যক লোক দেখিয়া অনেকেই নৌকায় চড়িতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; আমিও ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। বহুলোকে নৌকা পুরিয়া গেল। অদৃষ্টে যা আছে ভাবিয়া নৌকায় উঠিলাম। সন্তরণপটুতাই আমার সাহস আনিয়া দিল।—বহরমপুর কলেজে পড়িবার সময় একবার ভাদ্র মাসের কাণায় কাণায় গঙ্গা সখ করিয়া কয়েক জন বন্ধুসহ সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলাম।—অনেকেই দ্বিতীয় নৌকার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। ঘন ঘন হরিধ্বনির সহিত নৌকা অনেক উর্দ্ধে গুণ টানিয়া ছাড়িয়া দিল। তীরের ন্যায় নৌকা ছুটিল; কেবলমাত্র হালের সাহায্যে নৌকার দিক ঠিক রাখিল। এখানে দাঁড় টানার ব্যবস্থা নাই; বড় বড় বাঁসের খোঁচা দিয়া নৌকা চালিত হয়। কিন্তু নদীর জল যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন আর বাঁসে থই পায় না। ক্রমে যখন গভীরতা কম হইল তখন এক একটা

বাঁস দুই দুই জন ধরিয়া অতিশয় বল প্রয়োগ দ্বারা খোঁচ দিতে আরম্ভ করিল। প্রায় তিন মাইল নিম্নে ওপারে নৌকা লাগিল।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। নামিয়া দেখি সব ফাঁকা। কোথাও কোন জীবের অস্তিত্ব নাই। মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, কাঠবিড়াল, টিকটিকি, গিরগিটী, পোকা, মাকড়, পিপীলিকা, বা মাছি, কোন স্থানে কোন প্রাণী দেখিতে পাইলাম না। পথ কোথাও নাই অথচ পলি পড়িয়া সবই পথ। অগ্রবর্ত্তী কতকগুলি লোক যে দিকে চলিতেছে তাহাদেরই অনুসরণে সারি বাঁধিয়া চলিলাম। কাদা নাই, পলি মাটী আঁটিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর এইরূপে নদীর জলের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম মাত্র একটী জীব—একটী গো-বৎস। কোন জীবই যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না, এ কথা আমিই লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং সহযাত্রীদের দুই এক জনের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। হঠাৎ গো-বৎসটীকে দেখিয়া যেন একটু আনন্দ হইল। আমরা যে সারি বাঁধিয়া যাইতেছিলাম ঐ সারি হইতে বৎসটী ১৫।১৬ হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল। জন মনুষ্য নাই অথচ একমাত্র গো-বৎস কিরূপে তথায় আসিল? কৌতূহল-বশতঃ সারি ছাড়িয়া বৎসের নিকট গেলাম। গিয়া দেখি পলির মধ্যে বৎসের পা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত পোঁতা। কাদা নাই পলি শুকাইয়া টানিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম বন্যা কমিবার সময় এইস্থানে ভাসিয়া আসিয়া বৎসটি দাঁড়াইতে পারিয়াছিল; নূতন নরম পলিতে পা বসিয়া গিয়াছিল; কাদা হইতে পা উঠাইয়া হয়ত একটু আধটু সরিয়াছিল আর পা তুলিতে পারে নাই; ক্রমে মাটী টানিয়া গিয়াছে। চারিটী পা এখন মাটিতে আবদ্ধ; নড়িবার বা শুইবার উপায় নাই।

প্রথমে টানিয়া তোলা যায় কি না দেখিলাম। পরে হাতে করিয়া মাটী খুঁড়িবার চেষ্টা করিলাম; কোন অস্ত্র নাই, ছাতার বাঁটের দ্বারা

খুঁড়িতে লাগিলাম। এই সময় অপর কয়েকটী সহযাত্রী কৌতুকবশে আমার নিকটবর্ত্তী হইল ও সকলে আগ্রহের সহিত ছাতা ও লাঠীর সাহায্যে চারিটী পায়ের চারিদিকের মাটী খুঁড়িয়া তাহাকে উপরে দাঁড় করাইয়া দিল; তখন আর আমাকে বড় কিছু করিতে হয় নাই। বাছুরটী আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। কেহ কেহ একবার বাছুরটীকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিল, আবার কি ভাবিয়া কেহই লইল না। যাই হোক্, "রাখে হরি মারে কে ?"

কোথায় পথ, কোথায় যাইতেছি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে কামালপুরের সন্নিকট হইলে কতকটা আভাস পাইলাম। এতক্ষণ নদীর উপরিতন গর্ভে চলিতেছিলাম। এবার গয়তানপুরের পূর্ব্ব মাঠে নদীর উপর তীরে উঠিলাম। তীরে উঠিয়া দেখি আইলও নাই, পথও নাই; কোথাও জলময়, কোথাও বালুকাময়। এই মাঠে প্রচুর ধান্য জন্মে, কিন্তু পলি পড়িয়া সব সমতল। দেখিলাম ইতোমধ্যেই নূতন নরম পলির উপর দুই এক স্থানে কেহ কেহ নূতন ধানের চারা পুঁতিয়াছে। কয়েকজন মিলিয়া গয়তানপুর গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার প্রয়াস পাইলাম। গ্রামের মধ্যেও পথ নাই; গ্রামময় কেবল ঘরের চাল পড়িয়া আছে। অনবরত চালের উপর দিয়া উঠা নামা করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলাম। গ্রামের লোকও কোথাও কোথাও চালের উপর বসিয়া। কেহ পতিত গৃহের কবাট চালের উপর পাতিয়া তাহার উপর কর্দ্দম লেপিয়া উনন করিয়াছে; অতি কষ্টে গৃহস্থিত কিঞ্চিৎ ভিজা তণ্ডুল বাহির করিয়া সিদ্ধ করিতেছে। তেঁতুল, আলু, কুমড়া প্রভৃতি কেহ বা কোনরূপে বাহির করিতেছে; কিন্তু উপায় নাই লবণের। লোককে কিছুদিন আলবণই খাইতে হইয়াছিল। মোট কথা গয়তানপুরে একখানিও ঘর দেখিতে পাই নাই। তখনও দেখি গয়তানপুরের মধ্য দিয়া একটা মোহানা হইয়া

গ্রামের দক্ষিণ দিকে নদীর জল বহিতেছে। গামছা পরিয়া এক বুক বা এক কোমর জলে একটী ক্ষুদ্র দামোদর পার হইলাম।

পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ ক্ষুদ্র দামোদর আরও ২।১ স্থানে পার হইয়া শশাঙ্ক প্রবেশ করিয়া দুই একটা চালের উপর দিয়া অধরচন্দ্র ডাক্তারের নিকট পৌঁছিলাম। ডাক্তার বাবু একটী কালোচিত ক্ষুদ্র চালা বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সকলে জীবিত আছে, গ্রামের কেহ মরে নাই, মাটীর ঘর কাহারও নাই; বাগ্দীপাড়ার কয়েকজন চাল সমেত ভাসিয়া গিয়াছে; অনেকে গাছে বাস করিতেছে, কতকগুলি গরু ছাগল ভাসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে জল-স্রোতের জন্য কাঁকুনায় যাতায়াত পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল, সেইদিন মাত্র খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সকলে জীবিত আছে।—যাই হোক এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কাঁকুনার পূর্ব্বাংশে বাগ্দীপাড়ায় গিয়া দেখি, সব সমতল; কোন ঘরের চিহ্ন মাত্র নাই। ২।১ খানা চাল খুঁটাতে বা বৃক্ষে দড়ি দিয়া বাঁধা মাটিতে পড়িয়া। একটা গাছের উপর গোটাকতক বাঁশ বাকারী বাঁধিয়া আমেরিকার বন্য অধিবাসীর মত বসিবার স্থান দেখিলাম। অনেকে কয়দিন দুই একটা মাত্র ভাসমান তাল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে।

ঘরে গিয়া দেখিলাম আমার মাটীর দেওয়ালের বড় কোটা ঘর ও অপর একটী ছোট মাটকোটা রসুই ঘর পড়িয়া গিয়াছে। দুইটীই টীনের চালও নূতন তৈয়ারী হইয়াছিল। গ্রামের সকলেরই দশা সমান। চাল টাল ভাঙ্গিয়া কোনরূপে কুঁড়েঘর করিয়া সকলে বাস করিতেছে।

শুনিলাম গ্রামের দক্ষিণ বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়া কত লোক চালের উপর বসিয়া ভাসিয়া গিয়াছে ও রক্ষা করিবার প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে

জানাইয়াছে ; তখন কে কাহার সাহায্য করিবে ? আবার ইহারই মধ্যে শুনা গিয়াছে, কোন দল চালের উপর ভাসিতে ভাসিতে ডুগী তবলা লইয়া গান করিতে করিতে গিয়াছে।

আর এক উল্লেখ করিবার প্রধান কথা কেদার বাবুর। আমপুকুরে বান ঢুকিয়া পাছে মাছগুলা বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে কেদার বাবু, চাকর ও নিজ পুত্র বোবা ক্ষুদিরাম সহ মোহান বাঁধিতে যায়। তখন বেলা ১১টা। খানিক কাজ করার পর তামাক খাইবার ইচ্ছা হওয়াতে চাকর বাবুরাম বাগ্‌দীকে তামাক সাজিয়া আনিতে পাঠায় ; কিন্তু জল এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল যে, চাকর আর জল পার হইয়া আমপুকুরে পৌছিতে পারিল না। ক্রমে মোহান বাঁধার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল ; কারণ পুকুরের চারি পাহাড় ডুবিয়া জল প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে পাড়ে দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া পিতা পুত্রে দুইটী বৃক্ষে আরোহণ করিল। কেবল সামান্য মুড়ি মাত্র খাইয়া পুকুরে গিয়াছিল। ক্রমে রাত্রি। পরিধানে মাত্র গামছা, হাতে একটী হুকা। রাত্রে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছিল। শীতে কম্পান্বিত কলেবর। গভীর রাত্রে কেবল আর্ত্তনাদ ও গৃহপতনের ভীষণ শব্দ শুনিতেছিল। পাড়ের উপর এখন সাঁতার জল। সারারাত্রি কাটিয়া গেল ; প্রভাত হইল, জল কমে নাই। গোয়াল চাপা মরিবে এই ভয়ে কতকগুলি গরুকে পুকুরের পাড়ে ছাড়িয়া রাখা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ৫।৬টা গরু কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রভাত হইল, দুপর হইল, সন্ধ্যা হইল, জল কমে নাই, পিতাপুত্রে গাছের উপর। ক্রমে পুনরায় রাত্রি আসিল। দুইদিন অনাহার, অনিদ্রা, মানসিক চিন্তা, শীত ও বৃষ্টিভোগ ইত্যাদিতে কেদার বাবুর শরীর অবসন্ন হইল। রাত্রে বৃক্ষের উপর বসিয়া কেদার বাবুর মনে

হইল যেন এক মনোহর তপোবনে আসিয়াছে। চারিদিকে মুনি-ঋষিগণ তপস্যায় বসিয়া আছেন, হোম করিতেছেন। চারিদিকে অতি মনোহর স্নিগ্ধ আলো জ্বলিতেছে; সে আলোক কি মধুর—কি সুন্দর দৃশ্য!—একি হইল? বৃক্ষ হইতে নামিল আর কোথাও কিছু নাই। আবার বৃক্ষে উঠিল, আবার সেই মনোহর তপোবন, সেই মুনি-ঋষিগণ, সেই মনোমুগ্ধকর আলোক। পুনরায় বৃক্ষ হইতে নামিল—আর কোথাও কিছুই নাই! এইরূপ কেদার বাবু তিন চারিবার প্রত্যক্ষ করে। এই বিবরণ আমি কেদার বাবু প্রমুখাৎ স্বকর্ণে শুনিয়াছি। মনস্তত্বজ্ঞগণ ইহার মীমাংসা করিবেন।

রাত্রি ১১টার পর পুত্র ক্ষুদিরাম ইঙ্গিতে সর্পভীতি জানাইল। তখন পুকুর পাড় হইতে জল নামিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও বাড়ী আসিবার উপায় নাই। দামোদরের উত্তরতীরে বাঁধ ভাঙ্গার জন্য জল দ্রুতই কমিতে লাগিল। রাত্রি ১২টার সময় অতি কষ্টে বাড়ীতে আসে; কিন্তু বাড়ী কোথায়? সব পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমে চীৎকার করিয়া ডাকিল। সকলে আমার দালানে ছিল, তথায় আসিয়া মুড়ি খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিল।

গয়তানপুর, আতকড়ে, শশাঙ্গ, নায়েকপাড়া, নপাড়া, মাসিলা, নাড়িচা, রূপসা, প্রভৃতি নদীর পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামের যাবতীয় গৃহ পড়িয়া গিয়াছিল। খণ্ডঘোষ, উঁয়াড়ী, খোরকোল, তেলো, সাঁকারী, ক্ষুদকুড়ি, যুব্‌লে পর্য্যন্ত সকল গ্রাম একেবারে ধ্বংস। কোন কোন গ্রামে ২।৪ খানি ঘর ছিল, কোন গ্রামে একটিও না। বাগ্‌দীপাড়ায় অনেকেই বৃক্ষে চড়িয়াছিল। অনেকে ঘর পড়িয়া যাইবার পর চালের উপরে বসিয়াছিল।

অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মানবের হৃদয়ে মাতৃভক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ না করিলে প্রকৃতই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। সূর্য্য

বাগ্‌দী তাহার ছেলেদিগকে লইয়া স্ত্রীর সহিত একটী চালে বসিয়াছিল। তাহার মাতা ৩।৪টী গরুর দড়ি ধরিয়া অপর একটী চালে বসিয়াছিল। ক্রমে জল বেশী হওয়ায় সূর্য্য বাগ্‌দীর মা যে চালটীতে বসিয়াছিল, সেই চালটী তাহার মাতাকে ও গরুগুলিকে লইয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। মা ভাসিয়া যাইবে আর সূর্য্য নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবে, এ ভাব সে কিছুতেই হৃদয়ে স্থান দিল না। মায়ের চাল ভাসিতে দেখিয়া সূর্য্য লাফ দিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও কিছুদূর সাঁতার দিয়া গিয়া মায়ের ভাসমান চালে উঠিতে সমর্থ হয়। এখন মাতা ও পুত্র ভাসিয়া চলিল। ভাসিতে ভাসিতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী সাঁকারীর বিল পার হইয়া যাইবার পর সৌভাগ্যক্রমে একটী গাছের তলা দিয়া চালটী ভাসিয়া যাইতেছিল। এই অবসরে সে তাহার মাকে কোমরে ধরিয়া গাছের একটা ডাল ধরাইয়া দিল, ও নিজে অপর একটী ডাল ধরিয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া উভয়ের প্রাণ রক্ষা করিল। তিন দিন পরে জল কমিলে বাড়ী ফিরিয়া আসে। স্ত্রী বা সন্তানাদির কি দশা হইবে এ কথা সে ভাবিল না, মাতৃভক্তি প্রণোদিত হইয়া সে মাতাকে রক্ষা করিবার জন্যই জীবন পণ করিল। ভাবিয়াছিল যদি মাকে বাঁচাইতে পারে তবেই সে ফিরিবে, নচেৎ মায়ের সহিত সমান গতি হইবে। এই এক অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

অভূতপূর্ব্ব অভিনব ভীষণ বন্যা! কত গরুর মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই; যেখানে সেখানে গরুর মৃতদেহ পড়িয়াছিল। মুচীরা খাল খুলিয়া লইয়াছে অবশিষ্ট সব পড়িয়া পচিতে আরম্ভ করিল। একটা মৃত গরু বাড়ীর সন্নিকটেই পচিয়া গন্ধে অতিষ্ঠ করিয়াছিল; বাড়ী পৌঁছিয়া মুচি ডাকিয়া তাহাদিগকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়া স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই পচা

গন্ধ ; পথ চলা ভার। কোথাও কুকুর পচিতেছে, কোথাও শৃগাল পচিতেছে, কোথাও ছাগ, কোথাও মেষ পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছিল। কোথাও কোথাও মৃত মানবদেহও দেখা গিয়াছিল। মথুরডাঙ্গার বাঁশবনে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ ছিল, তাহার গায়ের গহনা লইয়া কেহ বা লাভবান হইয়াছিল। কোথাও বক্ষে সন্তান লইয়া মাতার শবদেহ ভাসিয়া যাইতে শুনা গিয়াছে। অনেক স্থানে অনেকেই স্ত্রীলোকের শবদেহ হইতে অলঙ্কার পাইয়াছিল।

চাল, দাল প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ঘর চাপা পড়াতে সকলেরই খাদ্যাভাব। বন্যার পরেও লোকে অনেক দিন খাইতে পায় নাই। এই সময় দলে দলে সেবক-সমিতি খাদ্যের ও পরিধেয়ের ভাণ্ডার লইয়া আসিয়া লোকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট হইতেও সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামের দুই একজন ভদ্র লোকের নিকট চাল, দাল, ঘৃত, ময়দা, ছোলা প্রভৃতি জমা দিয়া বিতরণের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। শুনা যায় কোন কোন ভদ্রলোক অভদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। স্বেচ্ছা-সেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে অনেক ভদ্র গৃহস্থের সন্তান নগ্নপদে জল কাদা ঘাঁটিয়া, জলে ভিজিয়া অনবরতঃ সাহায্য করিয়া বেড়াইয়াছে। ধন্য স্বেচ্ছা-সেবকগণ!

সকলেই মনে করিয়াছিল, এ বৎসর ভীষণ ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রাদুর্ভাব হইবে ; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এ বৎসর দেশে কোন ব্যাধি প্রকাশ পায় নাই। মাঠের ধান গাছ সমস্তই পচিয়া গিয়াছিল। অনেককে কাস্তে বাহির করিতে হয় নাই। ধান্যের দর ছিল আধমণ।

বন্যা—বিধাতার মার, সুতরাং সকলে নির্ব্বিবাদে সহ্য করিল!

দেবী-মাহাত্ম্য।

১। দশমী পূজার দিন বরাবর চ্যাং মাছ বলি দিবার প্রথা ছিল। এই চ্যাং মাছ প্রতি বৎসর ভুবন বাগ্দীর বংশীয়েরা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু এই বিশ সালের বন্যার বৎসর ভুবন কিছুতেই কোন স্থান হইতে চ্যাং মাছ সংগ্রহ করিতে পারিল না। গ্রামের লোকেও ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানা চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইল। মায়ের পূজার অঙ্গহানি হইবে বলিয়া সকলেই বিষণ্ণ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঠিক যে সময় চ্যাং মাছের আবশ্যক সেই সময় ঘটের নিকট বিল্বপত্র মধ্য হইতে একটী চ্যাং মাছ লাফাইয়া বাহির হইল। ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তখন আমারই হাতে পূজার ম্যানেজারীর ভার ছিল। দেবীর অত্যাশ্চর্য্য কৃপা দেখিয়া চ্যাং মাছ বলি দেওয়া সেই বৎসর হইতে নিষিদ্ধ হইল। উৎসর্গীকৃত সিন্দুর মাখান চ্যাং মাছ বিল্বপত্রের ঝুড়ির সহিত ঘট বিসর্জ্জনের সময় আমপুকুরে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

২। পূজার বলিদানের হাড়কাঠ (যূপকাষ্ঠ) বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য কোথা হইতে একটী ভাল বৃহৎ হাড়কাঠ বন্যায় ভাসিয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরের পশ্চাতে লাগিয়া ছিল। এই দেবীদত্ত হাড়কাঠ আমাদের পূর্ব্বেরটী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

৩। বন্যার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহৎচন্দ্র লোক সঙ্গে লইয়া পূজার বাজার করিতে গিয়াছিলেন। মুটেদের অতিরিক্ত বোঝা হইয়াছিল বলিয়া স্বয়ং পাঁচ ছড়া কলা একটী ঝুড়িতে আনিতেছিলেন। মধ্যে এক স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিয়া দেখেন এক ছড়া কলা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। দেবীর পূজার কলা হারাইল বলিয়া অতিশয় বিমর্ষ হইয়া বাড়ী আসিতেছেন। কি আশ্চর্য্য, নায়েকপাড়ার নাজীরপুকুরের

নিকট আসিয়া দেখেন পথে সম্মুখে এক ছড়া কলা পড়িয়া আছে! অতিশয় হৃষ্টচিত্তে কুড়াইয়া লইলেন ও দেবীকে শত সহস্র প্রণাম করিলেন।

রহস্য।

১। প্রতাপচন্দ্রের অতিরিক্ত বোতল চলিত। এক বৎসর সন্ধ্যার সময় একটা বলিদান করা পাঁঠা এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র চাটের অভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। একটী ছুরী লইয়া চুপে চুপে গিয়া পাঁঠার বীচিটী কাটিয়া আনিয়া ভাজিয়া চাট করিলেন। রীতিমত মদ্য পান করিয়া কবির গান করিতে করিতে পূজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে যাহার উপর পাঁঠার ছাল ছাড়াইবার ভার, সে বলিল, "মহাশয়, পাঁঠার বীচি কে কাটিয়া লইয়াছে।" একজন বলিল এ প্রতাপচন্দ্রের কাজ; তাঁহাকে ঐ স্থানে ঘুরিতে দেখিয়াছি।" প্রতাপ পৌঁছিবামাত্র সে বলিল, "এই যে ইনি বীচি কাটিয়াছেন"। প্রতাপচন্দ্র তখন চুর হইয়া গিয়াছেন; একেবারে চটিয়া উঠিয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, "কোন শালা বলে এমন কথা? তার মাথায় মারি সাত জুতা।" পরে যখন তাহার সহিত গণ্ডগোল বাড়াবাড়ী হইল—তখন বলিলেন, "তো-তো-তোর বা-বা-বার বীচিরে শালা—আ-আমি ষোল আনার বীচি কেটেচি।" আমাদের পূজা খাঁ গোষ্ঠির সকলেরই, এজন্য ষোল আনার পূজা বলিয়া ষোল আনার নামে সঙ্কল্প হয়।

২। রাসবিহারীর প্রথমা কন্যা সুশীলার বিবাহ। রাসবিহারী ডাক্তার ছিলেন; পূর্ব্বে ডাক্তারগণ প্রায়ই মদ্যপানে আসক্ত হইতেন। বিবাহে ২।৪ বোতল হুইস্কি আসিয়াছে। রাত্রে কয়েকজন একত্রে

মদ্যপান করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে এক জনের হুইস্কি খাওয়া অভ্যাস নাই, তাহার উপর অতিরিক্ত পান করিয়াছেন। তিনি নেশায় বিঘোর হইয়া বাহির দরজার নিকট অন্ধকারে পথিপার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এমন সময় এক রাঁধুনীর প্রস্রাব পীড়া হইয়াছে; সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পথিপার্শ্বে প্রস্রাব ছাড়িয়া দিল—ছাড়িল ত' একেবারে মাতালের মুখে। অতিরিক্ত প্রস্রাব পীড়া হইয়াছিল বলিয়া সে অধিক দূরে যাইতে সমর্থ হয় নাই। মাতালের মুখে ঝর্ ঝর্ করিয়া প্রস্রাব পড়াতে সে বিরক্ত হইয়া "ওঁ—আঁঃ" করিয়া উঠিল। গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া স্ত্রীলোকটী অতিশয় লজ্জিতা হইয়া ছুটিয়া ঘরে পলাইল। পরদিন প্রাতে উক্ত ব্যক্তি স্বয়ং একথা প্রচার করিল। মাতালের দশা এইরূপই হইয়া থাকে।

৩। তখন মেদিনীপুর জেলার মেঘুলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র পাত্র মহাশয় শশাঙ্গ স্কুলের হেড পণ্ডিত। পীতাম্বরী বাগ্দী (নেলী, ভূবন বাগ্দীর মাতা) তাঁহার বাসন আদি ধুইয়া দিত। তাহার একটী পাঁঠার দর করিয়া দিবার জন্য আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে অনুরোধ করিলাম। পণ্ডিত মহাশয় পাঁচ সিকা দর করিয়া দিলেন। তখন পাঁঠার দর এখনকার মত আক্রা ছিল না। পিত্‌মীকে বলিলাম, "তোর পাঁঠার দর পাঁচ সিকা হ'ল।" পিত্‌মী তোতলা কথা কহিত। আমাদের কথা শুনিয়া রাগিয়া হাত মুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "আমি পাঁৎ থিকে. মাৎ থিকে বুধি না; আমি গোতা একতি তাকা নেব।"

৪। বাল্যকালে বলরামের সুবৃহৎ বৈঠকখানার পিঁড়েয় (বারেণ্ডায়) পড়িতে বসিতাম। গিরীশ খুড়া মহাশয় ঢেরার সাহায্যে শোনের দড়ি কাটিতেছেন। তাঁহাকে আমরা সকলেই ভয় করিতাম; ভয় বড় করিত না দুর্গাদাস। দুর্গাদাস সম্পর্কে আমার ভাগিনেয়; সুতরাং খুড়া মহাশয়

তাহার ঠাকুরদাদা। দুর্গাদাসের বদ অভ্যাস ছিল মধ্যে মধ্যে ভৎ ভৎ শব্দে বায়ু নিঃসরণ করিত। প্রথম শব্দে খুড়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন "ব্যাদ্‌ড়া"। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ; তখন ব্যাদ্‌ড়ার সহিত আরও কথা সংযুক্ত হইল। যখন কিছু পরে তৃতীয়বার শব্দ হইল, তখন খুড়া ঢেরা শোন ফেলিয়া তেড়ে আসিয়া বলিলেন, "ধর্‌ত ছোঁড়াকে," এই কথা বলিয়া পিঁড়ে হইতে লাফাইয়া নীচে খামারে নামিলেন, চড় চড় করিয়া কতকগুলা ঘাস ছিঁড়িয়া নুটি পাকাইয়া দুর্গাদাসকে ধরিলেন। আমরাও মজা পাইলাম, কেহ দুর্গাদাসের হাতে, কেহ পায়ে ধরিলাম। তিনি দুর্গাদাসের কাপড় খুলিয়া একটা দণ্ড সাহায্যে ঐ নুটির দ্বারা গুহ্যদ্বার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। এটা অবশ্য আমোদ ভিন্ন রাগের কার্য্য নয়। দুর্গাদাসও মজা করিবার জন্যই এইরূপ করিত।

৫। দুর্গাদাসের প্রকৃতি অদ্ভুত। খানিক চুপ চাপ্ বসিয়া থাকিয়া বলিত, "দুর ছাই, চুপ চাপ্ ব'সে থাকা যায় না; কাঁটা ফুটিয়ে কাঁটা বা'র করা যাক।" এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী বাবলা গাছের একটা শুক্‌না ডাল আনিয়া পায়ে টপ টপ বসাইত। পাঁচ সাতটা কাঁটা ফুটিয়া গেলে, কাঁটার সাহায্যে আবার কাঁটা বাহির করিতে বসিত।

৬। নিকটে কাক বসিলে বলিত, "দেখ্‌বি, কাক্‌টা উড়িয়ে দেব।" এই বলিয়া নিজের অভ্যাসমত যথাকর্ত্তব্য করিত; কাক কা কা করিতে করিতে উড়িয়া পলাইত। কখন ধুলা উড়াইত, কাগজ উড়াইত ইত্যাদি। একদিন আমাদের উঠানে একটা নারিকেলের মালুই পড়িয়াছিল, সেটাকে উড়াইতে বেশী বেগের আবশ্যক এই ভাবিয়া কাচা খুলিয়া একটু বেশী বেগ দিল; কিন্তু সে দিন বায়ুর পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধ কর্দ্দমবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া মালুই পূর্ণ করিয়া ফেলিল। দুর্গাদাস উহা বাম হস্তে লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া শৌচ করিয়া আসিল। এসব কাণ্ড স্বচক্ষে দেখা; কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়।

৭। গ্রীষ্মকালের এক দুপুর বেলায় বিশ্বেশ্বর বিশ্রাম করিবেন। বাদল ও পঞ্চু (জ্ঞানেন্দ্র) দুই নাতী গৃহমধ্যে গোলমাল করিতেছিল; এজন্য তাহাদিগকে বলিলেন, "তোরা এখানে গোলমাল করিস্ না, আমি একটু ঘুমুব"। ইহাতে তাহারা ঘর হইতে বাহিরে গেল। বিশ্বেশ্বরও ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন শিশু নাতীদ্বয় চুপে চুপে ঘরে ঢুকিল, তক্তাপোষের নীচে লুকাইয়া চুপে চুপে বলিতে লাগিল, "দাদু ঘুমুচ্চেরে, চুপচাপ থাক।" উভয়ে ঐ কথা বলিতে লাগিল,—ক্রমে উহাই তাহাদের মুখের বুলি হইল। ক্রমে দুই জনের স্বর চড়িতে লাগিল, এবং গান করিয়া বলিতে লাগিল, "দাদু ঘুমুচ্চেরে, চুপচাপ থাক"; তৎসঙ্গে তক্তাপোষের নীচে একটা থালাতে দুই জনে দুইটা কাঠি লইয়া ঠং ঠং করিয়া ঠুকিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, ও সুমধুর গীতবাদ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইল।

বিধবা-বিবাহ।

কাঁকুনার খাঁ পরিবার বহুকাল হইতে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী। যাহাতে বিধবা-বিবাহ দেশে প্রচলিত হয় সেজন্য ইহাঁরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। খাঁ বংশ ভিন্ন, গ্রামে যে ঘোষ বংশ ও মণ্ডল বংশধর (মজুমদার) আছেন, তাঁহারাও অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন। ইহাঁরা ইতোমধ্যেই কোন আত্মীয়া বিধবা পুত্রীর বিবাহ দিয়াছেন। এই বিবাহ দিবার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁরা অপরাপর গ্রামের আত্মীয় কুটুম্বের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকেই আগ্রহের সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন, আবার অনেকেরই আপত্তি নাই জানাইয়াছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে হঠাৎ বিধবা-বিবাহ সম্পাদন হওয়াতে অপর কোন কোন গ্রামের মত লওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহারা বিরোধী হইয়াছেন; যাঁহারা বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন এজন্য বিরোধী। একে হঠাৎ বিবাহ তাহাতে আবার জনসাধারণের মত লইতে গেলে হয়ত নানা বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এই ভাবিয়া খাঁ বংশীয়েরা মত গ্রহণ করা সু-বিধি বিবেচনা করেন নাই। পূর্ব্বে সম্পূর্ণ সমর্থনকারী ব্যক্তি, যদি এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধী হইয়া থাকেন তবে কে বলিবে তিনি ভাল কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহাদের মত না লওয়াতে যদি তাঁহাদের অবমাননা হইয়া থাকে মনে করেন, তাহা হইলে খাঁ পরিবার প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাতেও যদি খাঁ পরিবার ক্ষমার্হ না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিরোধন কত দূর সমীচীন তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

যাহাতে দেশে বিধবা-বিবাহ সুপ্রচলিত হয় এজন্য খাঁ বংশের প্রচেষ্টা অসাধারণ। এই প্রচার কার্য্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সুবক্তাদিগকে আহ্বান করিয়া খাঁ বংশীয়েরা এক বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতির উপর এ কার্য্যে সাহায্য করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। যে প্রচারপত্রিকা ছাপা হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে—
বিধবা-বিবাহ সভা।

তারিখ ২১শে চৈত্র, শনিবার। সময় অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা
স্থান—সসজা স্কুল প্রাঙ্গণ।
খ্যাতনামা ডাক্তার—সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ সভাপতি।

বক্তাগণ।

উপদেশক পণ্ডিত দীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী,
পণ্ডিত সুকুমারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ, বেদান্তবাগীশ
(সভাপতি, হাওড়া জেলা হিন্দু মহাসভা)

শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব শেঠ, সাধারণ সম্পাদক (বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ সমিতি)
" যোগীন্দ্রনাথ সিংহ বি, এল, সদস্য "
" রাধিকাপ্রসাদ মজুমদার সদস্য "
" সুশীলচন্দ্র পাত্র কোষাধ্যক্ষ "
" অর্দ্ধেন্দুশেখর শেঠ বি, এল, সহযোগী সম্পাদক "
" বিভূতিভূষণ দাস সহকারী সম্পাদক "
" দাশরথি মান্না সদস্য (বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতি, আন্দুল শাখা)

স্বগায়ক—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দুশেখর পাত্র, হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে গান করিবেন।

পরে ম্যাজিক লণ্ঠন (বায়স্কোপ)

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ শীল মহাশয় ছায়াচিত্রের দ্বারা হিন্দু বিধবার

দুরবস্থার বিষয় বক্তৃতা করিবেন।

প্রত্যেক হিন্দুরই যোগদান কর্ত্তব্য।

বঙ্গজননীদিগের বসিবার সুবন্দোবস্ত আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বহু বিধবা পাত্রী এবং বিধবাবিবাহেচ্ছু পাত্র আছে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সম্পাদক বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ সমিতি।

৩১ নং চৌধুরীবাগান লেন, খুরুট, হাওড়া।

সভায় যোগদান করিবার জন্য ভদ্র মহিলা ও মহোদয়দিগকে

সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বিনীত—বিশ্বেশ্বর ঘোষ।"

প্রচার পত্রিকায় সাল দিবার আবশ্যক থাকে নাই। ১৩৩৭ সালে ২১শে চৈত্র (ইং ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩১) এই বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এরূপ সভা আমাদের দেশে অভূতপূর্ব্ব। বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহুলোক সভার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। বহু গণ্যমান্য মুসলমান পর্য্যন্ত সভায় যোগদান করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ খাঁ সভ্যগণের বসিবার আসনের বন্দোবস্ত প্রভৃতি সুশৃঙ্খলায় পরিচালন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ খাঁ হাওড়া—কলিকাতা হইতে আনীত মহোদয়গণের পরিচর্য্যার ভার লইয়াছিলেন। এরূপ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, জ্ঞানী ও মহানুভব সমবায়ে মহাসভা যে হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এরূপ

এক মহদুদ্দেশ্যে অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া খাঁ পরিবার পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

এই সভার কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়া বৈদ্যনাথের ভগ্নীপতি উথরীদ নিবাসী হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনন্তলাল রায় তাঁহাদের আদিবাস চণ্ডীপুর বেড়ুগ্রামে তাঁহার ভ্রাতা মহানুভব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মোক্তার মহাশয়ের ভবনে এই সকল বিধবা বিবাহ সমিতির সভ্যগণকে সভা করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করেন। রায় মহাশয়ের বহির্বাটির সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে রবিবার অপরাহ্নে সভার অধিবেশন হয়। রায় মহাশয়েরা অতিশয় সৌজন্য সহকারে আদর আপ্যায়নে ভদ্র মহোদয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিকতা ভুলিবার নয়। বেড়ুগ্রাম একে গণ্ডগ্রাম তাহাতে আবার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ভদ্রমহোদয়গণ সভায় যোগ দিয়া সভার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। এই গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহোদয়গণের বাস আছে; তাঁহারাও সভায় যোগদান করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন; এমন কি তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বক্তৃতা করিয়া এই সভায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও আমাদের দেশের হিন্দুগণ কেন এতদিন এ বিষয়ে জাগরিত হন নাই এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃগণ এরূপ সুললিত সুযুক্তিপূর্ণ করুণাত্মক ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, মহিলাগণও আন্তরিকতা প্রকাশক করতালী দিয়া বক্তৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই বেড়ুগ্রামের অধিবাসিগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া এই গ্রামে বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতির একটী শাখা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। শীঘ্রই কতিপয় বিধবা বিবাহ সম্পাদন করিবার চেষ্টায় আছেন।

বিধবা-বিবাহ সমাজের হিতকর বুঝিয়া বঙ্গের যাবতীয় সদ্গোপ ইহার অবাধ প্রচলনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

১৯৩১ সালের ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল তারিখে নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মেলনীর (All Bengal Sadgope Conference) তৃতীয় অধিবেশনের নির্দ্ধারিত বিষয়সমূহ হইতে সপ্তম নির্দ্ধারণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"৭। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে বহু জলাচরণীয় জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহ সহায়ক-সভা প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক বিধবা-বিবাহ দেওয়াইতেছেন। গত বৎসর স্বজাতির মধ্যেও বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রীয় ও দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বিধবা-বিবাহ যাহাতে সদ্গোপ-সমাজে অধিকতর প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য এই সম্মেলনী সকল সদ্গোপগণকে অনুরোধ করিতেছেন। বিপত্নীকগণকে সাধারণতঃ বিধবা-বিবাহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।"

কলিকাতার বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার প্রচেষ্টায় বৎসরে একবার করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যাবতীয় সদ্গোপগণকে আহ্বান করিয়া একটী বিরাট সম্মেলনীর অধিবেশন হইতেছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক এই সম্মেলনী সদ্গোপসভার কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট সদস্যগণকে লইয়া হয় না। সদ্গোপজাতীয় সকল ব্যক্তিকেই এই সভায় আহ্বান করা হয়। সকলেই উপস্থিত না হউন বঙ্গদেশের বিশিষ্ট গণ্যমান্য স্বদেশ ও সমাজ হিতৈষিগণের অধিকাংশই যে উপস্থিত হইয়া থাকেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ মহাসম্মেলনীর নির্দ্ধারিত বিষয়ের বিরোধী হইলে সমগ্র সদ্গোপ জাতির অবমাননা করা হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা এরূপ সম্মেলনীর বিরুদ্ধাচারী তাঁহারা সদ্গোপ জাতি বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য। খাঁ পরিবারের বংশধরগণের নিকট একান্ত অনুরোধ তাঁহারা যেন চিরকাল বিধবা-বিবাহ প্রচার কার্য্যে রত থাকেন; কেহ যেন কখন বিধবা-বিবাহে বিরুদ্ধাচরণ না করেন।

শশাঙ্ক স্কুল গৃহে

১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এক সভায় পঠিত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম পান মহাশয়—বিধবা-বিবাহ উচিত কি অনুচিত ইহা মীমাংসা করিবার জন্য অষ্টগ্রামী ভদ্র মহোদয়গণকে আহ্বান করিয়াছেন; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি, ঠিক বুঝা যায় না। বিধবা-বিবাহ সাধারণতঃ উচিত কি অনুচিত, অথবা অষ্টগ্রামীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ উচিত কি অনুচিত—মীমাংসা করিতে চাহিতেছেন, তাহাই প্রশ্ন উঠিতে পারে। বুঝা যাইতেছে পান মহাশয় অষ্টগ্রামীর পক্ষেই উচিত অনুচিত মীমাংসা করিতে চাহেন। কারণ প্রকৃত পক্ষে বিধবা-বিবাহ উচিত কি অনুচিত তাহা বড় বড় সভায়, বড় বড় সমাজে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। নিখিল বঙ্গীয়-সদ্গোপ-সম্মেলনী উপরি উপরি তিন বৎসর হইয়া গেল। প্রথম বৎসর কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ সদ্গোপ সভায় বিধবা-বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৎসর বাঁকুড়া জেলার সদ্গোপকুলালঙ্কার মাননীয় ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের আহূত সদ্গোপ সম্মেলনীতে তাহা বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়া বিধবা-বিবাহ নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সম্প্রতি শেষ তৃতীয় বৎসরে হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের সন্নিকট জোরহাট গ্রামে শ্রদ্ধাভাজন সমাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে আহূত নিখিল বঙ্গীয় সদ্গোপ সম্মেলনীতে বিধবা বিবাহ উচিত অনুচিতের আলোচনার আবশ্যক হয় নাই। এই তৃতীয় সম্মেলনীতে যাহাতে বিধবা বিবাহ সদ্গোপ জাতির মধ্যে বহুল প্রচার হয়, সেজন্য সকল স্থানের সকল সদ্গোপ মহোদয়গণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। অতএব বিধবা-বিবাহ সাধারণতঃ উচিত কি অনুচিত

তাহা আমাদের এই সামান্য সভায় আলোচনা করিতে যাওয়া এখন ধৃষ্টতা মাত্র।

এখন অষ্টগ্রামীতে ইহা উচিত কি অনুচিত, ইহাই দেখিবার বিষয়। আমরা বলি বিধবা-বিবাহ উচিত কি অনুচিত, ইহা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমাদের মীমাংসা করা উচিত, ভ্রূণহত্যা, লাম্পট্য ও ব্যাভিচার, অষ্টগ্রামীতে উচিত কি অনুচিত। অষ্টগ্রামে ভ্রূণহত্যা হইতেছে না, কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন? ভ্রূণহত্যা কি উচিত? অষ্টগ্রামে লাম্পট্য নাই কে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন?—লাম্পট্য কি উচিত? অষ্টগ্রামে ব্যাভিচার হইতেছে না, কে চক্ষু মুদিয়া বলিতে পারেন?—ব্যাভিচার কি অষ্টগ্রামে উচিত? আমরা যদি ভ্রূণহত্যা, লাম্পট্য, ব্যাভিচারকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল ঈর্ষাদ্বেষবশতঃ বিধবা-বিবাহ উচিত কি অনুচিত, মীমাংসা করিতে চাই, তাহা হইলে প্রকৃতই আমরা সমাজের অবমাননা করিতেছি।

সম্প্রতি আমরা যে বিধবা-বিবাহ দিয়াছি, ইহার অন্ততঃ ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে অষ্টগ্রামী ও অষ্টগ্রামের বহির্ভূত সমাজনেতাদের নিকট বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছিলাম, কেহ বিরুদ্ধ কথা বলেন নাই। মাননীয় রাধাশ্যাম পান মহাশয়ের নিকট সেই সময় এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল; তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "আমি সপক্ষেও নাই, বিপক্ষেও নাই।" আমরা বলিয়াছিলাম, "তাহাই যথেষ্ট।" আর একজন আমাদের প্রধান সমাজ-নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ নায়েক বন্ধুবর মহাশয় বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছিলেন। আজ যদি সে সব কথা তিনি স্মরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিব কারণ-বিশেষে বিরুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই স্মরণ করিতে পারেন না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি

বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নন্। কারণ এই স্কুল প্রাঙ্গণে সম্প্রতি যে বিধবা-বিবাহ সভা হইয়া গেল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "দলাদলী বিধবা-বিবাহের জন্য নয়,—কাঁকুনা গ্রাম একটা নূতন প্রথা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় অষ্টগ্রামের অনুমতি না লওয়াতে অষ্টগ্রামীর অবমাননা করিয়াছে, ইহাই আমাদের বিরোধের কারণ।" তবেই বিধবা-বিবাহ যে উচিত, তাহা নায়েক মহাশয় সমর্থন করিয়াছেন। অতএব আমি সরলান্তঃকরণে বলিতে পারি, উনি বিধবা-বিবাহ অনুচিত কখনও বলেন নাই, এবং আজও বলিতে পারেন না।

গত বিধবা-বিবাহ দিবার পূর্ব্বে যে অষ্টগ্রামীর অনুমতি লওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের অবমাননা করা হইয়াছে বলেন, তাহার জন্য আমরা গত বিধবা-বিবাহের প্রকাশ্য সভায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি, এবং কলিকাতার বিখ্যাত বক্তা পণ্ডিত দীনবন্ধু আচার্য্য বেদ-শাস্ত্রী ও পণ্ডিত সুকুমারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ, বেদান্তবাগীশ হাওড়া জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি, যোগীন্দ্র বাবুকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। যখন এতদূর হইয়া গিয়াছে, ভদ্রতার ও শিষ্টাচারের অনুরোধে তখন ক্ষমাই আপনাদের দেয়। আজ আর নূতন করিয়া উচিত অনুচিতের মীমাংসার অবকাশ কোথায়?

কেহ কেহ বলেন, "ভারতীয় হিন্দু ললনারা আদর্শ সতীত্বের জন্য সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ,—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, সে আদর্শ সঙ্কুচিত হইবে।" (তারা মন্দোদরীর আদর্শ সতীত্ব জাজ্জ্বল্যমান)। সঙ্কুচিত হইবে কেন? কারণটা কি? স্বামীকে গোপনে হত্যা করিয়া আবার নূতন বিবাহ করিবার ভয়ে কি? হত্যা গোপন থাকিবার নয়। "Murder will out" বলিয়া ইংরাজীতে একটা

প্রবাদ বাক্য আছে। যে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিবে, তাহাকে কি কেহ বিবাহ করিতে সাহসী হইবে? হাঁ সাহসী হইবে কে? যদি সে নারী, স্বামী বর্ত্তমানে দুশ্চরিত্রা হইয়া থাকে, তবে তাহার সতীত্ব অপহরণকারী পাষণ্ড! স্বামী বর্ত্তমানেই যে ক্ষেত্রে এরূপ কার্য্য হইতেছে, তথায় আবার আদর্শ সতীত্বের গৌরব আমরা কিরূপে করিব? আজকাল আদর্শ সতীত্বের কথা ভাবিতে গেলেও প্রায়ই কুণ্ঠিত হইতে হয়।

ব্যাকরণে সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সতী। যেখানে সৎ আছে, সেখানে সতী থাকিতে পারে। রাম সৎ ছিলেন, অতএব সীতা সতী। অধুনা কয়টী সৎ রাম আছেন, যে আমরা সতী সীতা দেখিতে পাইব? স্ত্রীলোককে বলিব আদর্শ সতী হও, কিন্তু আমরা পুরুষগণ সৎ হইতে পারি কই?

পুরুষ যদি দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি দারপরিগ্রহ বন্ধ করিয়া বিধবা-বিবাহ রহিত করিতে চায়, তবে সাজে। বিধবা-বিবাহ বন্ধ করিতে হইলে আগে বিপত্নীকের বিবাহ বন্ধ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের বেলায় ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা বেশ ভাল ব্যবস্থা।—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য আমরা নিজেরা কয়জনে জানি? আমরা জানি মাত্র—'ব' এর ফলা—'হ' এ 'ম' এ 'চ' অন্তঃস্থ 'য' এ যফলা রেফ্। এই পর্য্যন্ত আমাদের ব্রহ্মচর্য্য জ্ঞান। আমরা ব্রহ্মচর্য্য নারীদিগকে শিক্ষা দিব কিরূপে? অবশ্য যদি ভগবৎ কৃপায় কোন বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের দিকে আস্থা দেখা যায়, তবে কার সাধ্য সে বিধবার বিবাহ দেয়? তিনি ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকুন এবং সাধারণকে জ্ঞান দান করুন। কিন্তু হায়, আমাদের অষ্টগ্রামের মধ্যে কেহ কি কোন বিধবার সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়াছেন? আপনারা খুঁজিয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, এখানে কয়টী বালবিধবা কলঙ্ক কালিমা না মাখিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত পবিত্র ভাবে কাটাইয়াছে? কোন্ বালবিধবা তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়

বন্ধুর মুখে চূণ কালী দেয় নাই? আমরা চূণ কালী ঘসড়াইয়া, রগড়াইয়া, মুছিয়া, ঢাকা দিয়া দিব্য সমাজে মুখ দেখাইতেছি। আবার কি মহাপাতক! পিতা হইয়া সমাজ ভয়ে বিধবা কন্যার ভ্রূণ-হত্যার সাহায্য করিতে হইতেছে; ভ্রাতা হইয়া বিধবা ভগিনীর পাপ পথের সহায় হইতে হইতেছে! ইহা অপেক্ষা জগতে আর কি নিন্দনীয় হইতে পারে? ইহাতেও কি সমাজ বলিবে "না বিধবা-বিবাহ উচিত নয়,—বিধবা-বিবাহ সমাজে নিন্দনীয়?" যাহা সমাজে চলিতেছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সামাজিক নিন্দার কথা আর কি আছে?

কি দুঃখের বিষয়, অনেকে বলেন, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে রাঁধুনী, চাকরাণী মিলিবে না, এইজন্য তাঁহারা বিধবা-বিবাহের পরিপন্থী। কি স্বার্থপরতা! আবার যাহারা পাপ পথের সহচর তাহারা বলিবে দেশে পাঁচটা বিধবা থাকাই মঙ্গল; তাহা হইলেই তাহারা কোনরূপে পাপ কার্য্যের আশ্রয়স্থল পাইবে। এ সব অতি ঘৃণিত কথা।

আজ অমুকের বিধবা কন্যা এই করিয়াছে; আজ অমুকের বিধবা ভগ্নী ভ্রূণহত্যা করিয়াছে; আজ অমুকের বিধবা বধূ বাহির হইয়া গেল; আজ অমুকের বিধবা খুড়ীর গর্ভস্রাবকালে মৃত্যু হইল; ইত্যাদি কথা আমরা কি অহরহঃ শুনিতেছি না? ইহা অপেক্ষা বিধবা-বিবাহ কে নিন্দনীয় বলিবে?

আবার বলি, যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে সে থাকুক। যে পারিবে না তাহার কর্ত্তৃপক্ষ বা অভিভাবক যদি তাহার বিবাহ দেন, তবে অপরের কি উচিত তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা? কেহ যদি বুঝেন, তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত, তখন অপরের কি তাহা অনুচিত বলিয়া বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য? যিনি

বাধা দিবেন, তিনি আপন বিধবা কন্যার বিবাহ না দিতে পারেন। আমাকে রামায়ণ পড়িতে ভাল লাগে না বলিয়া আমি কি অপরকে রামায়ণ পড়িতে নিষেধ করিব? বিধবা-বিবাহে ত' বাধ্য বাধকতা নাই। কোন বিধবার ত' কেহ জোর করিয়া বিবাহ দিতে যাইবে না। বিধবা-বিবাহ সমর্থনকারীদের সে উদ্দেশ্য নয়। আমাদেরই এক আত্মীয়ের বিধবা কন্যা বিবাহ যোগ্যা আছে; কিন্তু সে কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। কই আমরা ত' তাহার বিবাহ দিবার জন্য কিছুমাত্র উৎপীড়ন করি না। অথচ তাহার পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছা তাহার বিধবা কন্যার বিবাহ দেয়। ইহাতে জোর জবরদস্তি নাই, যখন তখন ইহা লইয়া এত ভাবনা চিন্তা বা বাদ-বিসংবাদের কি কারণ আছে? যিনি বিধবা-বিবাহ দিতে চান, তিনি দিন্; যিনি না দিতে চান, দিবেন না। সকলকেই বিরুদ্ধবাদীর মতে চলিতে হইবে এ কিরূপ কথা?

আমি যদি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতে না পারি,—আমার যদি উহা মত না হয়, তাহা হইলে আমি কি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সকলের তোষামোদ করিয়া, তাহাদিগকে আমার মতে আনিবার চেষ্টা করিয়া বেড়াইব? ইহা আমার পক্ষে নীচতা। তুমি যদি সমর্থন কর, তোমাকে শত্রু ভাবিব কেন?

বিধবা-বিবাহ সমস্ত ভারতে কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা আমাদের অষ্টগ্রামীর অল্প লোকেই খবর রাখেন। প্রতি বৎসর হাজার হাজার বিধবা-বিবাহ হইতেছে। কলিকাতাতেই ১০।১২টী বিধবা-বিবাহ সমিতি আছে; তাহারা প্রতি বৎসর বহু বিধবার বিবাহ দিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বিধবা-বিবাহ সমাজ সংস্কারের এক প্রধান বিষয় হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল বঙ্গনারী সম্মেলনী হইয়া গেল; তাহাতে বিধবা-বিবাহ

সম্পূর্ণ রূপে সমর্থিত হইয়াছে, এবং এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হয় নাই। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ আজকাল আর কেহ করে না। কেহ হয়ত বলিবেন, কাগজে উহার অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল। প্রতিবাদ বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নয়; নারী সম্মেলনীতে এক প্রস্তাব হইয়াছিল "নারীগণ ইচ্ছা করিলে বিবাহ বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন।" যদিও এ প্রস্তাব নারী সভায় গৃহীত হয় নাই, তথাপি ইহা লইয়াই কাগজে অনেক বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল।

অধুনা যাঁহার অনুজ্ঞায় সমগ্র ভারত পরিচালিত, সেই মহাত্মা গান্ধী বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, ও সমস্ত ভারতে তাহা নানা ভাষায় প্রচার করিয়াছেন। পুস্তক একখানি আমার নিকট আছে, এবং গত বিধবা-বিবাহ সভায় তাহা কতক কতক পঠিত হইয়াছে। মহাত্মার ন্যায় জগন্মান্য ব্যক্তি যখন বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, তখন আমরা কিরূপে বলিব "উহা ভাল নয়?" তাঁহার অনুজ্ঞা আমাদের শিরোধার্য্য করাই উচিত।

কেবল সদ্গোপ জাতির বিধবা-বিবাহ নয়, সকল জাতিই ইহা সমর্থন করিয়া প্রচলিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ সমাজে অনেক বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। কায়স্থ—কুলতিলক শোভাবাজারের কায়স্থ রাজগণ পুস্তক ছাপাইয়া লোকের নিকট জানাইয়াছেন যে, বিধবা-বিবাহ সমাজে বহুল প্রচলিত হওয়া উচিত। একাদশ তিলিবংশীয় স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তিলি সভায় বিধবা বিবাহ সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। হাওড়ার মাহিষ্য কুলতিলক স্বর্গীয় রায় মহেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর প্রমুখ সকলে তাঁহাদের মাহিষ্য সভায় বিধবা-বিবাহ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তবেই দেখুন সকল জাতিই অগ্রসর;—আমরাই এই অষ্টগ্রামী পশ্চাতে কেন পড়িয়া থাকি?

তাই কি উচিত? যাঁহারা দৈনিক পত্রিকাদি পাঠ করেন, তাঁহারা প্রায়ই দেখিবেন, বিধবা-বিবাহ কত সম্পন্ন হইতেছে।

মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; তাহাতে ভাটপাড়ার নগণ্য সংখ্যক কয়েকটী ভট্টাচার্য্য ভিন্ন কয়জন তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন? কলিকাতার ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহার বংশধরগণ হেয় হইয়া যান নাই। বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থানে বিধবা-বিবাহ হইয়াছে; কেহ কেহ অবশ্য সমর্থন করেন নাই; কিন্তু কোথাও কেহ দল বাঁধিবার চেষ্টা ত' করে নাই। আমাদের গ্রামে যে বিধবার বিবাহ বুড়ল গোপীনাথপুরে দেওয়া হইয়াছে, তথায় ত' সমাজ প্রতিবাদী হয় নাই। অষ্টগ্রামী আমরাই বা বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদী হইয়া নীচতা প্রকাশ করিতে কেন যাইব? অধুনাতন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে কামালপুরের জমিদার বসুবংশীয় একজন বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন, বসুজগণ তাঁহাকে ঠেলিয়া রাখেন নাই।

স্কুলের ছাত্রবৃন্দের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি সকলেই বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। কলিকাতার যুবক-সঙ্ঘ ও ছাত্র সমিতি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন দুই দিন আগেই হউক আর পরেই হউক বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদ-শূন্য হইয়া প্রচলিত হইবেই। তবে অষ্টগ্রামী আমরা ইহাকে টানিয়া পাছু ফেলিতে চেষ্টা করি কেন? আমি দেশ বিদেশে আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজের উন্নতি বিষয়ে প্রশংসা করিয়া থাকি। প্রকৃতই ভাবিয়া দেখিবেন আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজ বিশেষ উন্নত। কোন বিষয়েই গ্রামমাত্র বিশেষের উন্নতি দ্বারা সাধারণ উন্নতি হয় না। এজন্য আমরা বিনীতভাবে অষ্টগ্রামীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন আমরা বিশেষ গুরুতর কিছু অন্যায় করি

নাই। গত বিধবা-বিবাহ সভার পণ্ডিতগণও আমাদিগকে বলিয়াছেন, "আপনারা অষ্টগ্রামের সহযোগিতা লাভের জন্ম চেষ্টা করিবেন, নচেৎ এই সমাজ সংস্কারের বহুধা প্রচার হইবে না।" এজন্য অষ্টগ্রামীর নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছি, আসুন আমরা সাময়িক স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সমাজের অনেক কলঙ্ক কালিমা দূর করি। যদি আমাদের আচরণে কিছু দোষ ধরিয়া থাকেন, সেজন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। দ্বেষ হিংসা ছাড়িয়া দিন। যাহা ভাল বিবেচনা হইবে, তাহা কেন গ্রহণ করিবেন না? যদি কাহারও মত বিরোধ থাকে, তিনি সকলকে পশ্চাতে টানিবেন কেন? যিনি বিধবা-বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে দিতে দিন; দলাদলী করিতে যাইব কেন? আমার মত না থাকে, আমি বিধবা-বিবাহ দিব না, কিন্তু অপরের মতের পরিপন্থী হইতে কেন যাইব? নিশ্চয় জানিবেন আমরা অষ্টগ্রামী এক মতে কার্য্য করিলে, নিশ্চয়ই আমাদের এ অঞ্চলে বিধবা-বিবাহ দ্রুত অগ্রসর হইবে। অতএব প্রার্থনা করি বিদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া বিধবা-বিবাহ উচিত বলিয়া সমর্থন করুন। বিদ্বেষের যে কারণ হইয়াছে, সেজন্য আমরা ক্ষমা চাহিয়াছি ও আবার চাহিতেছি, আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া বিধবা-বিবাহ অষ্টগ্রামী সমর্থন করুন। যদি কেহ সমর্থন করিতে না পারেন প্রতিবাদী হইয়া দলাদলী করিবেন না এই আমাদের বিনীত নিবেদন।

যাঁহারা ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, বোধায়ন স্মৃতির অনুজ্ঞা মানিবেন না, যাঁহারা অত্রি, অগস্ত, জাবালীস্মৃতি, পরাশরসংহিতা, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্কস্মৃতি, ঋসি ব্যাঘ্রাপাদাচার্য্য, নারদস্মৃতির বিধি মানিবেন না, যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত বিদ্যাসাগর ও মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিবেন না, যাঁহারা

বিশ্বপূজ্য মহাত্মা গান্ধীর সমাজ সংস্কার মানিবেন না, যাঁহারা সদ্গোপ জাতির একমাত্র সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না, যাঁহারা নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মেলনীর বিশেষরূপে সমর্থিত বিধবা-বিবাহ গ্রাহ্য করিবেন না, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিয়া বুঝাইব? তাঁহারা অধুনাতন সমাজসংস্কার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; অতএব তাঁহারা মতামত কিরূপে দিতে পারিবেন? যখন বঙ্গদেশের সমগ্র সদ্গোপ জাতির সমাজ সংস্কার ও উন্নতির জাগরণ পড়িয়াছে, তখন কেন আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব? উল্লিখিত দেবতুল্য মনীষিগণের বিধান হইতে আমরা কোন মতে বিচলিত হইব না। বিদ্বেষ ও সংস্কার বিষয়ে অজ্ঞতার বশীভূত হইয়া যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা তাঁহাদের সুমতি হউক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব তাঁহাদের সুমতি হউক এবং আমাদের অষ্টগ্রামীর গণ্ডীর বাহিরে কোথায় কি হইতেছে সংবাদ রাখুন। বড়ই দুঃখের বিষয় দেশের লোক বিবেক-বুদ্ধি বিরহিত হইয়া গড্ডালিকাপ্রবাহবৎ দুই একজন অনুদার নেতার অনুবর্ত্তী হইতেছে। স্বাতন্ত্র্য নাই। অথচ নেতৃগণ দেখিয়াও দেখিবেন না, শুনিয়াও শুনিবেন না। প্রধান কথা, তাঁহাদের কিছু দেখিবারও অবকাশ হয় নাই, শুনিবারও অবকাশ হয় নাই; ভাল মন্দর বিচার করিবেন কিরূপে? বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন পক্ষেই বলিবার অধিকার তাঁহারা অর্জ্জন করেন নাই, অনেকের সামর্থ্যও নাই। চারিদিকে কোথায় কি হইতেছে, কোন খপর না রাখিয়া, বেদ, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণাদির বিষয় কিছুমাত্র অবগত না হইয়া, দেশের আবহাওয়া উপেক্ষা করিয়া, যদি কেহ মত প্রকাশ করেন, তবে তাহা অহমিকাপূর্ণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

অনেকে বলেন, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রেই গোটাকতক বচন আছে; এতদিন দেশে ইহা লইয়া আন্দোলন এত হয় নাই কেন? তাহার

উত্তর এই যে, সকলেই অবগত আছেন এদেশে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। জীবন্ত বিধবাকে আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইত; অনেক সময় জোর করিয়া পোড়ান হইত, ভাং খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াও কখন কখন পোড়ান হইত। ইহা প্রকৃতই হৃদয়বিদারক ছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের হৃদয় এই নিদারুণ বিধি দেখিয়া বিগলিত হইল; তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় গভর্ণমেণ্ট সাহায্যে সতীদাহ রহিত করিবার জন্য অনুপ্রাণিত হইলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা আইন দ্বারা রহিত করাইলেন।

সতীদাহ বন্ধ হওয়াতে দেশে বিধবার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহাদের অসহায় অবস্থা, মানসিক যাতনা, নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, পাপাচার, নারকীয় কার্য্য ইত্যাদি দেখিয়া আবার এক মহাত্মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; এই মহাত্মা চিরস্মরণীয়, চির পূজনীয়, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি দেখিলেন যখন সতীদাহ রহিত হইল, এবং ঘৃণিত অনাচার বাড়িতে লাগিল, তখন আর এক প্রতিক্রিয়ার নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অপরের দুঃখে প্রাণ না কাঁদিলে কেহ কখন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। তিনি দেখিলেন সতীদাহ যখন বন্ধ হইল তখন বিধবাদের বিবাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি প্রাণ পণ করিয়া লাগিলেন। "বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন ও বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ এবং বিধবা বিবাহের উদ্দেশ্যে তিনি জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়া স্বোপার্জ্জিত অগাধ ধনরাশি অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। অপরাপর ব্যয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্র ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তিনি এক বিধবা-বিবাহের জন্য নিজ হইতে ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।" (হিন্দু বিধবা-বিবাহ, শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী প্রণীত)।

কত লোকের নিকট কত রূপে নিন্দিত ও নির্য্যাতিত হইলেন, কিন্তু বীরপুরুষ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। ধীর ভাবে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধবা-বিবাহ আইন করাইয়া লইলেন। তিনিই বুঝাইয়া গিয়াছেন বিধবা-বিবাহ ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ শাস্ত্রীয় বিহিত কার্য্য ও আইনসঙ্গত।

একটা নূতন কিছু করিতে গেলেই চারিদিকে হৈ চৈ উঠিয়া পড়ে, সকলেই তাহার বিরুদ্ধবাদী হয় ও নূতন প্রবর্ত্তককে নানারূপে নির্য্যাতিত হইতে হয়। যিশুখ্রীষ্ট যখন ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন তখন সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইল, প্রকৃতই তাঁহাকে ক্রসে বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। হজরত মহম্মদ যখন আরবদেশের মক্কায় বলিলেন, "তোমরা পুতুল পূজা করিও না, ওসব ফেলিয়া দাও,—এক আল্লাতাআলা ভিন্ন আর উপাস্য নাই,—মৃত্তিকা, প্রস্তর নির্ম্মিত পুত্তলিকা পূজায় কোন ফল নাই,—উহা কেবল মাটি ও পাথর মাত্র," অমনই সকলে মার-মার কাট-কাট করিয়া উঠিল। বেচারী প্রাণ লইয়া মদিনায় পলাইয়া আসিলেন; আল্লাতাআলা তাঁহার সহায়; তিনি তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া নূতন মোস্‌লেম্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন; এখন তাঁহার শিষ্য কোটী কোটী। যখন গালিলিও বলিলেন, "সূর্য্য ঘোরে নাই, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে," তখন ইউরোপখণ্ডে মহা গণ্ডগোল উঠিল। লোকের ভুল জ্ঞান করাইতেছে বলিয়া তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত হইতে হইল; তখন বিচারকেরও জ্ঞান ঐ পর্য্যন্ত, সুতরাং গালিলিওকে কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইল। সক্রেটীস্‌ও গ্রীসদেশে নূতন জ্ঞান প্রচার করিতে গিয়া দেশের লোকের বিচারে বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, অথচ অধুনা তাঁহার নূতন উপদেশগুলিই পাশ্চাত্য দেশের দর্শন-শাস্ত্রের ভিত্তি। এমন যে সুশিক্ষিত সভ্য দেশ ইংলণ্ড, তথায়

যে ব্যক্তি (হানাওয়ে), আর কিছু না, কেবল প্রথম ছাতা মাথায় দিয়া পথে বাহির হইয়াছিল, নগরবাসী তাহার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। এইরূপ কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু এখন পৃথিবীর কত লোক যিশুখ্রীষ্টের পূজা করিতেছে, কত লোক মহম্মদের শিষ্য, গালিলিওর নূতন জ্ঞান দ্বারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে, সক্রেটিসের দর্শন-শাস্ত্র এখন জ্ঞানের কত উন্নতি সাধন করিতেছে, এবং কত ছাতা এখন সর্ব্ব জগতে সমাদৃত! সেইরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতের একটা বিশাল উপকারের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য বিশেষ নির্য্যাতিতও হইয়াছেন; কিন্তু—পথ পরিষ্কার হইয়া আছে,—বেশী দেরী নাই, যখন ঐ পথই সুপথ বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিবে।

পরের ব্যথা অনুভব করিবার শক্তি কয়জনেব থাকে? অপরের দুঃখে কয়জনের প্রাণ কাঁদে? সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে যদি কাহারও হৃদয়ে পরের দুঃখ জাগিয়া উঠে, পরের ব্যথায় প্রাণ ব্যথিত হয়, আকুল হয়, তিনিই মহাত্মা, তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই জগতের পূজনীয়। দাসপ্রথা দেখিয়া এক মহাত্মার (Wilberforce) প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি প্রাণপণ করিয়া, কত লাঞ্ছনা, কত নিন্দা, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া জগৎ হইতে দাসপ্রথা নিরাকরণ করিয়াছেন। জেলের কয়েদীদের নিদারুণ কষ্ট দেখিয়া এক মহাত্মার (Howard) প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নানাবিধ ক্লেশও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে জেলের কয়েদীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের যথেষ্ট সংস্কার করিলেন। কুষ্ঠরোগীর ব্যথায় ব্যথিত ফাদার ডামিয়েন্ সেবা করিতে গিয়া নিজে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। রাজনীতি সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক মহাপুরুষের কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে সব বলিবার আবশ্যক নাই। এই যে সকল মহাপুরুষ অপরের

ব্যথায় ব্যথিত হইয়া নিজের শরীর, মান, অর্থ, সময়, সমস্ত নষ্ট করিয়া জগতের দুঃখ দূর করিয়াছেন, দেশে প্রকৃত জ্ঞান ও শান্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মস্তক অবনত হইবে না এরূপ হীন ব্যক্তি কি কেহ থাকিতে পারে? মহাত্মা বিদ্যাসাগরের চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করিতেছি। আজ তাঁহার প্রচলিত পথ প্রসারিত হইতেছে। আজ কত বিধবা-বিবাহ সমিতি ও কত বিধবা-বিবাহ হইতেছে। অনেকে এখনও বিরুদ্ধবাদী, তবে তাহাদের গোঁড়ামী আর বেশী দিন বিধবা-বিবাহ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

বঙ্গবিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক **পণ্ডিত শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ** লিখিত **বিধবা-বিবাহ পুস্তক** হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

* * যত বিধি নিষেধ ব্রত ব্যবস্থা সংযম ব্রহ্মচর্য্য নারীর জন্য, বিধবার জন্য। পুরুষদিগের জন্য কোন বিধি নিষেধ শাসন সংযমের প্রয়োজন নাই, যত শাসন দণ্ড, যত অবিচার অত্যাচার, বিধবা নারীর জন্য—বলবান পুরুষগণ নিজেরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে, বেদ-বেদান্ত পাঠ ও পূজার্চ্চনা নিজেরা করিবে, কিন্তু নারীদিগকে সব বিষয়ে বঞ্চিত রাখিবে; স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজেরা বার বার বিবাহ করিবে, কিন্তু বিধবাগণকে পুনর্ব্বিবাহে অনুমতি দিবে না। শুধু তাই নহে, এক সময়ে পুরুষদিগের এমন একাধিপত্য ছিল যে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পত্নীকে চিতায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া মারিয়া দাসী সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইবার ব্যবস্থা ছিল।

* * যাঁহারা বড় বড় ধর্ম্ম শাস্ত্রের বাঁধা বুলি,—গীতা ভাগবত বেদ উপনিষদের শ্লোক আওড়ান, তাঁহাদের কয়জন জীবনে বিবাহ না

করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? পরস্মৈপদী ইন্দ্রিয় নিরোধ বা ইন্দ্রিয় সংযম ব্রহ্মচর্য্য বলা খুবই সহজ, কিন্তু আত্মনেপদী আচরণ করা কঠিন, এক প্রকার অসাধ্য। এ যে শ্রষ্টার বিধান, দেহ মনের ধর্ম্ম। শ্রষ্টার অমোঘ বিধান অগ্রাহ্য করিবার শক্তি সৃষ্ট জীবের নাই। অন্য পরে কা কথা, ধ্যান তপস্যা মগ্ন সাত্ত্বিক আহারী বনবাসী মুনি ঋষিগণ পর্য্যন্ত বার বার পদস্খলনের প্রমাণ দেখাইয়াছেন। কশ্যপ ঋষি, দেব মানব যক্ষ রক্ষ দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব অপ্সরাদি বহু সন্তানের জনক ছিলেন, পরাশর ঋষি প্রাতঃকালে নদী পার হইবার সময়ে কৈবর্ত্তরাজ-কন্যা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া বেদব্যাসের পিতা হন। শত শত রাণীর স্বামী, ৬৫ পুত্রের জনক বিশ্বামিত্র শেষ জীবনে গেলেন বনে তপস্যা করিতে, সেখানে স্বর্গ বিদ্যাধরী মেনকাকে দেখিয়া শকুন্তলার জনক হইলেন।

* * পাণ্ডু এক হরিণীরত ঋষিকুমারকে শরবিদ্ধ করায়—তিনি অভিসম্পাত দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং হিমালয় রাজকন্যা ভগবতী গৌরীর দর্শনে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তার ফলে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম। চির-ব্রহ্মচারী শঙ্করাচার্য্যের—মাসব্যাপী রাজরাণী সম্ভোগ ও রতিশাস্ত্র অভিজ্ঞতা লাভের ইতিহাস সকলেই জানেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার নিদ্রা যেমন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা কেহ তপস্যা করিয়া জয় করিতে পারে না, নরনারীর মিলনও দেহীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহাকে রোধ করিবার উপায় নাই। সহজ স্বাভাবিক প্রকৃতিসিদ্ধ অবস্থাকে বলপূর্ব্বক বাধা দিতে গেলেই অসরল অস্বাভাবিক রূপে দেহী তাহার দেহ ও মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবেই করিবে। জোর করিয়া সাদা থানধুতি পরান যায়, চুল কাটান যায়, শাঁখা সাড়ী বাজু বালা হার কঙ্কণাদি অঙ্গাভরণ কাড়িয়া লওয়া যায়, আতপ চাউল কাঁচা কলা

সিদ্ধ খাওয়ান যায়, কিন্তু বলপূর্ব্বক বিধবা নারীর ইন্দ্রিয় দমন করান যায় না, ব্রহ্মচারিণী করা যায় না।

* * ব্রহ্মচর্য্যের বৃথা বক্তৃতা করিও না। দেহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দেহীর পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। এইরূপ বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিণী তৈয়ার করিতে যাইয়াও না ১,৬৬,৫০৭ জন হিন্দু বেশ্যা ২,১৯,৬৫৩ জন বৈষ্ণবী এবং ১,৮২,২১৪ জন বৈষ্ণব সৃষ্টি করিয়াছ! ৫০ বৎসরে তৃতীয়বার বিবাহকারী পণ্ডিতের মুখে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের কথা মোটেই শোভা পায় না।

* * তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজ কন্যা বিধবা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কয়জন জানিত ভগীরথ বিধবা জননীর পুত্র? ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়—সম্ভবামি যুগে যুগে;" বিধবা-বিবাহ যদি ধর্ম্ম হানিকর ও অধর্ম্মজনক হইত তবে ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ অবতার রামচন্দ্র কখনই তারা মন্দোদরীর বিবাহ জনিত অধর্ম্ম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের (কামরূপ—আসাম) সম্রাট নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহার বহু বিধবা নারীকে আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; তৎপুত্র প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে বধ করিয়া তদীয় বিধবা পত্নী মায়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুর শাশুড়ী কৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেবী সাদরে পুত্রবধূকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে তুলিয়া লইয়াছিলেন, কোন তর্করত্ন তর্কবাগীশ স্মৃতিরত্ন বাধা দেয় নাই, 'এক ঘরে' করিতে চেষ্টা করে নাই। যযাতির কন্যা মাধবীর ক্রমাগত (১) হর্য্যনব (২) দিবোদাস (৩) উশীনর ও (৪) বিশ্বামিত্র এই ৪ জনের সঙ্গে পর পর ৪ বার বিবাহ হইয়াছিল। স্বয়ং শাস্ত্র লেখক ও শাস্ত্রকর্ত্তা বেদব্যাস বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মদান করিয়াছিলেন। এই সে দিন ৪॥০

শত বৎসর পূর্ব্বে “চৈতন্য ভাগবত” প্রণেতা বৃন্দাবন দাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিধবা নারায়ণীর গর্ভজাত পুত্র।

* * রাজা রামমোহন রায়, বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী জগৎপূজ্য নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎ রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ বসু প্রভৃতি, বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য দেশবাসিগণকে কতই না অনুরোধ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিধবা কন্যা, হাইকোর্টের বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা, আলিপুরের গভর্ণমেণ্ট উকীল রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, বি, এল, বাহাদুরের বিধবা কন্যা, বরিশালের গভর্ণমেণ্ট উকীল গণেশচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্. এ, বি, এল এর বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিয়াছেন। ঢাকার জমিদার ও উকীল মনস্বী ললিতমোহন রায় তাঁর দুইটী পুত্রকেই বিধবা-বিবাহ দিয়াছেন।

* * ও কি করিবে, সে কি বলিবে, পাঁচজন এক ঘরে করিবে, হুঁকাকল্কী বন্ধ হইবে, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ লোপ হইবে, এই সব মূর্খ জনোচিত দুর্ব্বল উক্তি আর করিও না, বিধবা-বিবাহ দ্রুত দেশ মধ্যে প্রচলিত হইতেছে। প্রথম প্রথম একটু আধটু বেগ পাইতে হইবে বই কি; তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই।

* * জানত ভাই সব রাম নামে ভূত পলায়। কষ্টে সৃষ্টে গ্রামে গ্রামে ২।১টী করিয়া, ক্রমে ২।৪টী করিয়া বিধবা-বিবাহ দিতে থাক। যতই বিবাহ দিবে ততই লক্ষ হস্তীর, কোটী সিংহের বল অনুভব করিয়া, বিরুদ্ধ বক্তাদের বৃথা ভয় কোথায় পলায়ন করিবে। “যদি জন্মেছ একটা দাগ রেখে যাও।” জীবনে একটা কিছু মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লইয়া যাও।

* * বিধবাগণকে জোর জবরদস্তি করিয়া বিবাহ দানে বাধা দিয়া সমাজ গুরুতর পাপ সঞ্চয় করিয়াছে এবং সমাজ মধ্যে ব্যাভিচারের, ভ্রূণ ও শিশু হত্যার পাপস্রোত অবাধ গতিতে চলিয়াছে। বিধবা অভাগিনীগণকে অন্ন বস্ত্র দানের প্রলোভনে রক্ষিতারূপে রাখিতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বিবাহিত ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতেই যত আপত্তি—ধর্ম্মলোপ ও সমাজ ভয়!! সংসার-অনভিজ্ঞ অজ্ঞান অবুঝ ও অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের সতীত্ব লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলিয়া অব্যাহতি পাইতেছ।

কন্যাদান, গোদান অথবা ভূমিদান নহে।

* * জীবিত নরনারীকে দান বা বিক্রয় করিবার স্বত্ব কাহারও নাই। ঘোড়া গরু ছাগল যেমন দান বা বিক্রয় করা যায়, পুত্র কন্যাকে তা কখনও করা যায় না। ক্রেতা বা দান গ্রহীতা ইচ্ছা মত এই সব প্রাণীকে বলি, হত্যা বা জবাই করিতে পারে—তাহাতে দাতা বা বিক্রেতার মতামতের কোন অপেক্ষা বা অধিকার নাই। কিন্তু জামাতা কন্যার উপর পীড়ন করিলে তার বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ চলে এবং বিচারে নিগ্রহ করা প্রমাণিত হইলে স্বামীর ২।৪।৮ মাস বা ২।৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া থাকে। উৎপীড়িতা কন্যাকে পিতা স্বামীগৃহ হইতে আইন বলে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিতে পারে। কিন্তু পশুপক্ষী সম্বন্ধে এ সব কোন অধিকার নাই। বিক্রীতা প্রদত্তা ছাগীর, গাভীর বা অশ্বিনীর গর্ভজাত বৎস কখন বিক্রেতা বা দাতা ফিরাইয়া পান না—বা পাইবার স্বত্ব থাকে না, কিন্তু অপুত্রক পিতার দৌহিত্র মাতামহের সমুদয় সম্পত্তির মালিক হইয়া থাকে। এ সম্প্রদান শব্দের অর্থ একেবারে দান নহে. ইহার অর্থ পালন কর্ত্তৃত্ব দান। পালন-ভার গ্রহণকারী জামাতা

অকালে লোকান্তর গমন করিলে, পালনকর্ত্তা পিতা, পুত্র পুত্রাদি না জন্মিলে অগত্যা পুনরায় অন্য বরের হস্তে সেই ভরণ-পোষণ বিহীনা বা দত্তা কন্যাকে অর্পণ করেন,—করিতে বাধ্য হন—ইহাই বিবাহ। সম্প্রদান অর্থ পালন কর্ত্তৃত্ব দান—অন্য কিছু নয়।

* * আর এক কথা যাহার যাহা আছে সে তাই দান করিতে পারে—যাহার যাহা নাই সে কখনও তাহা অন্যকে দান করিতে পারে না। কন্যার সঙ্গে পিতার সম্বন্ধ জনকত্ব, পিতৃত্ব, কন্যার উপর পিতার দাবী পিতৃত্বের, স্বামীত্ব ও নহে পতিত্বও নহে। কাজেই যাহার যাহা আছে সে তাহাই দিতে পারে, যাহা নাই তাহা দিতে পারে না। কন্যার উপর পিতার পিতৃত্ব সম্বন্ধ ও দাবী আছে; সে তাহাই দান করিতে পারে; স্বামীত্ব বা পতিত্ব নাই কাজেই সে তাহা দান করিতে পারে না। সম্প্রদান অর্থ সম্যক প্রকারে দান বুঝাইলে বর কন্যার পিতাই হইত; পোষ্যপুত্র দানের মত;—পুত্রের পিতা পুত্রত্ব দান করে, গ্রহীতা ও পুত্রত্বই (পুত্রত্ব সম্বন্ধই) পাইয়া পিতা হয়। কাজেই কন্যাদান অর্থ কন্যাকে দেওয়া নহে, **কন্যার ভরণ পোষণত্ব বা পালন কর্ত্তৃত্ব দান।**

গোত্রান্তরের খাঁটী কথা।

* * বিবাহ হইলে কন্যার গোত্র (পিতৃ বংশের পূর্ব্বতম পুরুষের নাম) কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তবে গোত্রান্তর বলে কি কি অর্থে? ঐ পূর্ব্বের ন্যায় পালন-ভরণ-রক্ষণ-পোষণ কর্ত্তৃত্ব আজ হইতে অমুক গোত্রজ শ্রীঅমুক বরের করে অর্পিত হইল। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ৫০ পুরুষ নিম্নতম (অধস্তন) বংশে জাত কন্যার সহিত যদি শ্যামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৪০ পুরুষ অধস্তন বংশধরের

বিবাহ হয় তবে পরদিন হইতেই কন্যার উর্দ্ধতন পুরুষের নাম রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে কখন শ্যামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইয়া যাইতে পারে না। কেহ যদি পুত্রবধূর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ বা প্রবৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম এবং কোন বংশে জাত জিজ্ঞাসা করে, বধূ নিজের পিতা, পিতামহ ইত্যাদির নাম এবং বংশের নামই উল্লেখ করে, স্বামীর পিতা বা পিতৃপুরুষগণের নাম বা বংশের উল্লেখ করে না। বিবাহের পরই কন্যার উর্দ্ধতন পিতৃ-পুরুষের নাম বদলাইয়া যাইতে পারে না। কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহেও পিতার গোত্রই উচ্চারিত হইবে। * *

সামাজিক আক্রমণের চেষ্টাতেই কারাদণ্ড।

মিরাট নগরের পণ্ডিত রাধেলাল তাহার বিধবা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ায় এবং তাঁহার আত্মীয় পণ্ডিত ঘাসিরাম তাঁহাকে ঐ কার্য্যের সহায়তা করায় তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার নিমিত্ত ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ প্রায় দেড় শত লোক লইয়া এক সভা করিয়া তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন। তৎ হেতু পণ্ডিত ঘাসিরাম ও পণ্ডিত রাধেলাল ভারতীয় দণ্ডবিধি ৫০০ ধারার বিধান মতে অপর পক্ষের নেতাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে অভিযোগ করায় একজন আসামীর ৩০০, টাকা এবং দুইজন আসামীর ২০০, টাকা অর্থ দণ্ড হয় এবং না দিতে পারিলে ৪ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মিরাটের সেসন জজের নিকট আপীল করেন এবং তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখার্জ্জি মহাশয়কে নিযুক্ত করেন। ১৯১৮ সনের ২০শে নভেম্বর তারিখে জজ বাহাদুর নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখিয়া আপীল ডিস্‌মিস্ করেন। অতঃপর

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এলাহাবাদের হাইকোর্টে ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে মোসান করেন। ১৯১৯ সনের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে এলাহাবাদের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ টি, সি, পেগট মহোদয় নিম্ন আদালতের হুকুম বহাল রাখেন। এই সমস্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সংকীর্ণচেতা ও আইনানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিধবা-বিবাহকারী ব্যক্তিগণকে সমাজচ্যুত করিবার ভয় দেখাইয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে।

(রাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী লিখিত **হিন্দু বিধবা-বিবাহ**, ৮ পৃষ্ঠা)

সম্প্রতি বড়দিনের ছুটীতে নাড়িচা নিবাসী শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডলের সহিত দেশে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। গোবিন্দ বলিল, "আমাদের এখানে পশ্চিমে ভাস্না হইতে পূর্ব্বে শালুন পর্য্যন্ত দামোদর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে আমি সন্ধান পাইয়াছি, অন্ততঃ ১২৫ জন পুরুষ বিবাহ করিতে পারে নাই। বিবাহ যোগ্যা বিধবাও ঐ সংখ্যক আছে। উহাদের যদি বিধবা-বিবাহ হইত তবে ১২৫টী বংশ রক্ষা হইত। দেশের লোক সমাজে বিধবাদের অন্যায় ব্যাভিচার ও ভ্রূণহত্যা অনবরত দেখিতেছে, অথচ বিধবা-বিবাহে আপত্তি করে, ইহা অপেক্ষা সমাজের কলঙ্ক আর অধিক কি হইতে পারে? সমাজের লোক বুকে হাত দিয়া বলুক ইহা অপেক্ষা বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ।"

(কলিকাতা, ২০৫ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ **বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভায়** পত্র লিখিলে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন ও পুস্তকাদি বিনামূল্যে পাইবেন)।

থিয়েটার।

রজনীনাথ পঠদ্দশাতেই কাঁকুনা গ্রামে মূন থিয়েটার নামে একটী থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। জজ ভুবনমোহন, ডাক্তার স্বর্য্যনারায়ণ, নবগ্রামের মনোমোহন, প্রসিদ্ধ ধনী পীতাম্বর পান প্রমুখ অনেকেই অর্থ সাহায্য করিয়া দৃশ্যপট ও সাজসরঞ্জামের আনুকুল্য করিয়াছেন। রজনীনাথ এম্, এ, পড়িবার সময় চল্লিশ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন; সুতরাং আবশ্যক মত খরচের অভাব হইত না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার দেশের লোকের বিশেষ মনোরঞ্জন করিয়াছে। কলিকাতায় পাঠ কালীন ষ্টার, বেঙ্গল প্রভৃতি থিয়েটারের অভিনয় দর্শন করিয়া ও গীতাবলীর স্বরলিপি ঠিক করিয়া নিজ অভিনেতৃবর্গকে শিক্ষা দিতেন; সেজন্য সমুদয় অভিনয় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। ষ্টেজ বাঁধা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী বিমোহিত হইত। ষ্টেজ্ এরূপ মনোহর হইত যে ভিন্ন গ্রামের কোন কোন দর্শক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিল "বাঃ, কি আশ্চর্য্য! একদিনেই এরূপ সুন্দর অট্টালিকা কিরূপে নির্ম্মিত হইল?" রজনীনাথ স্বয়ং বড ছোট সকল প্রকার ভূমিকাতেই অবতরণ করিতেন ও মধ্যে মধ্যে গোপনে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে গিয়া দেখিতেন কিরূপ অভিনয় হইতেছে। এজন্য অভিনয় যতদূর সম্ভব হৃদয়গ্রাহী হইত। কাঁকুনার থিয়েটার হইতেছে শুনিলেই বহু দূরগ্রামবাসীও ছুটিয়া আসিত। অনেক সময় সকলের স্থান সঙ্কুলান করা দুরূহ হইত।

জজ ভুবনমোহন স্বয়ং টেবেল হারমোনিয়ম লইয়া কনসার্টে বসিতেন। প্রসিদ্ধ বেহালাদার মধুসূদন মুচীকে কন্সার্টে যোগ

দিতে আহ্বান করা হইত। জজ সাহেব বলিতেন "সঙ্গীত পবিত্র ও প্রধান বিদ্যা, এ ক্ষেত্রে জাতি ভেদ কেন বিবেচনা করিব?
'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, মধু খুড়া সঙ্গীত বিদ্যায় বিদ্বান্।" জজ নিজ পার্শ্বেই মধুসূদনকে বসাইতেন। রজনীনাথ এস্‌রাজ, বেহালা, সেতার, হারমোনিয়ম্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন। বিশ্বেশ্বর অতি সুন্দর ফ্লুট বাজাইতে পারিতেন; প্রতাপচন্দ্র ডুগী তবলায় অদ্বিতীয় ছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ নটের ভূমিকা লইয়া নাট্যগ্রন্থের বিষয়টি সংখেপে অতি সুন্দর ভাবে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। কেদারনাথ সাজঘরের ভার লইতেন।

তখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুন থিয়েটারের মেম্বর ছিলেন। কাঁকুনার—জজ ভুবন, সূর্য্যনারায়ণ, কেদারনাথ, রজনীনাথ, বিশ্বেশ্বর, প্রতাপচন্দ্র, রাখাল মণ্ডল, দুর্গাদাস, রঘুনাথ, বসন্ত পাল, মধুসূদন। নবগ্রামের—প্রসন্নকুমার। নায়েকপাড়ার—যোগীন্দ্রনাথ, অঘোরনাথ, হংসেশ্বর (বড়), হিতলাল, বক্রেশ্বর। শশাঙ্কর—অধর ডাক্তার, নিবারণ চক্রবর্ত্তী। মাসিলার—ক্ষেত্রনাথ সরকার, চণ্ডীচরণ মণ্ডল। গয়তানপুরের—তারক পাল, প্রসন্ন পাল, তারকের ভিক্ষাপুত্র সানন্দ চক্রবর্ত্তী ও অপর একজন তবলা বাদক। নপাড়ার—বাবুরাম সরকার, অনন্ত রায়। পোষ্টম্যান কৈলাশ (দক্ষিণে বাড়ী)

এই কয়টী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল—রাম বনবাস, দুর্গেশ-নন্দিনী, প্রহ্লাদ চরিত্র, সরোজিনী, হরিশ্চন্দ্র (মনোমোহন বসুর), সতী নাটক (ঐ), বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, স্বর্ণলতা, জ্ঞানদা। প্রহসন—বিবাহ বিভ্রাট, দুই সতীন, হোঁদল্ কুত্‌কুত্, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ প্রভৃতি।

প্রধান প্রধান অভিনেতৃগণ কে কি ভূমিকা লইতেন সমস্ত বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, অতএব ক্ষান্ত হইলাম।

কখন কখন গ্রামান্তরেও আহূত হইয়া মুন থিয়েটারের অভিনয় হইয়াছে। নাড়িচা, মাসিলা, নায়েকপাড়া, গয়তানপুর ও উয়াঁড়ীতে এই থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় করিয়াছে। ক্রিয়া কর্ম্মের নিমন্ত্রণ সময় থিয়েটার কোম্পানীর পৃথক ভাবে নিমন্ত্রণ হইত, এবং সাদরে পৃথক স্থানে আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। উক্ত থিয়েটার কোম্পানীর আর একটী সম্মানের কথা আছে। থিয়েটার কোম্পানী সাধুতার জন্য একটী মহান্ প্রভাব অর্জ্জন করিয়াছিল। এই প্রভাবের জন্য সমাজ তখন এই কোম্পানীকে ভয় করিয়া চলিত। মুন থিয়েটারের শুক্ল পক্ষ অতীত হইয়াছে।

আমার বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত এই যৎসামান্য "খাঁ পরিবার" লিখিয়া গতাসুগণের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। কিন্তু এক মহা দুঃখ হইতেছে।—এক অতি বৃদ্ধ মহাপুরুষের অতি আড়ম্বরের সহিত শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে; মহা সমারোহ দেখিয়া সদ্য পরলোক-গত বৃদ্ধের স্থবিরা বিধবা গৃহিণী বাহিরে আসিয়া বার্দ্ধক্য-জনিত কম্পান্বিত কলেবরে ধীরে ধীরে বলিলেন "আহা, আজ যদি কর্ত্তা থাকিতেন, তবে এই সব শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার ধুমধাম দেখিয়া কতই না আনন্দিত হইতেন!" আমারও সেই দুঃখ! আজ যদি অন্ততঃ রজনীনাথও থাকিতেন! রজনীনাথ গতাসু হইয়াছেন এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

সদ্গোপের বৈশ্যত্ব।

১। 'বঙ্গে বৈশ্য-নির্ণয়' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ভরত শিরোমণি মহাশয় সদ্গোপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহারা বৈশ্য। ধর্ম্ম বিপ্লবে বা রাজবিপ্লবে এক্ষণে শূদ্রবৎ হইয়াছে। শাস্ত্রে এই জাতিকে বর্ণশঙ্কর দেখা যায় না। ইহারা বৈশ্যজাতি তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

২। হুগলীর অন্তঃপাতী মালিপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা অযোধ্যারাম পাকড়াশী, যিনি কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ছিলেন, বলিয়াছেন, "বৈদিক প্রমাণানুসারে ইহারাই বৈশ্য আর্য্য তৃতীয় বর্ণ। বঙ্গদেশে ইহাদিগকে সদ্গোপ কহে।"

৩। বহরমপুর নিবাসী কায়স্থ কুলতিলক সুবিখ্যাত ডাক্তার রাম-দাস সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "গোপ ও সদ্গোপ জাতি ভিন্ন। গোপ অর্থাৎ দধি দুগ্ধের যাহারা ব্যবসা করে। সদ্গোপ কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী।"

৪। রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জ্জি ১২৮৩ সালে লিখিয়াছেন, "ভূমিকর্ষক গোপই আদৌ বৈশ্য। আমার মতে ভূমিকর্ষক গোপ কোন কারণবশতঃ এক্ষণে সদ্গোপ নামে পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

৫। সদ্গোপের কন্যাগত কুল। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের তদ্রূপ। কায়স্থের পুত্রগত কুল। নবশাক শ্রেণীভুক্ত কোন জাতির এরূপ প্রথা নাই।

৬। ১৩১০ সালের চৈত্র মাসে চন্দননগর-সদ্গোপ-সভাকে নিম্ন-লিখিত পণ্ডিতমণ্ডলী নিম্নলিখিত মত লিখিয়া দিয়াছেন :—

"বহুতর প্রমাণ বচনতাৎপর্য্য পর্য্যালোচনয়া বৈশ্যোঽপি গোপপদ প্রবৃত্তি দর্শনাৎ সদ্গোপাদিনাং বংশ পরম্পরাগত কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষণাদি

বৃত্ত্যাচরণ দর্শনাৎ গাং পাতি রক্ষতীতি ব্যুৎপত্যা বৈশ্যোঽপি গোপশব্দস্ত যোগার্থত্ব সম্ভবাচ্চ সদ্গোপ শব্দ প্রতিপাদ্যানাং বৈশ্যবর্ণসম্ভূতত্বং সমীচীনতয়া প্রতিভাতি।"

(অর্থাৎ বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচনের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, গোপ শব্দের বৈশ্য পর্য্যায়কত্ব আছে, সদ্গোপদিগের অদ্যাপি বংশ পরম্পরাগত কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষণাদি বৈশ্য বৃত্তি দেখা যাইতেছে, এবং গোপ শব্দের যোগার্থ পর্য্যালোচনা করিলে গোরক্ষণ বৃত্তিক বৈশ্যবর্ণ গোপ শব্দ প্রতিপাদ্য বুঝা যায়। এই সকল কারণে স্থিরীকৃত হইতেছে যে, সদ্গোপ বংশ বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত)।

স্বাক্ষরকারিগণের নাম যথা:—মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্ক-পঞ্চানন নবদ্বীপ, হরিনাথ বেদান্তবাগীশ বর্দ্ধমান, হৃষিকেশ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহামহোপাধ্যায় ভাটপাড়া, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ, মহামহো-পাধ্যায় গোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী কাশী, হরিশচন্দ্র তর্করত্ন মুলাযোড় সংস্কৃত কলেজ, দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত ভাটপাড়া, পঞ্চানন তর্করত্ন ভাটপাড়া, প্রমথনাথ তর্কভূষণ সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা, শশীশেখর তর্করত্ন ভাট-পাড়া, নন্দলাল ন্যায়রত্ন ভাটপাড়া, বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া, চণ্ডী-চরণ স্মৃতিভূষণ কলিকাতা, কাশীনাথ কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া, ও কমল-কৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ ভাটপাড়া। (এই ভাষখানি সুরক্ষিত আছে)।

৭। ২২।২।১৮৭৯ তারিখের ইণ্ডিয়ান মিরার নামক ইংরাজী পত্রে রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জ্জির সোসাল সায়ান্স এসোসিয়েসনের সভায় বক্তৃতার সারাংশ বাহির হয়; তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে চাষী দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। চাষী শব্দটী আদিতে চর্ষণী বা চাষা ছিল। আজকাল ব্যারণ বা ব্যারণেট পদধারীর যে সম্মান, প্রাচীনকালে চাষীর সেইরূপ সম্মান ছিল। এমন কি, দেবতা

ইন্দ্রকে সুচর্ষণী বলা হইত। বলরামকে কামপাল, হলী, সঙ্কর্ষণ, হলধর, হলভৃৎ, ও হালভৃত বলা হইত।

৮। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে চাষীকে বৈশ্য বলা হইয়াছে ও তদ্দ্বারা সদ্গোপকে বুঝাইতেছে। 'নিয়োগী' সদ্গোপ পদবী; এখানে ব্রাহ্মণ বা অপর জাতি বুঝাইতেছে না।

"সহর সিলিমা বাজ, তাহাতে সজ্জন রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
বৈশ্য বৈসে মহাজন, কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ,
কৃষিকর্ম্ম করে গোরক্ষণ।
কেহ কলন্তর লয়, বৃষে কেহ ধান্য বয়,
কালে কিনে রাখে কোন জন॥"

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

৯। ক্যাল্‌কাটা রিভিউ ১৮৯৫ সাল শততম খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠায় জাতি শীর্ষক প্রবন্ধে কোন অপ্রকাশিত লেখক লিখিয়াছেন, সদ্গোপ, বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকগণ, ও তন্তুবায় দ্বিজ বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। চাষ ও গোসেবাই তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহারাই বঙ্গদেশীয় বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত, যদিও অধুনা বিভিন্ন জাতিতে চাষ করিতেছে।

১০। সুপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ বর্ণনকালে লিখিয়াছেন—

কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন, নহে সংঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
বৈশ্য যদি হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়॥

১১। যদ্যপি এক্ষণে সদ্গোপ চাষ না করিয়া মুদি কারবার বা চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছে তথাপি জন্মহেতু সদ্গোপ বৈশ্য। (যদি দুষ্কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ জন্মহেতু ব্রাহ্মণ হইতে পারেন,—ব্রাত্য হইয়া মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সদ্গোপ জন্মহেতু বৈশ্য কেন না হইবেন ?)

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয় বৃহৎ যজ্ঞকালে সদ্গোপ নরোত্তম পালকে বৈশ্য বলিয়া মালাচন্দন অর্পণ করিয়া যজ্ঞ সমাধা করেন। (**বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়,** শশীপদ জীবনী ও ক্যাল্‌কাটা রিভিউ ১৮৯৫ সাল)।

১২। হলায়ুধ কৃত **অভিধান রত্নমালায়** ও হেমচন্দ্র সুরি কৃত **অভিধান চিন্তামণীতে** আছে—

আর্য্যাঃ ভূমিস্পৃশো বৈশ্যা উরব্যা উরজা বিশ :—১৩শ পঃ।

১৩। সংস্কৃত কলেজে ও এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত প্রায় ৩০০ বর্ষের পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি **দেশাবলীতে** সদ্গোপকে চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কথিত আছে; তাহাতে নবশাক ও ছত্রিশ জাতির পৃথক উল্লেখ আছে কিন্তু সদ্গোপকে তাহার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ নাই। উহাতে সদ্গোপকে "কৃষীপরায়ণা" বলিয়া উক্ত আছে। ইহাতে বুঝায় ব্যবহারেও বৈশ্য ছিল।

১৪। কর্ণগড়ের ঠাকুরবাড়ীতে ও অমরার-গড়ের ঠাকুরবাড়ীতে যদিও সেবাইৎ ও প্রতিষ্ঠাতা সদ্গোপ তথাপি তাঁহারা অগ্নি-সংযোগে পাক করিয়া সিদ্ধ অন্নভোগ গৃহদেবতাকে স্মরণাতীত কাল হইতে দিয়া আসিতেছেন। ইহা দ্বিজত্বের বা বৈশ্যত্বের লক্ষণ।

১৫। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত ওল্‌ড্‌হ্যাম্ সাহেব কৃত বর্দ্ধমান জেলার ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে যে, 'সদ্গোপগণ যতদূর সম্ভব নির্ম্মল আর্য্যজাতি' তাহারা আর্য্যজাতির প্রধান মার্গ গঙ্গানদী অবলম্বন

করিয়া বৰ্দ্ধমান জেলায় আগমন করিয়াছে এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গিয়া গোপভূমের বৃহৎ গোচারণ স্থানে বাস করে ও তথায় রাজত্ব স্থাপন করে।

১৬। ১৯০৯।১০ খ্রীষ্টাব্দে **প্রজাপতিতে** শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন, "এক্ষণে সদ্গোপ জাতিই যে আর্য্য হিন্দুর তৃতীয় বর্ণ বঙ্গীয় শুদ্ধ বৈশ্য জাতীয় সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মনে সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ, বি, এল, অবসরপ্রাপ্ত সেসন্ জজ **সদ্গোপ বৈশ্য ইতিহাস** নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; উক্ত পুস্তক হইতে তথ্য সংগ্রহ করিলাম। পুস্তকখানির মূল্য ।• আনা। ৯৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। শরৎ বাবুর সহিত তাঁহার ১।১ উড়িয়াপাড়া লেন, ইণ্টালি, কলিকাতা ভবনে দেখা করিয়াছিলাম। তিনি অতি যত্নের সহিত আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আমার খুল্লতাত পুত্র জজ ভুবনমোহনের সহিত শরৎবাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। মৌলিকের মুখোজ্জ্বলকারী বংশ পর্য্যায়ে তাঁহার পুস্তকে আমাদিগকে "বৰ্দ্ধমান খণ্ডঘোষের ঘোষবংশ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে **বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়** নামক পুস্তকে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণ হয় নাই বলিয়া আর পাওয়া যায় না। কোন উদার, অবস্থাপন্ন সদ্গোপের নিকট প্রার্থনা তিনি পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণ করুন। পুস্তকখানি সদ্গোপ জাতির বিশেষ উপকারী।

বঙ্গীয়-সদ্গোপ-সভা সদ্গোপগণকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে বলিতেছে। নিখিল বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মেলনীতে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে —"সদ্গোপ জাতি বৈশ্যবর্ণভুক্ত, তজ্জন্য শ্রাদ্ধ, বিবাহ, পত্র ব্যবহারে ও দলিলাদিতে দাস দাসীর পরিবর্ত্তে পুরুষের পক্ষে নিজ নিজ পদবী

ও স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজ নিজ পদবী বা 'দেবী' ব্যবহার করিতে এবং বৈশ্য জাতির গৌরবের হানিকর কোন প্রকার বৃত্তি অবলম্বন না করিতে এই সম্মিলনী অনুরোধ করিতেছেন।

"সদ্গোপ জাতি ১ মাসের পরিবর্ত্তে ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে পারিবেন; ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করা কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছাধীন। কেহ যদি ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন, অপরে যেন তাঁহাকে বাধা না দেন এবং সকলে যেন তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।"

সদ্গোপ জাতির বৈশ্যাচার গ্রহণ ও বিধবা বিবাহের বহুল প্রচলনে উৎসাহিত করিবার জন্য ২৭এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮, তারিখে, বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার এক বিশেষ সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে জানা গিয়াছে অনেকে বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়াছেন ও বিধবা বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত সভায় আমার যাবতীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। ৺রজনীনাথের শ্রাদ্ধে নামের সহিত "দাসস্য" শব্দ রহিত করিয়াছি। বৈশ্যাচার সকলে গ্রহণ করুন এই সানুনয় অনুরোধ।

পরিশিষ্ট।

খাঁ বংশের বৈশিষ্ট্য।

১। দেশের মধ্যে ইহাঁদেরই একমাত্র সতীমন্দির হইয়াছে।

২। খাঁ পরিবার দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষা করেন।

৩। ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন কার্য্য করেন।

৪। এই বংশেই জেলার মধ্যে প্রথম সেসন্ জজ হইয়াছেন।

৫। আমাদের দেশে এই বংশই প্রথম এম, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন।

৬। এই বংশই প্রথম ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন।

৭। চাণক্য শ্লোকের ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ পৃথিবীর মধ্যে এই বংশ হইতেই হইয়াছে।

৮। এই বংশই দেশে সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়াছেন।

৯। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত মণ্ডলী আহ্বান করিয়া দেশের মধ্যে সমাজ সংস্কারের নূতন বিরাট সভা ইহাঁরাই করিয়াছেন।

১০। ছায়াচিত্রে সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা ইহাঁরাই দেশকে প্রথম দেখাইয়াছেন।

১১। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে "ঘোষ দাসস্য" পরিবর্ত্তে বৈশ্যোচিত "ঘোষস্য" মাত্র রজনীনাথের শ্রাদ্ধে প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

১২। আলুর চাষ ইহাঁরাই দেশে সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন।

১৩। দেশে টীনের ঘর ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন।

১৪। কূপ খনন ইহাঁরাই প্রথম করিয়াছেন।

১৫। পনের বৎসরে কন্যার বিবাহ ইহারাই প্রথম দিয়াছেন।

১৬। নিন্দনীয় পণপ্রথার প্রবর্ত্তন এই বংশ হইতেই প্রথম হইয়াছে।

১৭। ফটোগ্রাফ সাহায্যে প্রতিকৃতি এই বংশেই প্রথম হইয়াছে।

১৮। ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম দেশের লোককে থিয়েটারের অভিনয় দেখাইয়াছেন।

১৯। পাথরের পাটী দাঁতের প্রবর্ত্তন এই বংশেই প্রথম হইয়াছে।

২০। নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রধান অনেক গণ্ডগ্রাম থাকা সত্ত্বেও এই সামান্য ক্ষুদ্র সদ্গোপ বংশ সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

২১। সাধারণের উপকারার্থে এই বংশই একটী ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন।

২২। এই বংশই বংশ পরিচয় পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ করিলেন।

তথ্য সংগ্রহ জনিত তিনখানি পত্র।

প্রথম পত্র।

নবগ্রাম।
২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

শ্রীচরণকমলেষু।

প্রণাম নিবেদন মিদং—আশীর্ব্বাদী লিপি ও তৎসহ প্রেরিত প্রুফ পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা যে কিরূপ গুরুতর, প্রুফ পাঠে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ রচনা করিবার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি দুর্ভেদ্য। কিন্তু বজ্রাস্ত্রের দ্বারা ছিদ্রীকৃত হইলে সূত্রের ন্যায় কোমল ও নমনীয় পদার্থও অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ আদিকবি বাল্মীকি ও অন্যান্য পুরাণকারেরা রঘুবংশ বর্ণনা করিয়া কালিদাসের রঘুবংশ রচনা সুগম করিয়াছিলেন। তিনি অদ্ভুত কবিত্ব ও রচনা কৌশলে অপূর্ব্ব সুখপাঠ্য কাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একটী বিষয়ে আপনি কালিদাসকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনাকে বহ্বায়াসে দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। একে আপনি যে কার্য্যে ব্রতী তাহাতে অবসর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণ যে কিরূপ অসীম অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পরিচায়ক তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। পরিশ্রম ব্যতীত আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—সেটী নিঃস্বার্থ অর্থব্যয়। শিক্ষকদের উপর লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি প্রায় দৃষ্ট হয় না—সম্ভবতঃ সপত্নীসেবী বলিয়া। সীমাবিশিষ্ট আয় দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অকাতরে অর্থব্যয় করা একপ্রকার অসম্ভব।

আপনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন! আপনিই ধন্য! বংশের ইতিবৃত্তরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ আপনাকে চিরগৌরবান্বিত করিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা আপনাকে চিরজীবী করুন—আপনি আরও গৌরবান্বিত হউন।

কেবল গ্রন্থ রচনাতেই আপনার গৌরব পর্য্যবসিত হয় নাই। আপনার উদার হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। আপনার হাওড়ার আশ্রমটী অতিথি সৎকারের জন্য সর্ব্বদা বিমুক্ত-দ্বার। দেশের লোক ও বন্ধু বান্ধবের সমাগমের বিরাম নাই। ইহাতে আপনি আপনাদের বংশের ধারানুসারে আনন্দ অনুভব করেন। ইহাতে খুড়ীমাতাকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং তজ্জন্য পাছে বিরক্ত হন তাহার প্রতিবিধানের জন্য আপনি তাঁহাকে বুঝান যে "পাঁচ পাতে ভাত দেওয়া কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে—?" এই মধুর উপদেশ যথার্থই মধু বর্ষণ করে। স্বল্প আয় বিশিষ্ট শিক্ষকের পক্ষে ইহার অধিক প্রশংসার বিষয় কি হইতে পারে? যে ভারতবর্ষ আতিথেয়তায় শীর্ষস্থানীয়—মনুষ্যের ত কথাই নাই—পক্ষীও অতিথি সৎকারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে, মাতাপিতা স্বহস্তে পুত্রের শিরশ্ছেদন করে, সেখানে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হওয়া উচিত নহে।

আপনার সদ্ব্যবহার ও আমোদ প্রিয়তার জন্য আপনি সর্ব্বজন প্রিয়। সঙ্গীত আলাপেও পূর্ব্বে পটু ছিলেন। এখন বোধ হয় সে অভ্যাস নাই। মনে পড়ে রজনী বাবু হার্মোণিয়াম সহযোগে যে সুরটী বাজাইতেন, আপনি দুই একবার শুনিয়াই তাহা আয়ত্ত করিয়া লইতেন। হস্তাক্ষরটী নিছক রজনী বাবুর অনুরূপ হইয়াছে; অনেক সময় ভ্রম হয়।

আপনি ডাক বিভাগ ত্যাগ করিয়া বাণীর সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহার একটী সুস্বাদু ফল 'চাণক্য শ্লোক'। পূর্ব্বে চাণক্য শ্লোক শিক্ষা না করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিত, এমন কি ভদ্র সমাজে

কেহ স্থান পাইত না। পাঠশালায় বালকদিগকে সমগ্র প্রচলিত শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিতে হইত। কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইতেছিল। আপনার অভিনব আকারে প্রকাশিত 'চাণক্য শ্লোক' ইহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিল। বালকদের পক্ষে ইহা পরম হিতকর হইয়াছে। বৃদ্ধেরা দেখিলেও অন্ততঃ সুখী হইবেন। আপনার অন্যান্য পুস্তকগুলিও প্রশংসনীয়; তবে 'চাণক্য শ্লোক' আমার বড়ই উপাদেয় বোধ হয়।

আপনার গুণাবলী যতই স্মরণ পথে উদিত হইতেছে ততই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। লিখিয়া শেষ করা যায় না বলিয়া এই স্থানে ক্ষান্ত হইলাম।

স্নেহভাজন
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

দ্বিতীয় পত্র।

আপনার 'খাঁ পরিবার' লেখা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। একান্ত প্রার্থনা আমার নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকুকে আপনার পুস্তকে একটু স্থান দিবেন।

পূজনীয় বিশ্বেশ্বর বাবু প্রণীত "খাঁ পরিবারের" পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। পূজনীয় বিশ্বেশ্বর বাবু পরিণত বয়সে ইহার উপকরণ সংগ্রহে যেরূপ অধ্যবসায়, শ্রম, অর্থব্যয় ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়জনক।

আমি শশাঙ্ক মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্ররূপে এবং অন্যান্য কারণে আজ ত্রিশ বৎসর খাঁ পরিবারের এবং দামোদর তীরবর্ত্তী স্থানীয় যাবতীয় লোকের আচার ব্যবহার এবং রীতিনীতি সম্যকরূপে অবগত। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রথমা কন্যার সহিত আমার বিবাহ

হইয়াছে ; সুতরাং খাঁ পরিবার সম্বন্ধে বা এতৎস্থান সম্বন্ধে মন্তব্য প্রত্যক্ষ-দর্শীরই হইবে। পূজনীয় ৺বলরাম বাবু, ৺রজনী বাবু, বর্ত্তমান শ্রদ্ধাস্পদ সূর্য্য বাবু ও বিশ্বেশ্বর বাবুর ন্যায় অমায়িক নিরহঙ্কার সজ্জন স্বজাতি বৎসল পরোপকারী নিরীহ মনুষ্য সমাজের গৌরব এবং আদর্শ। এইস্থানের বর্ত্তমান অনেকেই আমার সহপাঠী। ভ্রাতৃসম তাহাদের বা তৎকনিষ্ঠদের ব্যবহার বড়ই বন্ধুবৎসল, হৃদয়গ্রাহী এবং প্রীতিদায়ক। খাঁ পরিবারের স্বাবলম্বন প্রভৃতি সাহস, সমাজ সংস্কার প্রবৃত্তি, অনু-করণীয়। পূজনীয়া দিদি-শ্বশ্রূমাতা ও শ্বশ্রূমাতাদিগের পুত্রকন্যা জামাতার প্রতি সন্তানোচিত বাৎসল্য, স্নেহ, মমতা ও কারুণ্য, স্বর্গীয় ভাবের দ্যোতক। স্ত্রীলোক এবং বালিকাদিগের আর্য্যনারীযোগ্যা গুরু-ভক্তি, আত্মীয়প্রীতি, স্বার্থত্যাগ, স্বামীর সুখে দুঃখে অনুগামিনী প্রবৃত্তি ও সন্তানস্নেহ, রমণীয় ও মনোমুগ্ধকর।

খাঁ পরিবার প্রতিষ্ঠিত মধ্যইংরাজী স্কুল না থাকিলে আমাদের এই স্থানের আজ যাঁহারা বিদ্বান, যশস্বী এবং কৃতবিদ্য, তাঁহাদের এক-তৃতীয়াংশও সেরূপ হইত কিনা সন্দেহ। কেননা এদেশের লোকের অবস্থা এমন সচ্ছল নহে যে, তাঁহারা প্রথম হইতে সন্তানগণের ব্যয়বহুল শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট স্থানীয় পোষ্টাফিসও লোকের যথেষ্ট উপকার করিতেছে। বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া রাস্তা সংলগ্ন পুষ্করিণী ও কূপ তাঁহাদের সহৃদয়তার জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত। আমাদের এপ্রদেশে খাঁ পরিবারের ন্যায় পুরুষানুক্রমে স্নেহময়ী বাগ্‌-দেবীর কৃপা সদ্গোপ সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং এরূপ একটী পরিবারের সম্পূর্ণ ইতিহাস জাতীয় জীবন গঠনে অত্যাবশ্যক। মহানুভব বিশ্বেশ্বর বাবু কেবলমাত্র নিজ পরিবারের ইতিহাস লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ; পরন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধযুক্ত বা সম্বন্ধহীন যাবতীয় এতৎপ্রদেশীয় সদ্গোপের বিবরণ দিয়াছেন।

এই সামান্য ইতিহাস জাতীয় মহা ইতিহাসের প্রথম এবং বিশিষ্ট-সোপান হইবে। মনে করুন কোন ব্যক্তি আজ স্নেহময়ী ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টে উন্নতির শ্রেষ্ঠস্থানে উপবিষ্ট, আর একজন সেই মাতা চঞ্চলার বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে অবনতির চরম সীমায় উপনীত। ভিন্নদশাগ্রস্ত উভয়ে যদি এই পুস্তকখানি একবার দেখেন, দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের পিতা বা পিতামহ, মাতা বা মাতামহী, কত নিকট সম্বন্ধ যুক্ত বা যুক্তা ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের যে ভাব পূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে ও পরস্পরকে ভিন্ন মনে করিবেন না। আমরা সকলেই দেখিতে পাইব কোন না কোনরূপে সকলেই সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং সকলেই একরূপ এক পরিবারভুক্ত। এই সামান্য সম্বন্ধসমন্বয় হইতে বিশাল সদ্গোপ জাতির একত্ব সংঘটিত হইবে। হয়ত কালে এই ক্ষুদ্র পুস্তক অনুকরণে ও অবলম্বনে বঙ্গের সমস্ত জাতির সম্বন্ধ সমন্বয় সৃষ্ট হইবে; আমার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য আমাদের দেশের প্রত্যেক সদ্গোপই এ পুস্তককে একটী অমূল্য অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া গৃহে রাখিবেন, এবং অবসর কালে পাঠ করিয়া স্বজাতি, স্বদেশ ও গুরুভক্তি শিক্ষা করিবেন। অত্যুক্তি বা অল্পোক্তি মার্জ্জনীয়—

বিনীত—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

কুলটী পোষ্টাফিস। সব-পোষ্টমাষ্টার।

তৃতীয় পত্র।

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্।

কাঁকুনা

২৯শে অগ্রহায়ণ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী খণ্ডঘোষ থানার অধীন কাঁকুনা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺নবকুমার ঘোষ খাঁ। শশাঙ্ক ছাত্রবৃত্তি স্কুলে অতি প্রশংসার সহিত পাশ করিয়া বহরমপুরে ইংরাজী শিক্ষা করেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই সঙ্গীতবিদ্যা ও চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রজনীনাথ ঘোষ খাঁ এম, এ, ও ইঁহাদেরই উৎসাহে গ্রামে একটী এমিচিওর থিয়েটার পার্টি গঠিত হইয়াছে, ও উহার অভিনয় স্কুল কলেজের অবকাশ সময়ে প্রতি বৎসর অতি সুখ্যাতির সহিত অনুষ্ঠিত হইত। বাল্যাবস্থা হইতেই সাধারণের কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী। ইঁহার প্রযত্নে গ্রামের মধ্যইংরাজী স্কুলটীর কার্য্য আজ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। গ্রামস্থ দেব-দেবীর পুজার্চ্চনাতেও বিশেষ মনোযোগী। অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকা সত্ত্বেও, ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম বাবুর আদর্শে দেশস্থ দুঃস্থ লোকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি কলেজ ত্যাগ করিবার পর প্রথমে বাঁকুড়া জেলার রোলগোপাল নগরের হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন; তদনন্তর শাঁকারী স্কুলে কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ দুই স্কুলেই উঁহার শিক্ষকতার গুণে বালকগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণ আজ পর্য্যন্ত গুণগান করিয়া থাকেন। তাহার পর হাওড়া রিপন স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ও তথায় এতাবৎকাল কার্য্য করিতেছেন।

বিদ্যানুশীলনে এতদূর অনুরাগ যে স্কুলের কার্য্য করিয়া যে পরিমাণ অল্প সময় পান তন্মধ্যে পুস্তক লিখিতেও প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহার ফলে টেনিসেস্, ইংরাজী পদ্যে অনূদিত চাণক্য-শ্লোক ইত্যাদি পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সময়কে অমূল্য বিবেচনা করিয়া আজন্ম যেরূপ উদ্যম ও পারদর্শিতার সহিত বিদ্যানুশীলন করিয়া আসিতেছেন তাহা আধুনিক যুবকদিগের মধ্যে অতি বিরল। এই খাঁ পরিবার পুস্তকখানিও সঙ্কলন করিতে বিশেষ অনুসন্ধান, আয়াস ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। ইঁহাকে কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতে হইলেও সাধারণের সকল বিষয়ে সাধ্যমত লক্ষ্য ও সাহায্য করিতে ক্রটি করেন না। ইঁহার সৌজন্যে দেশস্থ সকলেই ইঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। ইনিই একজন বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ সমিতির পুরাতন সভ্য। ইঁহার প্রযত্নে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সমিতির নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইয়া আসিতেছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ খাঁ।

কাঁকুনা খাঁ পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী কুলদেবী শ্রীশ্রী৺মঙ্গলচণ্ডী মাতা ও ৺বিষ্ণুর নিত্য-সেবার তালিকা।

মাসের নাম	সেবাইতগণের নাম	বিশেষ মন্তব্য	
বৈশাখ মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ		
	দক্ষণ জানকীনাথ খাঁ	১লা হইতে ৫ই পর্য্যন্ত	৫ দিন
"	রাঘবেশ্বর খাঁ দীঃ	৬ই হইতে ৮ই অৰ্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ "
"	পঞ্চানন খাঁ	৮ই অৰ্দ্ধেক হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	২॥ "
"	নিত্যানন্দ খাঁ	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ "
"	মনোরঞ্জন খাঁ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ "
"	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। কিন্তু যদি এই মাস	৫ "
	দঃ শুকদেব খাঁ	বাড়ে কিংবা কমে তবে ইহারই	——৩০
জ্যৈষ্ঠ মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ ½ } কালীপদ খাঁ ½ }	১লা হইতে ৩রা অৰ্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ "
"	অমৃতলাল খাঁ দীঃ + বিজন-বিহারী দীঃ + ললিতমোহন দীঃ	৩রা অৰ্দ্ধেক হইতে ৫ই পর্য্যন্ত এই ২॥ দিনের অৰ্দ্ধেক অমৃত দীঃ বাকি ১ দিনের অৰ্দ্ধেক বিজনবিহারী দীঃ বাকি ললিতমোহন দীঃ	২॥ "
"	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ "
"	বটকৃষ্ণ পাল	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ "
"	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ "

মাসের নাম	সেবাইতগণের নাম	বিশেষ মন্তব্য	
জ্যৈষ্ঠমাস	অনন্তলাল খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। যদি এই মাস বাড়ে কিংবা কমে তবে ইহারই	৫ দিন
			৩০
আষাঢ় মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ		
	দঃ জানকীনাথ খাঁ	১লা হইতে ৩রা অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ "
"	পঞ্চানন খাঁ ½ রাঘবেশ্বর খাঁ ¼ বিশ্বেশ্বর খাঁ ¼	৩রা অর্দ্ধেক হইতে ৫ই পর্য্যন্ত এই ২॥ দিনের মধ্যে পঞ্চানন অর্দ্ধেক, বাকী রাঘব দীঃ	২॥ "
"	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ "
"	নিত্যানন্দ খাঁ	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ "
"	মনোরঞ্জন খাঁ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ "
"	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস বাড়িলে কিংবা কমিলে ইহারই	৫ "
			৩০
শ্রাবণ মাস	বৈদ্যনাথ খাঁ	১লা হইতে ৫ই পর্য্যন্ত	৫ "
"	ফণিভূষণ খাঁ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ "
"	বটকৃষ্ণ পাল	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ "
"	ফণিভূষণ খাঁ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ "
"	অনন্তলাল খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস কমিলে কিংবা বাড়িলে ইহারই	৫ "
			৩০
ভাদ্র মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ		
	দঃ জানকীনাথ খাঁ	১লা হইতে ৩রা অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ "

মাসের নাম	সেবাইতের নাম	বিশেষ মন্তব্য	
ভাদ্র মাস	পঞ্চানন খাঁ রাঘবেশ্বর খাঁ দীঃ	৩রা অর্দ্ধেক হইতে ৫ই পর্য্যন্ত, এই ২॥ দিনের পঞ্চানন অর্দ্ধেক বাকি রাঘব দীঃ	২॥ দিন
,,	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	নিত্যানন্দ খাঁ	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,
,,	শরৎ+সতীশ খাঁ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ দঃ শুকদেব খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস কমিলে কিংবা বাড়িলে ইহারই	৫ ,,
			৩০
আশ্বিন মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ ½ কালীপদ খাঁ ½	১লা হইতে ৩রা অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ ,,
,,	অমৃতলাল খাঁ বিজনবিহারি দীঃ ললিতমোহন দীঃ	৩রা অর্দ্ধেক হইতে ৫ই পর্য্যন্ত ২॥ দিনের অর্দ্ধেক অমৃত, বাকি ১। দিনের অর্দ্ধেক বিজন দীঃ বাকি ললিতমোহন দীঃ	২॥ ,,
,,	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	বটকৃষ্ণ পাল	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,
,,	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	অনন্তলাল খাঁ	২৬শে হইতে ৩০ পর্য্যন্ত। এই মাস কমিলে কিংবা বাড়িলে ইহারই	৫ ,,
			৩০
কার্ত্তিক মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ দঃ জানকীনাথ খাঁ	১লা হইতে ৩রা অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ ,,

মাসের নাম	সেবাইতগণের নাম	বিশেষ মন্তব্য	
কার্ত্তিক মাস	পঞ্চানন খাঁ	৩রা অর্দ্ধেক হইতে ৫ই পর্য্যন্ত। এই ২॥ দিনের মধ্যে	
	রাঘবেশ্বর খাঁ দীঃ	পঞ্চানন অর্দ্ধেক বাকি রাঘব দীঃ	২॥ দিন
,,	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	নিত্যানন্দ খাঁ	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,
,,	মনোরঞ্জন খাঁ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস বাড়িলে	৫: ,,
	দঃ শুকদেব খাঁ	কিংবা কমিলে ইহারই	৩০
অগ্রহায়ণ	বৈদ্যনাথ খাঁ	১লা হইতে ৫ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	বটকৃষ্ণ পাল	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,
,,	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	অনন্তলাল খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস বাড়িলে বা	৫ ,,
		কমিলে ইহারই	৩০
পৌষ মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ		
	দঃ জানকীনাথ খাঁ	১লা হইতে ৫ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	পঞ্চানন খাঁ	৬ই হইতে ৮ই অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ ,,
,,	রাঘবেশ্বর খাঁ দীঃ	৮ই অর্দ্ধেক হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	২॥ ,,
,,	নিত্যানন্দ খাঁ	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,

মাসের নাম	সেবাইতগণের নাম	বিশেষ মন্তব্য	
,,	শরৎ+সতীশ খাঁ।	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ দিন
,,	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ।	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস বাড়িলে	৫ ,,
	দং শুকদেব খাঁ।	কিংবা কমিলে ইহারই	৩০
মাঘ মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ। ½, কালীপদ ½	১লা হইতে ৩রা অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ ,,
,,	অমৃতলাল খাঁ। দীঃ	৩রা অর্দ্ধেক হইতে ৫ই পর্য্যন্ত এই ২॥ দিনের অর্দ্ধেক	
,,	বিজনবিহারী খাঁ। দীঃ	১। দিন অমৃতলাল দীঃ বাকি ১। দিনের অর্দ্ধেক	২॥ ,,
	ললিতমোহন খাঁ। দীঃ	বিজনবিহারী দীঃ বাকি ললিতমোহন দীঃ	
,,	ফণিভূষণ খাঁ। দীঃ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	বটকৃষ্ণ পাল	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,
,,	ফণিভূষণ খাঁ।	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	অনন্তলাল খাঁ।	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস কমিলে	৫ ,,
		কিংবা বাড়িলে ইহারই	৩০
ফাল্গুন মাস	বিশ্বেশ্বর খাঁ।		
	দঃ জানকী খাঁ।	১লা হইতে ৫ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	পঞ্চানন খাঁ।	৬ই হইতে ৮ই অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত	২॥ ,,
,,	রাঘবেশ্বর খাঁ। দীঃ	৮ই অর্দ্ধেক হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	২॥ ,,
,,	নিত্যানন্দ খাঁ।	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,
,,	মনোরঞ্জন খাঁ।	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ ,,

মাসের নাম	সেবাইতগণের নাম	বিশেষ মন্তব্য	
,,	সূর্য্যনারায়ণ খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস কমিলে কিংবা বাড়িলে ইহারই	৫ দিন
			———৩০
চৈত্র মাস	বৈদ্যনাথ খাঁ	১লা হইতে ৫ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	বটকৃষ্ণ পাল	১১ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত	১০ ,,
,,	ফণিভূষণ খাঁ দীঃ	২১শে হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত	৫ ,,
,,	অনন্তলাল খাঁ	২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত। এই মাস কমিলে কিংবা বাড়িলে ইহারই	৫ ,,
			———৩০
			মোট ৩৬০ দিন।

স্বাক্ষর—

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ খাঁ
শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ খাঁ
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ খাঁ
শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ খাঁ

শ্রীবিজনবিহারি ঘোষ খাঁ
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ খাঁ
শ্রীঅবনিমোহন ঘোষ খাঁ
শ্রীফণিভূষণ ঘোষ খাঁ